পুরুলিয়ায় গীতাঞ্জলি ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 191 Thursday, 12 June, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ১৯১ সংখ্যা ❋ ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, বৃহস্পতিবার, ১২ জুন ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

দোকান বসানো নিয়ে দুই গোষ্ঠীর অশান্তিতে রণক্ষেত্র মহেশতলা

জ্বলল আগুন, রক্তাক্ত পুলিশও

দুরন্ত বার্তা, মহেশতলা, ১১ জুনঃ দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে তপ্ত সন্তোষপুর-রবীন্দ্রনগর এলাকা। চলে বেপরোয়া ইটবৃষ্টি। জ্বলেছে একের পর এক বাইক, গাড়িতে ভাঙচুর। পরিস্থিতি সামাল দিতে রীতিমতো হিমশিত খায় পুলিশ। ফাটানো হয় কাদানে গ্যাসের সেল। পরিস্থিতি সামাল দিতে আক্রান্ত পুলিশও। ইটের আঘাতে আহত এক মহিলা পুলিশকর্মী। বুধবার বেলা ১টা থেকেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনগর এলাকা। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে চলে বেপরোয়া ইটবৃষ্টি। বিধানসভার বাইরেও এই বিষয়টি উত্থাপন করেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় যায় বাহিনী, র‍্যাফ। একটা সময়ে দেখা যায়, পুলিশ বিক্ষোভকারীদের বোঝানোর চেষ্টা করে পরিস্থিতি সামলাতে উদ্যত হয়। সমস্যা কোথায়? কী নিয়ে অভিযোগ? সেটা জানার জন্য কলকাতা পুলিশের এক কর্মী হাতে সাদা রুমাল নিয়ে এগিয়ে যান কথা বলতে। বিক্ষোভকারীদের মধ্যেই একজন এগিয়ে আসতে থাকেন কথা বলতে। তাঁরাও হাত নাড়িয়ে তাঁদের সঙ্গীদের শান্ত থাকতে বলেন। কিন্তু তখনই অতর্কিতে পুলিশের ডান দিক থেকে বেরিয়ে আসে কয়েকজন। তাঁরা ইট ছুড়তে থাকেন। তাতে আহত হন এক মহিলা পুলিশ কর্মী। তাতে নতুন করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়। পুলিশ কাদানে গ্যাসের সেল ফাটায়। বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যার পর পুলিশ জানিয়েছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। এখন রাস্তার ওপর পড়ে রয়েছে গুচ্ছ গুচ্ছ ইটের টুকরো। এলাকায় মোতায়েন বাহিনী। রাস্তার একপ্রান্তে এখন পুলিশ, অপরপ্রান্তে বিক্ষোভকারীরা।

কেন্দ্রের পোর্টালে বাংলার কোভিড তথ্য আপলোড বন্ধ? মুখে কুলুপ স্বাস্থ্য ভবনের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুনঃ কেন্দ্রের পোর্টালে কোভিড তথ্য আপলোড কি স্থগিত স্বাস্থ্য ভবনের? প্রশ্ন তুলে দিল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের কোভিড পোর্টাল। পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসছে না কোভিড তথ্য। বুধবারের পোর্টালে জানিয়ে দিল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। গত ৪৮ ঘণ্টা ধরে রাজ্যের আক্রান্ত-মৃত্যুর তথ্য অমিল কেন্দ্রীয় পোর্টালে। এরপরই পশ্চিমবঙ্গের বিরুদ্ধে তথ্য না জানানোর অভিযোগ প্রকাশ্যে আনল কেন্দ্র। তা নিয়েই স্বাস্থ্য মহলের অন্দরে নতুন করে শুরু হয়েছে চাপানউতোর। শেষ আপডেট বলছে বর্তমানে বঙ্গে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৭৪৭। যদিও তারপর আর কোনও আপডেট দেওয়া নেই। পশ্চিমবঙ্গের জায়গায় লেখা Covid 19 data awaited. গোটা বিষয়টি নিয়ে মুখে কুলুপ স্বাস্থ্য ভবনের। কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে বেসরকারি হাসপাতালগুলির বক্তব্য তাঁরা তথ্য আপলোড করতে গেলে স্বাস্থ্য ভবনের পোর্টাল খুলছে না। এখানে বেড়েছে জটিলতা। এই অবস্থায় শহরের বেশ কয়েকটি বেসরকারি হাসপাতাল ই-মেল করে পরিসংখ্যান জানানোর কথা ভেবেছে। সার্ভিস ডক্টর্স ফোরামের সম্পাদক সজল বিশ্বাস বলছেন, ''এই পরিস্থিতিতে সরকারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তথ্য চাপা হলে তাতে অত্যন্ত ক্ষতি হতে পারে। আগামীতে এটা মহামারির আকার নিতে পারে। তাই তথ্য চাপা যাতে না হয় সেদিকে নজরদারির প্রয়োজন রয়েছে। কোথায় কত সংখ্যক মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে, কোন হাসপাতালে কতজন ভর্তি হচ্ছে সে বিষয়ে সঠিক তথ্য আসা খুবই প্রয়োজনীয়। কারণ, মহামারি আটকাতে গেলে সঠিক তথ্য দরকার। সঠিক তথ্য না হলে মোকাবিলার জন্য সঠিক পরিকল্পনা করা যায় না।'' তবে কোভিড পরিস্থিতির উপর যে সরকারের সদা নজর রয়েছে তা বারবার বলছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার নবান্নে করোনা সংক্রান্ত বৈঠকও করেন। স্পষ্ট বলেছিলেন, ''আমরা সতর্ক আছি। প্রস্তুতি নেওয়া আছে। এটা নিয়ে ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই''। সাবধানতা অবলম্বন করতে দিয়েছিলেন একগুচ্ছ পরামর্শ। বলেছিলেন, ''যদি কারও অন্য কোনও রোগ থাকে তারা সতর্ক থাকুন। চেষ্টা করুন সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করান।''

রাজীব কুমারকে কার্যত হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুনঃ রবীন্দ্র নগরের ঘটনার রেশ পৌঁছল কলকাতায়। দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষের জেরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার রবীন্দ্র নগর এলাকায় উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হতেই ভবানী ভবনে ছুটলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সঙ্গে ছিলেন বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ প্রমুখ। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে আধাসেনা নামানো হোক, এই দাবি জানান তাঁরা। বুধবার দুপুর থেকে উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয়। পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটবৃষ্টি করে উত্তেজিত জনতা। আহত হন একাধিক পুলিশকর্মী। শান্ত হওয়ার আবেদন জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। ভাঙচুর চালানো হয়েছে এলাকার একাধিক বাড়ি ও দোকানে। পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হওয়ার পর ভবানী ভবনে যান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারের সঙ্গে দেখা করার আবেদন জানান তিনি। কিন্তু ডিজি তাঁর সঙ্গে দেখা করেননি বলে অভিযোগ শুভেন্দুর। শুভেন্দু ও অন্যান্য বিধায়করা বেরিয়ে এসে কার্যত বিক্ষোভ দেখান ভবানী ভবন চত্বরে। সঙ্গে ছিলেন সাধু-সন্তরা। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রীতিমতো ক্ষোভ উগরে দেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, ''পুলিশের কর্মীরা আক্রান্ত হয়েছে। তাই ভদ্রভাবে দেখা করতে এসেছিলাম। বলতে এসেছিলাম, যাতে প্যারামিলিটারি চাওয়া হয়। কিন্তু উনি ঠান্ডা ঘরে বসে আছেন।'' এরপর কার্যত হুঁশিয়ারির সুরে শুভেন্দু বলেন, ''বৃহস্পতিবার বিধানসভায় আর আদালতে দেখা হবে।''

কোনও ছাড় নয়! রোগীর মৃত্যুতে এবার ৫ লক্ষ টাকা দিতেই হবে নার্সিংহোমকে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুনঃ সিঙ্গল বেঞ্চের পর ডিভিশন বেঞ্চেও ধাক্কা খেল শহরের বেসরকারি নার্সিংহোম। বিনা চিকিৎসায় রোগী মৃত্যুর খেসারত দিতেই হবে নার্সিংহোমকে। দিতে হবে ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা। করোনা পরিস্থিতিতে এক ১৮ বছরের ছাত্রের মৃত্যু হয়। সেই ঘটনার জেরেই পাঁচ বছর বাদে জরিমানা দেওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ২০২০ সালে যখন রাজ্যে করোনা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, সেই আবহে এক কিশোরের মৃত্যু ঘিরে চরম গাফিলতির অভিযোগ ওঠে। তিনটি হাসপাতাল ঘোরার পর কার্যত বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হয় ১৮ বছরের ছাত্র শুভ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের। পরিবারের অভিযোগ ছিল, ওই নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়ার ৫ মিনিটের মধ্যেই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ জানায় শুভ্রজিৎ করোনা পজিটিভ। নার্সিংহোম ওই রিপোর্ট দেওয়ার পর আর কোনও হাসপাতালে তার চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থাই হয়নি। কিশোরের বাবা-মায়ের অভিযোগ ছিল, ন্যূনতম কোনও পরিষেবাই দেওয়া হয়নি তাঁদের ছেলেকে। এরপর স্বাস্থ্য কমিশনের দ্বারস্থ হয় পরিবার। ওই নার্সিংহোমকে পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানা করে স্বাস্থ্য কমিশন। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিল নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ। স্বাস্থ্য কমিশনের নির্দেশ বহাল রাখে সিঙ্গল বেঞ্চ। অর্থাৎ জরিমানা দেওয়ার কথাই বলেছিল আদালত। এরপর ডিভিশন বেঞ্চে যায় নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ। আজ, বুধবার নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের দায়ের করা সেই মামলা খারিজ করে দিয়েছে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ। অর্থাৎ নার্সিংহোমকে পাঁচ লক্ষ টাকা দিতেই হবে মৃতের পরিবারকে।

'প্রথমে এমপি-এমএলএ হব, তারপর পদের অপব্যবহার করব', হেসে-হেসে কাকে নিশানা কল্যাণের?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুনঃ সফল আইনজীবী তিনি। চারবারের সাংসদও। দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতি করছেন। তাই এর মার-প্যাঁচ সবটাই বোঝেন। শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবার মুখ খুললেন বর্ণময় রাজনীতি নিয়ে। তৃণমূলের সাংসদের দাবি, তিনি বর্ণময় রাজনীতি বোঝেন না। শুধু জানেন, রাজনীতি মানেই মানুষের সেবা করা। একই সঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কল্যাণ বুঝিয়ে দিলেন কতটা খেটে আজ এই জায়গায় তাঁকে পৌঁছতে হয়েছে। নাম না করে এও অভিযোগ করলেন, বর্তমানে অনেকেই রয়েছেন যাঁরা বিধায়ক-সাংসদ পদের অপব্যবহার করছেন। তবে কোন দলের নেতা-নেত্রীদের কটাক্ষ করলেন সাংসদ তা স্পষ্ট করেননি। আজ সাংবাদিকরা কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন কল্যাণকে। অনেকেই মহুয়াকে রাজনীতির বর্ণময় চরিত্র বলছেন। যদিও সেই নিয়ে মুখ খুলতেই চাননি শ্রীরামপুরের সাংসদ। বলেন, ''ওর সম্বন্ধে প্রশ্ন করবেন না। অনেক স্পেশিফিক কমেন্ট করতে হবে। আপনারা জানেন সব, আর কিছু বলার কিছু নেই।'' এরপর সেই রেশ ধরেই কল্যাণ বলতে শুরু করেন নিজের লড়াই-সংগ্রামের কথা। কীভাবে বাঁকুড়া থেকে এসে নিজের কেরিয়ার তৈরি করেছেন সে কথাই বলেন তিনি। সাংসদ বলেন, ''বাঁকুড়া থেকে এসে কেরিয়ার তৈরি করেছি। তারপর দীর্ঘকাল এখানে থেকেছি। লড়াই করেছি।'' তৃণমূলের এই নেতা বাংলার রাজনীতির বর্ণময় চরিত্র বলতে কাদের বোঝেন, তাও স্পষ্ট করে দেন। এক মুখ হেসে বললেন, ''সিদ্ধার্থ শঙ্কর, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, জ্যোতি বসু, মমতাদি...এরাই আমার কাছে বর্ণময় চরিত্র।'' একই সঙ্গে তাঁর ''সংযোজন কালারফুল পলিটিক্স কী? আমি বুঝি না। রাজনীতি মানে মানুষের সেবা। রাজনীতিতে এসে বিধায়ক-সাংসদ হয়ে যদি অপব্যবহার করা হয় সেটা বর্ণময় বা কোনও চরিত্রই নয়।'' কল্যাণ এ দিন স্পষ্ট বলেন, ''আমি কারও নাম করছি না। বাংলার রাজনীতি অন্য। এখানকার রাজনীতি উত্তর প্রদেশ বা লন্ডনের মতো নয়। এখানকার মানুষ রাজনীতিবিদদের লড়াইয়ের জন্য শ্রদ্ধা করেন। তাঁকে অন্য কিছু করার জন্য শ্রদ্ধা-সম্মান করে না। আমরা তো রাজনীতি করতে করতে এসে সাংসদ হয়েছি। এই পদের অপব্যবহার করিনি। এখনকার নির্দশন হয়েছে প্রথমে এমপি হব, এমএলএ হব, তারপর সেই পদের অপব্যবহার করে নিজস্ব জীবন তৈরি করব। আমি এর বিরোধী।''

জল তো পাচ্ছেই না, সিন্ধু নিয়ে পাকিস্তানকে আরও চাপে ফেলল ভারত

নয়াদিল্লি, ১১ জুনঃ রক্ত ও জল একসঙ্গে বইতে পারে না-পাকিস্তানকে এ কথা স্পষ্ট করে জানিয়েছে ভারত। সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিতের পর এবার কোন পথে এগোবে ভারত? কোথায় তৈরি হবে বাঁধ? কোথায় গড়ে উঠবে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র? সমগ্র ব্লুপ্রিন্ট স্পষ্ট করে দিলেন কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর। সাফ জানানো হল, বন্ধ হবে না পাইপলাইনে থাকা কোনও প্রকল্পের কাজ। বরং পরিকল্পনা স্তর বা নির্মাণের প্রাথমিক পর্যায়ে থাকা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জলধারণ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো যায় কিনা তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা চলছে। পাকিস্তানকে স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়ে ঘোষণা করে দিয়েছেন মন্ত্রী। ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরেই সিন্ধু জলচুক্তির সম্পূর্ণ বিপরীতে জম্মু কাশ্মীরের প্রথম গভীর জলাধার সম্পন্ন (১০৯ কিউবিক মিটার) জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র পাকাল ডাল এর কমিশন বা নির্দেশ করতে পারে সরকার। পহেলগাঁও হামলার আগেই নদীর প্রাকৃতিক স্রোতকে টারবাইনের মাধ্যমে ব্যবহার করে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে জন্য চারটি ক্ষেত্রে প্রজেক্ট ঘোষণা করেছিল ভারত। এক্ষেত্রে যেহেতু বড় গভীর জলাধার নির্মাণের পরিকল্পনা ছিল না, তাই পাকিস্তানের আপত্তি থাকারও কারণ ছিল না। পরিকল্পনা ছিল, সিন্ধ নালার উপর ৯৩ মেগাওয়াটের নতুন গন্দেরবাল প্রকল্পের। কীর্থাই ২ তে ৯৩০ মেগাওয়াট, চেনাব নদীর উপর সওয়ালকোটে ১৮৫৬ মেগাওয়াট এবং ঝিলম নদীর উপর ২৪০ মেগাওয়াটের উরি ১, স্টেজ ২ প্রকল্পের পরিকল্পনা ছিল। এছাড়াও নদীর প্রাকৃতিক স্রোতকে টারবাইনের মাধ্যমে ব্যবহার করে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের আরও দুটি প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব কিনা তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখছে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ। বিশেষজ্ঞদের মতে, জম্মু-কাশ্মীরে ১০৮৮ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন এখনও মোট ৯টি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের সম্ভাবনা রয়েছে। এর মধ্যে গভীর জলাধার এবং বাঁধ-সহ ৩টি প্রকল্প সম্ভব কিনা, তা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। চেনাবের উপনদী মরুসূদরের উপর বুরাসর প্রজেক্ট, গঙ্গবাল এবং ওয়ার্ডওয়ান বুরাসর প্রজেক্ট নিয়েও আলোচনা চলছে।

'বিধানসভার ভিতরে কি হুমকির বিষয় আছে যে নিরাপত্তা লাগবে?' শুভেন্দুকে প্রশ্ন বিচারপতি সিনহার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুনঃ বাদল অধিবেশনের শুরুতেই কলকাতা হাইকোর্টে বিধানসভা বিরোধী দলের নিরপত্তা ইস্যু। নিরাপত্তারক্ষীদের (কেন্দ্রীয় বাহিনী) বিধানসভা চত্বরে প্রবেশাধিকার নিয়ে শুনানি চেয়ে আবেদন হয়েছিল হাইকোর্টে। আজ বুধবার ছিল সেই মামলার শুনানি। উল্লেখ্য, বিধানসভা চত্বরে শুভেন্দু অধিকারীর নিরাপত্তারক্ষীদের প্রবেশাধিকার নেই। সেই প্রবেশাধিকার চেয়েই মামলা হয়। আজ শুনানি চলাকালীন বিচারপতি অমৃতা সিনহা প্রশ্ন করে জানতে চান, শুভেন্দু অধিকারী কেন্দ্র এবং রাজ্য দু'টি নিরাপত্তাই পান? এরপর বিচারপতির প্রশ্ন, বিধানসভার ভিতরে কি হুমকির বিষয় আছে নাকি! যে নিরাপত্তার প্রয়োজন? আপনি আপনার নিরাপত্তারক্ষী ভিতরে পারবে প্রবেশ করাতে চাইছেন। এই মুহূর্তে অন্তর্বর্তী নির্দেশ কীভাবে সম্ভব? বিচারপতির প্রশ্ন, বিধানসভার ভিতরে প্রবেশ করে কীভাবে বাইরের মানুষ হুমকি বিধায়কদের। উল্লেখ্য, রাজ্য তো বটেই একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা পান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। গতবছরই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সম্প্রতি তাঁর নিরাপত্তা আরও বাড়িয়েছে। এতদিন পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ছিল জেড ক্যাটেগরির নিরাপত্তা। কিন্তু অন্য রাজ্যে ওয়াই ক্যাটেগরি নিরাপত্তা পেতেন। তবে জেড ক্যাটেগরির নিরাপত্তা গোটা দেশেই পাবেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক।

রাজ্যে আর নয়, চাকরি ফেরাতে এবার আরও বড় পদক্ষেপ চাকরিহারাদের

নয়াদিল্লি, ১১ জুনঃ প্রায় ছাব্বিশ হাজারের চাকরি বাতিল হয়েছে। দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ২০১৬ সালের গোটা প্যানেলই বাতিল করে দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট। এই নিয়ে ক্ষোভ-বিক্ষোভ আন্দোলন চলছে। আর এবার পশ্চিমবঙ্গের এসএসসি চাকরি বাতিল বিষয়টি সংসদে আলোচনা হোক এমনটাই চাইছেন চাকরিহারা শিক্ষকরা। এই দাবিকে সামনে রেখে 'যোগ্য শিক্ষকরা' এবার প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে সংসদের আসন্ন অধিবেশনে বিষয়টি উত্থাপনের জন্য জাতীয় স্তরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাছে আর্জিও জানাচ্ছেন চাকরিহারা শিক্ষকরা। বুধবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর দফতরের স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, রাজ্য সরকার নতুন করে যে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করেছেন তার ঘোরতর বিরোধিতাও করছেন তাঁরা। চাকরিহারা শিক্ষকদের নেতা সুমন বিশ্বাস বলেন, ''আমরা জাতীয় কংগ্রেস, জনতা দল ইউনাইটেড, এবং ভারতীয় জনতা পার্টির সদর দফতরেও গিয়েছি। আমাদের চিঠিতে সই করেছেন মন্ত্রী সুশ্রী শোভা। আমরা চাকরি দুর্নীতির কথা জানিয়েছি। আমরা বলেছি সংসদে এই নিয়ে আলোচনা হোক। এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার মিলিত ভাবে এই সমস্যার সমাধান করুক। আমরা রাষ্ট্রপতির দফতরে চিঠিও দিয়েছি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অযোগ্যদের বাঁচাতে আমাদের মতো যোগ্যদের চাকরি শেষ করে দিল।''

অনুব্রত ইস্যুতে উত্তাল বিধানসভা, স্পিকার প্রস্তাব খারিজ করতেই বিজেপির ওয়াকআউট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুনঃ অনুব্রত মণ্ডলকে গ্রেফতার করতে হবে, এবার এই দাবিতে উত্তাল বিধানসভা। বুধবার বিজেপি বিধায়করা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। ওয়াকআউট করেন তাঁরা। বিক্ষোভ দেখিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন তাঁরা। বোলপুরের আইসি-কে ফোন করে হুমকি, কদর্য ভাষায় তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে কথা- গোটা বিষয়ে চলতি মাসের শুরু থেকেই তপ্ত বাংলার রাজনীতি। ঘরে-বাইরে চাপে পড়তে হয়েছে অনুব্রতকে। দলের নির্দেশে ক্ষমাও চেয়েছেন, দিয়েছেন হাজিরাও। কিন্তু বিষয়টি থিতিয়ে পড়তে দিতে নারাজ বিজেপি। এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে বিধানসভা উত্তাল করেন বিজেপি বিধায়করা। মঙ্গলবার অনুব্রত মণ্ডল বিরুদ্ধে মুলতবি প্রস্তাব আনে বিজেপি। অধিবেশনের শুরুতেই মহিলা বিজেপি বিধায়করা অনুব্রত মণ্ডলের কুকথা নিয়ে বারবার প্রশ্ন তোলেন। তাঁদের দাবি, এসআরডিএ-এর চেয়ারম্যান অনুব্রত মোবাইলে যেভাবে পুলিশ অফিসার ও তাঁর স্ত্রীর প্রতি কদর্য ভাষা ব্যবহার করেছেন, তাতে মহিলা সমাজ অপমানিত। কিন্তু তাঁর

বিরুদ্ধে ঠিক কী পদক্ষেপ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৩ সালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসআরডিএ অর্থাৎ রুরাল ডেভলপমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে অনুব্রতকে নিযুক্ত করেন। তারপর তিনি যখন গরু পাচার মামলায় জেলে যান, সেই ২ বছর ওই পদ ফাঁকাই থাকে। বুধবার বিজেপি বিধায়করা প্রশ্ন তোলেন, অনুব্রত কীভাবে সরকারি কর্মচারীকে গালি দিয়েও গুরুত্বপূর্ণ এই পদে বহাল থাকবেন? বিজেপি একটি মুলতুবি প্রস্তাব আনে। কিন্তু সেই প্রস্তাব খারিজ করে দেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় । বিজেপি বিধায়করা তখন বিক্ষোভ দেখিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। শুরু হয় ওয়াকআউট। এদিকে, অনুব্রতর ওপর চাপ বাড়াতে সক্রিয় জাতীয় মহিলা কমিশন। ডিজিকে চিঠি দিয়ে অনুব্রতর ফোন কেন বাজেয়াপ্ত করা হল না, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। অনুব্রত মণ্ডল মোবাইল বা ডিজিটাল ডিভাইস অবিলম্বে বাজেয়াপ্ত করার দাবি জানানো হয়েছে। এমনকি, অনুব্রত মণ্ডলকে জেরার সময়ে কোনও ভিডিয়োগ্রাফি করা হয়েছে কি না তা ডিজির দেওয়া আগের রিপোর্টে উল্লেখ নেই বলেও জাতীয় মহিলা কমিশনের গতকালের চিঠিতে জানতে চাওয়া হয়েছে।

অমিত শাহকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য, রাহুল গান্ধিকে ঝাড়খণ্ড আদালতের সমন

ঝাড়খণ্ড, ১১ জুনঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে নিয়ে করা একটি আপত্তিকর মন্তব্যের জন্য ঝাড়খণ্ডের চাইবাসার আদালত কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধিকে সমন পাঠিয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, যখন এই মন্তব্যটি করা হয়েছিল, তখন অমিত শাহ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন না, তিনি ছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি, আর রাহুল গান্ধি তখন কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন। ২০১৮ সালের ওই মন্তব্যের জন্য মানহানি মামলা দায়ের করা হয়, যার শুনানির অংশ হিসেবে আগামী ৬ আগস্ট রাহুল গান্ধিকে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মামলার মূল ঘটনা কিছুটা এই রকম- ২০১৮ সালে রাহুল গান্ধি একটি জনসভায় অমিত শাহকে 'একজন খুনি' হিসেবে উল্লেখ করে প্রশ্ন করেন, কীভাবে একজন খুনি বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি হতে পারে। তিনি বলেন, ''একজন খুনিকে বিজেপি সভাপতি হিসেবে মেনে নেওয়া যায় না, এটা কংগ্রেসে হতে পারে না।'' এই বক্তব্যের ফলে প্রচণ্ড বিতর্ক সৃষ্টি হয় এবং ওই এলাকার বিজেপি নেতা প্রতাপ কুমার ওই মন্তব্যের ভিত্তিতে রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে মানহানি মামলা দায়ের করেন। ঝাড়খণ্ডের চাইবাসা আদালত ওই মামলায় রাহুল গান্ধির জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিল। তবে রাহুল গান্ধির আইনজীবী ওই পরোয়ানার বিরুদ্ধে আদালতে পিটিশন জমা দেন, যাতে তাকে গ্রেপ্তার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য স্থগিতাদেশ চাওয়া হয়। আদালত ওই আবেদনের প্রেক্ষিতে গ্রেপ্তারি পরোয়ানার ওপর স্থগিতাদেশ দেয় এবং আগামী ৬ আগস্ট তার শুনানি করার জন্য রাহুলকে হাজির থাকার নির্দেশ দেয়। শুনানির পরবর্তী তারিখ পর্যন্ত রাহুলকে গ্রেপ্তার করা যাবে না বলেও আদালত সিদ্ধান্ত নেয়। চাইবাসার আদালতের আইনজীবী বিনোদ কুমার সাহু জানান, ''আমরা আদালতে রাহুল গান্ধির পক্ষে পিটিশন জমা দিয়েছি। আদালত শুনানি করে গ্রেপ্তারি পরোয়ানার ওপর স্থগিতাদেশ

দিয়েছে এবং আগামী ৬ আগস্ট রাহুলকে আদালতে হাজির থাকার নির্দেশ দিয়েছে। এ পর্যন্ত মামলার বিষয়টি বিচারাধীন রয়েছে।'' এই মামলার মাধ্যমে রাজনৈতিক মহলে আবারো আলোচনা জমে উঠেছে। অনেকেই মনে করছেন, এই মামলাটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং বিরোধী নেতাকে চাপে রাখার চেষ্টা। অন্যদিকে, বিজেপি শিবির মনে করে, মানহানি মামলা দায়ের করা যথার্থ কারণ হিসেবে, কারন রাজনৈতিক নেতাদের দায়িত্বশীলতা থাকা উচিত এবং কাউকে অবমাননা করার সুযোগ দেওয়া যায় না। রাহুল গান্ধি এই মামলার বিষয়ে এখনও পর্যন্ত বিস্তারিত মন্তব্য করেননি। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, এই মামলাটি তাঁর রাজনীতির উপর একটি চাপ হিসেবে কাজ করতে পারে। বিশেষ করে, দেশের রাজনৈতিক উত্তাপের মধ্যে এই ধরনের মামলাগুলো রাজনীতিকে আরও উসকানোর কাজ করে। ২০১৮ সালের ওই মন্তব্য এবং পরবর্তী মামলার প্রেক্ষাপটে দেখা যাচ্ছে, রাজনীতির জটিলতা কতটা বেড়েছে এবং আইন-বিচারের মাধ্যমে রাজনৈতিক বিতর্ক কতটুকু নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। পাশাপাশি, এটা স্পষ্ট যে রাজনৈতিক নেতাদের বক্তব্যের জন্য তাঁদের কঠোরভাবে আইনের আওতায় আসতে হচ্ছে। মামলার শুনানি আগামী ৬ আগস্ট হওয়ার কথা রয়েছে, যেখানে রাহুল গান্ধি আদালতে উপস্থিত থেকে নিজের পক্ষ রাখতে পারবেন। বিচারিক প্রক্রিয়ার ফলাফল কী হয়, তা রাজনৈতিক মহলে এবং সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এ ধরনের মামলাগুলো রাজনীতির স্বাভাবিক অংশ হলেও, প্রত্যাশা থাকে যে আইনের সঠিক প্রয়োগ এবং রাজনৈতিক বিবেক বজায় থাকবে। পরিশেষে, ঝাড়খণ্ডের চাইবাসা আদালতের এই সমন রাজ্যের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হিসেবে দেখা হচ্ছে। আগামী দিনে এই মামলার অগ্রগতি রাজনৈতিক পরিবেশকে কিভাবে প্রভাবিত করবে, তা নজর রাখাই সময়ের দাবি।

রামপ্রসাদ বিসমিল-এর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি মোহন যাদবের

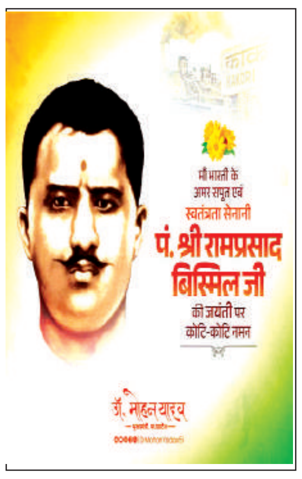

ভোপাল, ১১ জুনঃ মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী রামপ্রসাদ বিসমিল এর জন্মবার্ষিকী। এই উপলক্ষে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব জানান, মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী, শ্রদ্ধেয় রামপ্রসাদ বিসমিল-কে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই। যিনি দাসত্বের শৃঙ্খল ভাঙতে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। কাকোরি অভিযান সহ বিভিন্নভাবে তিনি অত্যাচারী ব্রিটিশ সরকারের ভিত নড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং অগণিত দেশবাসীকে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অনুপ্রাণিত করেছিলেন। আমি তাঁর চরণে প্রণাম জানাই।

সন্ত কবীরদাসের জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর

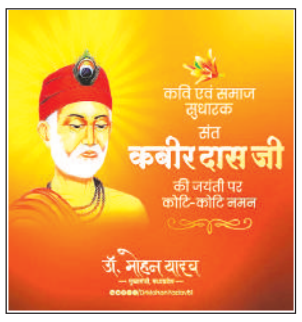

ভোপাল, ১১ জুন ঃ বুধবার সন্ত কবীরদাসের জন্মজয়ন্তী। এই উপলক্ষে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব জানান, মহান সন্ত কবীরদাস জি-কে তাঁর জন্মজয়ন্তীতে প্রণাম জানাই। আড়ম্বর এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর প্রচেষ্টা চিরকাল সমাজকে জনকল্যাণের দিকে পরিচালিত করবে।

নাবালিকাকে যৌন হেনস্তার অভিযোগে গ্রেফতার এক 'কাকু'

কলকাতা, ১১ জুন ঃ প্রতিবেশী নাবালিকাকে যৌন হেনস্তার অভিযোগে গ্রেফতার হলেন এক 'কাকু' মঙ্গলবার তাকে গ্রেফতার করে শেক্সপীয়ার সরণি থানার পুলিশ। বুধবার ব্যাঙ্কশাল কোর্টের বিশেষ পকসো আদালতে পেশ করা হবে। ওই অভিযুক্তকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় শেক্সপীয়ার সরণি থানা। অভিযোগ, বাবা-মা না থাকলে ওই নাবালিকাকে বা।তে ডেকে তাকে যৌন হেনস্তা করে ওই ব্যক্তি। বেশ কিছুদিন ধরেই ওই কীর্তি চালাচ্ছিল অভিযুক্ত। মেয়ের অস্বাভাবিক আচরণে বিষয়টি নাবালিকার বাবা-মা টের পান। মঙ্গলবারই শেক্সপীয়ার সরণি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তাঁরা। লিখিত অভিযোগ পেয়েই পকসো আইনে মামলা রুজু করে শেক্সপিয়র থানার পুলিশ। দ্রুত ওই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

কেদারনাথ দর্শন সেরে ফেরার পথে নদীর স্রোতে ভেসে গেলেন এক যুবক, উদ্ধার ৫

রুদ্রপ্রয়াগ, ১১ জুন ঃ কেদারনাথধাম থেকে দর্শন সেরে ফিরছিলেন উত্তর প্রদেশের আলিগড় জেলার ৬ জন যুবক। পথে রামওয়ারা এলাকায় নদী পার হওয়ার সময় হঠাৎ তীব্র স্রোতের কবলে পড়েন তাঁরা। এই ঘটনায় রাহুল নামে এক যুবক নদীতে ভেসে যান, বাকি ৫ জনকে সময়মতো উদ্ধার করে উদ্ধারকারী দল।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে , সোমবার রাতে রুদ্রপ্রয়াগ জেলা বিপর্যয় দফতর থেকে খবর পেয়ে উদ্ধারকারী দল দ্রুত রওনা দেয়। লিঞ্চোলির কাছে ওই ৫ জনকে উদ্ধার করে নিরাপদে স্থানে নিয়ে আসা হয়। উদ্ধার হওয়া যুবকদের মধ্যে রয়েছেন বিষ্ণু চৌধুরি (২০), কুনাল (১৭), শিভব (২১), মহেশ চৌধুরি (১৯) ও শিভব কুমার (২০)। তাঁরা জানান, তাঁদের সঙ্গী রাহুল (২২) নদী পার হওয়ার সময় হঠা স্রোতে পড়ে যান, তাঁকে বাঁচাতে গিয়েও তাঁরা ব্যর্থ হন। নিখোঁজ রাহুলের সন্ধানে চলছে তল্লাশি অভিযান।

বিধানসভায় শুভেন্দুর কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা প্রার্থনা, কারণ জানতে চান বিচারপতি

কলকাতা, ১১ জুন ঃ রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী রাজ্য বিধানসভার ভেতর কেন কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা চাইছেন, সেটা জানতে চাইল হাইকোর্ট। আগামী শুনানিতে শুভেন্দুবাবুকে জানাতে হবে।চার বছর ধরে বিধানসভা চত্বরে নিরাপত্তা ছাড়াই ঘোরেন শুভেন্দুবাবু। বাইরে থাকেন তাঁর কেন্দ্রীয় নিরাপত্তারক্ষীরা। এবার বিধানসভা চত্বরে তাঁদের প্রবেশের অনুমতি নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন বিজেপি বিধায়ক। বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে মামলা দায়ের করা হয়েছে।বুধবার উচ্চ আদালতে শুভেন্দুবাবুর মামলার শুনানি ছিল। সেখানে বেশ কিছু প্রশ্ন করেন বিচারপতি। তিনি জানতে চান, বিধানসভা চত্বরে কেন নিরাপত্তা দরকার? বিধানসভা চত্বরে কি মামলাকারীর ওপর কোনও প্রকার হামলা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে? উল্লেখ্য, ২০২০ সালে দলবদলের আগে তৃণমূলের ওজনদার নেতাদের মধ্যে একজন ছিলেন শুভেন্দুবাবু। তবে একুশের নির্বাচনের আগে পাল্টে যায় সমীকরণ। বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর তাঁর নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে রাজ্য। বর্তমানে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা পান তিনি। এবার তিনিই আধাসেনা নিয়ে বিধানসভায় ঢোকার অনুমতি চেয়েছেন।

দিগ্বিজয় সিংয়ের ভাই লক্ষণ সিংকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার

নয়াদিল্লি, ১১ জুন ঃ বুধবার রাজ্যসভার সংসদ দিগ্বিজয় সিংয়ের ভাই লক্ষণ সিংয়ের সদস্যপদ ৬ বছরের জন্য খারিজ করল কংগ্রেস। দলের শৃঙ্খলা বিষয়ক কমিটির সাধারণ সম্পাদক তারিক আনোয়ার এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছেন। এতে বলা হয়েছে যে মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন বিধায়ক লক্ষণ সিংকে ৬ বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। এটি তাঁর দলবিরোধী কার্যকলাপের জন্য করা হয়েছে বলে জানা গেছে।তবে ঠিক কোন দলবিরোধী কার্যকলাপের কারণে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছে সে সম্পর্কে কংগ্রেস তথ্য দেয়নি। তবে সাম্প্রতিক সময়ে তিনি এমন কিছু বক্তব্য বলেছেন যা কংগ্রেস হাইকমান্ডকে অস্বস্তিতে ফেলেছে। উল্লেখ্য, তিনি রাহুল গান্ধী ও রবার্ট বঢরাকে 'অপরিণত' বলেছিলেন বলে অভিযোগ। বলেছিলেন, পহেলগাম হামলা নিয়ে মন্তব্য করার আগে মুখ সামলানো উচিত রাহুল-রবার্টের। এই নিয়ে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা দিগ্বিজয় সিংহের ভাই, মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন বিধায়ক লক্ষণ সিংহকে তখনই কারণ দর্শানোর নোটিস দেওয়া হয়েছিল। বুধবার দলবিরোধী কার্যকলাপের অপরাধে ৬ বছরের জন্য তাঁর প্রাথমিক সদস্যপদ খারিজ করল কংগ্রেস মনে করেন।

লক্ষ লক্ষ টাকা জালিয়াতির অভিযোগে গুয়াহাটিতে গ্রেফতার সাহিল, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র

গুয়াহাটি, ১১ জুন ঃ বহুজনের সঙ্গে লক্ষ লক্ষ টাকার প্রতারণার অভিযোগে অভিযুক্ত সাহিল খানকে গ্রেফতার করেছে দিশপুর থানার পুলিশ। গুয়াহাটির কাহিলিপাড়ায় তার বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্টে অভিযান চালিয়ে পুলিশ ২৭ বছর বয়সি সাহিল খানকে গ্রেফতার করেছে।জানা গেছে, ডিব্রুগড় পুলিশের মোস্ট ওয়ান্টেড সাহিল খান নিজেকে একটি ইলেকট্রনিক নিউজ চ্যানেলের মার্কেটিং হেড পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। সাহিল খান বিলাসবহুল জীবনযাপন করত। বেশ কয়েকটি দামি গাড়ির মালিক সাহিল নিজেকে একজন উচ্চপদস্থ আধিকারিক হিসেবে পরিচয় দিয়ে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষীও নিয়োগ করেছিল।ডিব্রুগড়ে বেশ কিছুদিন অবস্থান করে বহু মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে লক্ষাধিক টাকা হাতিয়েছিল সাহিল। এর পর গুয়াহাটিতে স্থানান্তরিত হয়। গুয়াহাটি এসেও প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছিল সে। তার অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যে অন্যতম আমিনগাঁওয়ের এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে ৭৮ লক্ষ টাকার প্রতারণা।সাহিল খানের অ্যাপার্টমেন্টে একটি নম্বর প্লেটবিহীন গাড়িকে সন্দেহের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়েছিল পুলিশ। অভিযানে পুলিশ একটি পিস্তল, ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার জাল সিল এবং বেশ কিঠ সন্দেহজনক সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছে। বাজেয়াপ্তকৃত সামগ্রীগুলি তার প্রতারণামূলক কার্যক্রমের প্রামাণিক তথ্য বলে দাবি করছে পুলিশ।জানা গেছে, পুলিশ সাহিল খানের বিস্তৃত নেটওয়ার্কের সন্ধানে গুয়াহাটির একাধিক স্থানে অভিযান চালিয়েছে। তার কার্যকলাপ সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য থাকলে সে সব প্রদান করে তদন্তে সহায়তা করতে জনসাধারণের কাছে আহ্বান জানিয়েছে পুলিশ কর্তৃপক্ষ।

রাজ্যে স্মার্ট মিটার বসানো হবে নাঃঅরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১১ জুন ঃ রাজ্যে স্মার্ট মিটার বসানো হবে না। বুধবার বিধানসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। বিদ্যুৎ মন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার স্মার্ট মিটার বাধ্যতামূলক করতে চেয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী তা করতে দেবেন না। আমাদের রাজ্যে স্মার্ট মিটার বসানো হবে না। যে সব স্মার্ট মিটার লাগানো হয়েছে, সেগুলি পোস্ট পেইড হিসেবে আগের নিয়মে কাজ করবে বলেও জানিয়েছেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী। এই মিটারগুলোকে যেদিন লাগানো হচ্ছে, তার তিন মাস পর থেকে সাধারণ মিটার হিসাবে গণ্য করা হবে বলে মনে করা হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশে তাপপ্রবাহ, লু-র সতর্কতা জারি

ভোপাল, ১১ জুন ঃ মধ্যপ্রদেশে জুড়ে তীব্র গরম অব্যাহত রয়েছে। রাজ্যের ২৮টি শহরে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির গণ্ডি ছাড়িয়েছে। এর মধ্যে ছত্রপুর জেলার নয়গাঁও ছিল সর্বোচ্চ-৪৬.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। নর্মদাপুরম, গুনা, খাজুরাহো, টিকমগড় ও সাগরেও পারদ ৪৫

হাইটেনশন তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত এক মহিলা, আহত আরও এক

মির্জাপুর, ১১ জুন ঃ উত্তর প্রদেশের মির্জাপুরে এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি ঘটেছে ,মঙ্গলবার গভীর রাতে আওরা গ্রামে। হাইটেনশন বিদ্যুৎ তার ছিঁড়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে, আহত হযেছেন আরও একজন।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার গভীর রাতে সন্নো ওরফে সঞ্জু (৩২) বাড়ির উঠোনে ঘুমোচ্ছিলেন। হঠা একটি হাইটেনশন তার বাড়ির উঠোনে বাঁধা ছাগলের উপর পড়ে যায়। ছাগলটিকে বাঁচাতে গেলে সন্নো নিজেও বিদ্যুস্পৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। ছাগলটিও মারা যায়। পরে প্রতিবেশী কমলা দেবী (৫৫) ঘটনাস্থলে এলে তিনিও তারের সংস্পর্শে এসে গুরুতরভাবে আহত হন। স্থানীয়রা দু'জনকে উদ্ধার হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসক সন্নোকে মৃত ঘোষণা করেন এবং কমলা দেবী বর্তমানে চিকিৎসাধীন। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ বলে মনে করা হয়েছে। চিকিৎসক সন্নোকে অবশেষে মৃত বলে ঘোষনা করেন চিকিৎসকরা।

রাজস্থানে পথ দুর্ঘটনা, নববিবাহিত দম্পতি-সহ পাঁচজনের মৃত্যু, আহত ৮

জয়পুর, ১১ জুন ঃ বুধবার সকালে রাজস্থানের জয়পুরে পথ দুর্ঘটনায় এক নববিবাহিত দম্পতি-সহ পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় আরও ৮ জন বরযাত্রী গুরুতর আহত হয়েছে। এদিন সকালে দৌসা-মনোহরপুর জাতীয় সড়ক (এনএইচ-১৪৮) সংলগ্ন ভটকাবাস গ্রামের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে। বর বিক্রম মীনা গুরুতর আহত হয়েছে। কনে ভারতী মারা গেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।পুলিশ সুপার (জয়পুর গ্রামীণ) আনন্দ শর্মা জানান, নিহতদের মধ্যে রয়েছেন মধ্যপ্রদেশের মান্ডোলি জেলার শাহদোলের বাসিন্দা তথা কনে ভারতী (১৮), সিকারের শ্রীমাধোপুরের বাসিন্দা জিতু (৩৩), সুভাষ (২৮), ঝুনঝুনু জেলার গুধাগৌড়জির বাসিন্দা রবি কুমার (১৭), অন্য আরেকজন নিহতের পরিচয়.এখনও জানা যায়নি।আর আহতদের মধ্যে রয়েছেন ঝুনঝুনু জেলার বাসিন্দা৷ তথা বর বিক্রম মীনা (২৫), মনু (২৮), আলওয়ার জেলার বাসিন্দা প্রভুদয়াল মীনা (৪৫), সিকার জেলার শ্রীমাধোপুরের বাসিন্দা নরেশ কুমার (৩৫), নিমকথানার বাসিন্দা রামু (৩০), শ্রীমাধোপুরের বাসিন্দা শঙ্কর (৩৫), ঝুনঝুনু জেলার গুধাগৌড়জির বাসিন্দা ছোটেলাল (৪৫) এবং সন্দীপ।পুলিশ জানিয়েছে, একটি দ্রুতগতির ট্রাক এবং একটি জিপ-এর মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষ এতটাই তীব্র ছিল যে জিপটি দুমড়ে মুচড়ে যায়। গাড়িতে যাত্রীরা আটকে পড়ে। ফলে মৃত্যু হয় তাদের। স্থানীয় মানুষ এবং পুলিশের সহায়তায় মৃতদেহগুলি বের করা হয়।পুলিশ সুপার (জয়পুর গ্রামীণ) আনন্দ শর্মা জানান, দুর্ঘটনায় পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। রায়সার পুলিশ আধিকারিক রঘুবীর জানিয়েছেন যে প্রায় ১৪ থেকে ১৫ জন জিপে ছিলেন। এদের মধ্যে নববিবাহিত দম্পতি-ও ছিল। দুর্ঘটনার পর রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি হয়। রঘুবীর জানিয়েছেন, নিহতদের পরিবারকে তথ্য দেওয়া হয়েছে। মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

চায়ের সঙ্গে মাদক মিশিয়ে বেহুঁশ করে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ এক নার্সকে, গ্রেফতার অভিযুক্ত

নরেন্দ্রপুর, ১১ জুন ঃ চায়ের সঙ্গে মাদক মিশিয়ে বেহুঁশ করে এক নার্সকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিন ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার গড়িয়া স্টেশন সংলগ্ন কয়লাপট্টির একটি চায়ের দোকানে। ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছে অভিযুক্ত। তাকে বুধবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে।নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গড়িয়া স্টেশন সংলগ্ন কয়লাপট্টি এলাকায় চায়ের দোকান আছে সোমনাথ পণ্ডার। এই দোকানেই রাত্রি ১০টা নাগাদ চা খেতে যান ওই নার্স। এছাড়া সোমনাথ পণ্ডার সাহায্যে তাঁর স্বামীর কাছে টাকা পাঠানোর দরকার ছিল বলেও জানিয়েছেন নির্যাতিতা। তাঁর স্বামী ভিনরাজ্যে কর্মরত। দোকানে বসে কথা বলার সময় চায়ের সাথে কিছু মিশিয়ে তাঁকে খাওয়ানো হয় বলে দাবি তাঁর। বেহুঁশ হয়ে প৷নে তিনি। বেশ কিছু সময় অচৈতন্য অবস্থায় দোকানেই ছিলেন। জ্ঞান ফিরলে দেখেন তাঁর শরীরে কোন পোশাক নেই। কোনওরকমে পোশাক খুঁজে তা প৷ে রাত্রি আড়াইটা নাগাদ সেখান থেকে পালিয়ে যান তিনি। ঘটনাটি তিনি তাঁর পরিবারকে জানান। এই ঘটনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে নরেন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাকে বুধবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে। নির্যাতিতার শারীরিক পরীক্ষার পাশাপাশি আদালতে তার গোপন জবানবন্দির আবেদন করা হবে বলে জানিয়েছে নরেন্দ্রপুর থানা।

সিআরএস অনুমোদন, রেলওয়ে নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত মিজোরামের রাজধানী

গুয়াহাটি, ১১ জুন ঃ হরতকি থেকে সাইরাং পর্যন্ত নবনির্মিত ব্রডগেজ (বিজি) লাইনের সফল কমিশনিং এবং কমিশনার অব রেলওয়ে সেফটি (সিআরএস)-এর অনুমোদনের মাধ্যমে মিজোরামের পরিকাঠামোর ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী মুহূর্ত বাস্তবায়িত হযেছে। এই প্রকল্পটি ৫১.৩৮ কিলোমিটার ভৈরবী-সাইরাং নতুন রেল লাইনের কাজ সম্পন্ন করে, প্রথমবারের জন্য রাজ্যের রাজধানী আইজলের সাথে সরাসরি রেল যোগাযোগ স্থাপন করার কৃতিত্ব স্থাপন করেছে।৬ থেকে ১০ জুন (২০২৫)-এর মধ্যে হরতকি থেকে সাইরাং পর্যন্ত ৩৩.৮৬৪ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের শেষ অংশটি সুমিত সিংঘল, কমিশনার অব রেলওয়ে সেফটি (সিআরএস), উত্তরপূর্ব সীমান্ত সার্কল পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিদর্শন করেন।এর আগে, ভৈরবী থেকে হরতকি অংশটি চালু করা হয়েছিল। চূড়ান্ত পর্যায়ের কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে মিজোরাম এখন জাতীয় রেলওয়ে নেটওয়ার্কের সাথে সম্পূর্ণরূপে সমন্বিত হয়েছে। এই রূপান্তরমূলক কৃতিত্ব যাত্রী ও মালবাহী চলাচলকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে, আর্থ-সামাজিক বৃদ্ধিকে উন্নত করবে এবং মিজোরামের জনগণের দীর্ঘস্থাযী আকাঙ্ক্ষা, রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে ট্রেনের আগমন দেখার আশা পূরণ করবে।সিআরএস পরিদর্শনটি মোটর ট্রলির মাধ্যমেপায়ে হেঁটে পরিচালিত হয়েছিল। তার পর একটি ডিজেল লোকোমোটিভ-চালিত ইন্সপেকশন স্পেশাল ব্যবহার করে গতিবেগ পরীক্ষা করা হয়েছিল। হরতকি-সাইরাং অংশটি পাহাড়ি অঞ্চলে অবস্থিত এবং এতে ৩২টি সুড়ঙ্গ ও ৩৫টি প্রধান সেতু রয়েছে। কঠিন ভূখণ্ড সত্ত্বেও উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে প্রশংসনীয় কাজ করেছে। পরিদর্শনের পর সিআরএস হরতকি থেকে সাইরাং পর্যন্ত বিজি লাইনটি খোলার অনুমোদন দিয়েছে যাতে মেইন লাইনে সর্বোচ্চ ৯০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতিতে পণ্য ও যাত্রী পরিবহণ করা যায়।এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ৫১.৩৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ভৈরবী-সাইরাং নতুন লাইন রেলওয়ে প্রকল্পটি ভারতীয় রেলওয়ের একটি প্রকৌশল বিস্ময়। এই প্রকল্পে ৪৮টি টানেল, ৫৫টি প্রধান সেতু এবং ৮৭টি ছোট সেতু রয়েছে। এই প্রকল্পে মোট টানেলের দৈর্ঘ্য ১২,৮৫৩ মিটার। ১৯৬ নম্বর সেতুর উচ্চতা ১০৪ মিটার যা কুতুব মিনারের চেয়ে ৪২ মিটার লম্বা। প্রকল্পের মধ্যে ৫টি রোড অভার ব্রিজ এবং ৬টি রোড আন্ডার ব্রিজ রয়েছে। এই নতুন লাইন প্রকল্পটিকে চারটি সেকশনে বিভক্ত করা হয়েছে, যেমন ভৈরবী-হরতকি, হরতকি-কাউনপুই, কাউনপুই-ময়ালখাং এবং মুয়ালখাং-সাইরাং।এই অনুমোদন মিজোরামের রাজধানীর জাতীয় রেলওয়ে গ্রিডে একত্রীকরণের ক্ষেত্রে একটি বড় কৃতিত্ব হিসেবে চিহ্নিত করা যায় এবং প্রত্যন্ত ও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রতি ভারতীয় রেলওয়ের প্রতিশ্রুতিকে প্রদর্শন করে, এক প্রেস বার্তায় বলেছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা।

সন্ত কবীরের জন্মবার্ষিকীতে আন্তরিক শ্রদ্ধা নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ১১ জুন ঃসন্ত কবীর দাস জী তাঁর সমগ্র জীবন সামাজিক সম্প্রীতির জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর জন্মবার্ষিকীতে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি। বুধবার এই ভাষায় বিপ্লবীকে শ্রদ্ধা জানালেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।বুধবার এক্সবার্তায় সুদৃশ্য ভিডিয়ো-সহযোগে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, তাঁর পংক্তিগুলির কথায় সরলতার সাথে আবেগের গভীরতাও রয়েছে। সেই কারণেই আজও ভারতীয় জনসাধারণের উপর তাঁর গভীর প্রভাব রয়েছে। সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার দূরীকরণে তাঁর অবদান সর্বদা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হবে।

' পরিকাঠামো উন্নয়নে বিপ্লবের একাদশ বর্ষ' স্মরণে মোদী

কলকাতা, ১১ জুন ঃঅসাধারণ পরিকাঠামো সংযোজনের মাধ্যমে ভারতের প্রবৃদ্ধির গতিপথকে আরও উন্নত করা হয়েছে। 'পরিকাঠামো উন্নয়নে বিপ্লবের একাদশ বর্ষ' স্মরণে এ কথা জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।বুধবার এক্সবার্তায় সুদৃশ্য ভিডিয়ো-সহযোগে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, রেলপথ থেকে মহাসড়ক, বন্দর থেকে বিমানবন্দর, ভারতের দ্রুত বর্ধনশীল অবকাঠামোর বিস্তার 'জীবনযাত্রার সহজতা' বৃদ্ধি করছে এবং সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করছে।পরবর্তী প্রজন্মের অবকাঠামোর জন্য ভারত স্থায়ী এবং দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গির ওপর গুরুত্ব দেয়। এটি একটি স্বনির্ভর ভারতের ভিত্তি স্থাপন করছে!

বাঙালি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাঁতারু মিহির সেনের মৃত্যুদিন

কলকাতা, ১১ জুনঃবাঙালি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সন্তরনবিদ যিনি প্রথম ভারতীয় হিসেবে ১৯৫৮ সালে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করার কৃতিত্ব অর্জন করেন। গিনেস বিশ্ব রেকর্ড বইতে ১৯৬৯ সালে তাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দূরগামী সাঁতারু হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। বুধবার তার ২৮ তম মৃত্যুদিন।দুর্ভাগ্য বাঙালির। শেষ জীবনটা এই বাঙালি কিংবদন্তিকে বিছানায় পড়ে শেষ জীবনটা কাটাতে হয়েছে। সেবাযত্ন করার কেউ ছিল না। মিহিরের স্ত্রী ও আপনজনেরা তাঁকে ফেলে রেখেছিলেন আর্থিক ও মানসিক চাপ সামাল দিতে না পেরে। অবশেষে ৬৬ বছর বয়সে (১১ জুন ১৯৯৭), হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান এই কিংবদন্তি সাঁতারু, এই সামুদ্রিক আলবাট্রস মিহির সেন। এমন কী শ্মশানে তাঁর শেষযাত্রায় কোনও ভারতীয় সাঁতারু কিংবা সরকারপক্ষের কেউই উপস্থিত ছিলেন না। এমন কী শেষ জীবনে মিহির সেনের পদ্মশ্রী ও পদ্মভূষণ মেডেল সব চুরি হয়ে গিয়েছিল। এই ভাবেই শেষ হয়ে যায় কিংবদন্তি সাঁতারু মিহির সেনের জীবন।

ফের স্থগিত অক্সিয়াম ৪ মিশন

নয়াদিল্লি, ১১ জুন ঃ ফের স্থগিত হয়ে গেল আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে যাওয়ার অভিযান অক্সিয়াম ৪ মিশন। যে ফ্যালকন ৯ রকেটের মাধ্যমে মহাকাশযান ড্রাগনকে উৎক্ষেপণ করার কথা, তাতে তরল অক্সিজেন বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। সে কারণেই উৎক্ষেপণ স্থগিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে মহাকাশযানের নির্মাতা সংস্থা স্পেসএক্স। এর আগে ভারতীয় সময় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উৎক্ষেপণের কথা থাকলেও খারাপ আবহাওয়ার জন্য তা বুধবার বিকেলে করার কথা জানানো হয়েছিল। এবার ফের প্রযুক্তিগত সমস্যায় পিছিয়ে গেল উৎক্ষেপণ। কবে ফের উৎক্ষেপণ হবে তা জানানো হয়নি। স্পেসএক্স জানিয়েছে, পরে পরবর্তী তারিখ ঘোষণা করা হবে।ইসরো-র চেয়ারম্যান ভি নারায়ণনও জানিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে স্পেসএক্স এবং অভিযানের আয়োজক অক্সিয়াম স্পেসের কথা হয়েছে। প্রযুক্তিগত সমস্যা পুরোপুরি মিটিয়েই পরের তারিখ ঘোষণা করা হবে। এই অভিযানে চার দশক পরে ফের কোনও ভারতীয় মহাকাশচারী যাচ্ছেন মহাকাশ অভিযানে। অক্সিয়াম ৪ মিশন-এর সদস্য হিসেবে মহাকাশে যাচ্ছেন ভারতীয় বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা প্রথম ভারতীয় হিসেবে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে যাবেন শুভাংশু। শুভাংশু ছাড়া এই অভিযানে থাকবেন আরও তিন মহাকাশচারী।

দমোহে পুলিশের উপর হামলা, জীবন্ত পুড়িয়ে মারার চেষ্টার অভিযোগ

দামোহ, ১১ জুন ঃ মধ্যপ্রদেশের দামোহ জেলায় জমি বিবাদ মেটাতে গিয়ে ভয়ঙ্কর হামলার শিকার হলেন দুই পুলিশকর্মী। মাগরোন থানার অন্তর্গত পৈলওয়ারা গ্রামে জমি সংক্রান্ত বিবাদের খবর পেয়ে মঙ্গলবার রাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। অভিযোগ, সেখানেই এক দল দুষ্কৃতী পুলিশের উপর আক্রমণ চালায় ও দুই পুলিশকর্মীকে জীবন্ত পোড়ানোর চেষ্টা করে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পৈলওয়ারা গ্রামে পৌঁছাতেই প্রায় দুই ডজন লোক তাঁদের উপর লাঠি, কেরোসিন ও আগুন নিয়ে চড়াও হয়। প্রাণ বাঁচাতে তাঁরা কোনওভাবে পালিয়ে দামোহ পুলিশ সুপারের বাসভবনে আশ্রয়.নেন। সেখান থেকে তাঁদের জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, বর্তমানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন।এই ঘটনায় স্থানীয়. ঠিকাদার ধ্রুব সিং লোধী ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। এক পুলিশ আধিকারিক জানান , ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হযেছে এবং পুরো ঘটনার তদন্ত চলছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি বলে মনে হয়।

রাশিফল

মেষঃ আজ কর্মক্ষেত্রে স্বীকৃতি ও পদোন্নতি লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। পারিবারিক বিষয়ে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ভুল হতে পারে। বিকল্প আয়ের পথ পেতে পারেন। শারীরিক সমস্যা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অপ্রয়োজনীয় কারণে ব্যয় বাড়বে। মাতৃস্থানীয়া মহিলার স্বাস্থ্য নিয়ে উৎকণ্ঠা বাড়বে।ব্যবসা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা সফল হবে।পারিবারিক সম্পর্কের উন্নতি হবে।

বৃষঃ আপনার আশা একটি সুন্দর কোমল সুগন্ধি এবং উজ্জ্বল ফুলের মত প্রস্ফুটিত হবে। যে সমস্ত লোকেরা ঋণ নিয়েছিল তারা আজ এই অর্থ ফেরত দিতে সমস্যায় পড়তে পারে। কিছু মানুষ তারা যা সম্পাদন করতে পারেন তার থেকেও বেশি প্রতিশ্রুতি দেবেন-এমন মানুষদের কথা ভুলে যান যাঁরা শুধু কথা বলেন কোন ফল দেন না। কেউ আপনার প্রশংসা করতে পারে।

মিথুনঃ আজ আর্থিক ভাবে প্রতারণার শিকার হতে পারেন মিথুন রাশির জাতকরা। জ্ঞাতি শত্রুতার কারণে উদ্বেগ বাড়বে। আজ নিজের পেশা বা বৃত্তি পরিবর্তন করতে পারেন। পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে আবার যোগাযোগ স্থাপন হতে পারে। বাড়িতে নতুন অতিথি আসতে পারেন।।

কর্কটঃ যে অনুভূতিগুলি আপনাকে অনুপ্রাণিত করে সেগুলিকে চিহ্নিত করুন। ভয়, সন্দেহ, রাগ, লোভ ইত্যাদির মত নেতিবাচক ভাবনাগুলিকে আপনার ছাড়া উচিত। কারণ এগুলি চুম্বকের মত কাজ করে এবং আপনি যা চাইছেন ঠিক তার উল্টোটাকেই আকর্ষণ করে।।

সিংহঃ পুরোনো অসুখ আবার ফিরে আসতে পারে। যৌথ অংশীদারিত্বের ব্যবসা আজ এড়িয়ে চলুন। অপ্রাসঙ্গিক খরচ আজ বাড়তে পারে। চাকরির প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরাধিকার সূত্রে আকস্মিক অর্থপ্রাপ্তির যোগ রয়েছে। চিকিৎসা সংক্রান্ত খরচ বাড়বে।

কন্যাঃআপনার ক্ষমতা শক্তি বেশী থাকবে। আর্থিক সমস্যা আপনার গঠনমূলক চিন্তার সামর্থ্যকে বিনষ্ট করবে। অর্থের বিষয়টি নিয়ে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কোনও বিরোধ হতে পারে। আপনার পরিবারের সকল সদস্যদের অর্থ এবং নগদ প্রবাহ সম্পর্কে পরিস্কার হওয়ার পরামর্শ দেওয়া উচিত।

তুলাঃকর্মক্ষেত্রে ক্ষমতায় থাকা কোনও ব্যক্তি হয়তো, শুধুমাত্র মজা করার জন্য আপনার পিছনে লাগার সিদ্ধান্ত নেবেন।

বৃশ্চিকঃ সামগ্রিকভাবে দিনটি ভালো কাটবে । প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটবে। প্রেমের সম্পর্ককে আবেগপূর্ণভাবে উজ্জীবিত করুন।

ধনুঃ আপনি প্রিয়তমের সঙ্গেও অসাধারণ সময় কাটাবেন ও ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরা আজ আপনাকে সমর্থন করবেন ও বেশি অর্থ উপার্জনে সাহায্য করবেন।

মকরঃকোন বন্ধু আপনার মুক্ত মানসিকতা এবং ধৈর্য্যশক্তির পরীক্ষা নিতে পারে। আপনার আদর্শ যাতে হার না মানে সে সম্পর্কে আপনার বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত

কুম্ভঃ সঠিক পরিকল্পনার অভাবে খরচ বাড়বে কুম্ভ রাশির জাতকদের। নতুন বাড়ি কেনার সুযোগ পাবেন।

মীনঃ কোনো বন্ধুর শীতল আচরণ আপনার খারাপ লাগতে পারে। কিন্তু নিজেকে ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করুন। এটা যেন আপনাকে বিধ্বস্ত না করে এবং পারলে ঝামেলা এড়িয়ে চলুন। অর্থ সম্পর্কিত যে কোনও সমস্যা আজই সমাধান হতে পারে এবং আপনি আর্থিক সুবিধা অর্জন করতে পারেন। ডাকে আসা কোন চিঠি

আবহাওয়া

তীব্র গরমে নাজেহাল দশা বঙ্গবাসীর। উত্তরে বর্ষা প্রবেশ করলেও দক্ষিণবঙ্গে এখনও দেখা নেই। বেড়েই চলেছে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। তবে এরই মাঝে স্বস্তির বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল হাওয়া অফিস। বুধবার থেকে ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলায়।আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, বুধবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝ।বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে। আর বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই রয়েছে ঝ।বৃষ্টির সম্ভাবনা। এরপর বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমলেও শনিবার থেকে পরপর তিনদিন ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে আলিপুরদুয়ারে। দার্জিলিংয়েও আগামী রবি ও সোমবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।জোয়ার-সকাল ১১টা ৫২মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫২ মিনিট। ভাটা-সকাল ১০টা৫২মনিট এবং রাত ১১টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ০২মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০২মিনিটে হবেই।

কোন্নগরে বিস্কুটের প্রলোভন দেখিয়ে বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ

বনস্পতি দে, কোন্নগর,১১ জুন ঃ অভিযুক্তকে গ্রেফতার পুলিশের। গত ২রা জুন শ্রীরামপুর পকসো আদালতে পেশ করে দশ দিনের পুলিশ হেফাজত নেয় অভিযুক্তকে। মঙ্গলবার তাকে নিয়ে কানাইপুরে যায় পুলিশ। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন নাবালিকাকে নির্যাতনের অভিযোগ। বিস্কুটের প্রলোভন দেখিয়ে বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ। পরবর্তীতে তাঁকে খুনের অভিযোগ। ঘটনার পুনর্নির্মাণ করল পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, নাবালিকাকে বাড়ি থেকে নিয়ে সেখান থেকে সাইকেল করে অভিযুক্ত কানাইপুর পুলিশ ফাঁড়ির সামনে দিয়ে নপাড়ায় যায়। পথে একটি বিস্কুটের দোকান থেকে নাবালিকাকে বিস্কুট কিনে দেয়। তারপর বাঁশ বাগানের ভিতর নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে খুন করে ফেলে রেখে চলে যায় বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে নাবালিকার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এরপর পুলিশ স্নিফার ডগ নিয়ে এসে তল্লাশি চালায় এলাকায়।মৃতদেহ উদ্ধারের কয়েক ঘণ্টা পর ডানকুনির খরিয়াল থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে খুন ধর্ষণের মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। নাবালিকার পরিবার এলাকাবাসী সকলেই অভিযুক্তর সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। নাবালিকার পরিবারের পক্ষে শ্রীরামপুর আদালতে সওয়াল করেছেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘটনার পর পরই নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে দেখা করে যান বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়,পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, জেলা সিপিআইএম নেতৃত্বরা। জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য অর্চনা মজুমদার ও নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে দেখা করে এই ঘটনার সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি করেন। মঙ্গলবার উত্তরপাড়া থানার পুলিশ অসীম মজুমদারকে নিয়ে ঘটনাস্থলে যায়। কীভাবে অভিযুক্ত নাবালিকাকে বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন, তারপর সাইকেলে চাপিয়ে কোন দোকান থেকে বিস্কুট কিনেছিলেন, সবটাই পুলিশকে দেখান তিনি। নাবালিকার বাড়ি থেকে শুরু করে গোটা রাস্তায় প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। মৃত নাবালিকার দেহের ময়না তদন্ত হয়েছে কলকাতা মেডিকেল কলেজে। আগামী ১২ জুন শ্রীরামপুর পকসো আদালতে পেশ করা হবে অভিযুক্তকে। তার আগে পুলিশ তার বিরুদ্ধে আরও তথ্য প্রমাণ জোগাড় করছে।

দাই-ইচি লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির বিশেষ পেনশন ফান্ডের অফার

কলকাতা ১১ জুন ঃ স্টারই উনিয়ন দাই-ইচি লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোং লিমিটেড (এসইউডিলাইফ) পলিসি বাজারের সাথে অংশীদারিত্ব করেছে, যার মাধ্যমে তারা তাদের ইউএলআইপি পেনশন প্রোডাক্ট, এসইউডি লাইফ পেনশন প্লাস-এরজন্য একটি নতুন, উচ্চ সম্ভাবনাময় ইকুইটি ফান্ড - এসইউডি লাইফ নিফটি আলফা ৫০ ইনডেক্স পেনশন ফান্ড - চালু করেছে। এই উদ্ভাবনী তহবিলটি গ্রাহকদের দীর্ঘ মেয়াদি সম্পদ সৃষ্টির একটি কৌশলগত পথ প্রদানের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন করবে, যার লক্ষ্য হল উচ্চ রিটার্ন প্রদান করে তাদের অবসর কালীন সঞ্চয়কে উল্লেখযোগ্য ভাবে শক্তিশালী করা এবং একটি আরও স্থিতিশীল আর্থিক ভবিষ্য গড়ে তুলতে সহায়তা করা।

মদ্যপান বন্ধ দোষীদের শাস্তির প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১১ জুন ঃ সন্ধ্যাবেলায় প্রকাশ্যে মদ্যপান, গালিগা লাজের প্রতিবাদ করে ছিলেন এক যুবক। দুষ্কৃতীরা তাঁকে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। হাসপাতালে মারা যান সায়েম খান নামে ওই যুবক। সেই ঘটনার পর থেকেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর বিধানসভার বকুলতলা থানার বেলে দূর্গানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বুইচবাটির এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে। গাছ ফেলে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয়রা। অবিলম্বে ওই এলাকায় দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য ও প্রকাশ্যে মদ্যপান বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ চলে। বকুলতলার থানার ওসি প্রদীপ রায় গিয়ে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে। দীর্ঘ আলোচনার পর পুলিশি আশ্বাসে সেই অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। ওই 'এই ঘটনায় এখনও অবধি দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি তোলা হয়েছে।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বকুলতলা থানার বুইচবাটি এলাকায় মদ্যপানের আসর বলে অভিযোগ। কয়েকজন যুবক মদ্যপানের পাশাপাশি গালিগালাজ করছিলেন। সেসময় ইউসুফ খান, সায়েম খান-সহ স্থানীয় যুবকরা তার প্রতিবাদ করেন। রাতে একপ্রস্ত ঝামেলা হয় দু'পক্ষের। অভিযুক্তরা স্থানীয়দের মারধরের পাশাপাশি এলাকায় বোমাবাজি করে বলেও অভিযোগ। পরে ফের অভিযুক্তরা ওই এলাকায় গিয়ে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। বাড়িতে ঢুকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।স্থানীয়দের অভিযোগ মহম্মদ কুতুবউদ্দিন মোল্লা-সহ তাঁর দলবল এই হামলা চালিয়েছে।

তৃণমূলের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক করা হলো কাশেম সিদ্দিকীকে

বনস্পতি দে, ফুরফুরা,১১ জুন ঃ অবশেষে সোমবার তৃণমূলের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক করা হলো কাশেম সিদ্দিকীকে। মার্চে ফুরফুরা শরিফে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তখনই মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রীর পাশেই দেখা গিয়েছিল পীরজাদা কাশেম সিদ্দিকিকে। পার্ক সার্কাসের ইফতার পার্টিতেও উপস্থিত ছিলেন তিনি। জল্পনা ছিল। এ দিন তৃণমূলের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক হওয়ার পর ফুরফুরা থেকে কাশেম বলেন, 'দলের জন্য কাজ করতেই রাজনীতিতে এলাম। ২৮ বছর ধর্ম সভা করেছি। বুঝেছি, মানুষের জন্য কাজ করতে চাইলে রাজনৈতিক দলে যোগ দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।' হাওড়ার আনিস খানের মৃত্যুর ঘটনা হোক কিংবা লাভ জিহাদের অভিযোগে আফরাজুল হত্যাকাণ্ড-প্রতিটা ক্ষেত্রেই সোচ্চার হয়েছিলেন কাশেম সিদ্দিকি। মাঝে ফুরফুরা উন্নয়ন পরিষদের কাজ এবং ফুরফুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্নীতি নিয়েও সরব হতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। সেই প্রসঙ্গ কাশেম বলেন, 'সবার যাতে ভালো ভাবে হয়, সেই জন্যই দলে আসা।' রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, ২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে ফুরফুরার পীরজাদাকে বড় পদ দিয়ে সংখ্যালঘু সমাজকে বার্তা দিতে চাইল তৃণমূল। পাশাপাশি ফুরফুরার আরেক পীরজাদা তথা আইএসএফ নেতা নওশাদ সিদ্দিকিকেও কিছুটা কোণঠাসা করার চেষ্টা হলো। প্রসঙ্গত, নওশাদ আর আব্বাস সিদ্দিকির খুড়তুতো ভাই কাশেম। তিনি ফুরফুরার আবু বখতার সিদ্দিকীর উত্তরপুরুষ। কাশেমকে রাজ্য সম্পাদক করায় সংখ্যালঘু তোষণের অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। রাজ্য বিজেপির প্রণয় রায় বলেন, ' ১ শতাংশ হিন্দুর কথা মুখ্যমন্ত্রী ভাবেন না। এরাই তো তৃণমূলের রত্ন। ছত্রধর মাহাতোর মতো মাওবাদীকে এরা রাজ্য সম্পাদক করেছে। কাশেমকেও করবে।'

এই হচ্ছে বাংলার মেয়েদের বর্তমান অবস্থা, তোপ বিজেপি-র

কলকাতা, ১১ জুন ঃ গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে বাংলার গৃহবধূদের দুবাইয়ে নিয়ে গিয়ে যৌনদাসী বানানো হচ্ছে। বুধবার এক্সবার্তায় এই অভিযোগ আনল রাজ্য বিজেপি। দলের প্রচার শাখাপ্রধান তুষারকান্তি ঘোষ এর পাশাপাশি লিখেছেন, মোটা টাকার লোভে বাংলার মেয়েরা পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে চলে যাচ্ছে অন্য দেশে যেখানে তাদেরকে যৌন কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে! এটা কোন বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়। হিসেব বলছে যে পশ্চিমবঙ্গ নাবালিকাদের গর্ভবতী হওয়ার নিরিখে কিংবা বাল্যবিবাহ এগিয়ে। এখানে যেহেতু কোন উপার্জনের রাস্তায় নেই, তাই এমনভাবে বাঙালি মেয়েদের নিজেদের শেষ করে দিতে হচ্ছে! আর চুপচাপ দেখছেন বাংলা বিরোধী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

গঙ্গা ও পদ্মা নদীর ভয়াবহ ভাঙ্গনে কেন্দ্রীয় সরকার কোন পদক্ষেপ গ্রহন করেনি অভিযোগ রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুন ঃ গঙ্গা ও পদ্মা নদীর ভয়াবহ ভাঙ্গনে রাজ্যের দক্ষিনবঙ্গের মালদা, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া জেলায় এখনও পর্যন্ত ২৫ হাজার ৬৫২ বিঘা জমি নদী গর্ভে চলে গেলেও তা রোধে কেন্দ্রীয় সরকার কোন পদক্ষেপ গ্রহন করেনি বলে রাজ্য সরকার অভিযোগ করেছে। নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার গঙ্গা ভাঙ্গন নিয়ে আজ বিধানসভায় এই সংক্রান্ত সেচ ও জলপথ এবং জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটির রিপোর্টের উপরে আলোচনার জবাবী ভাষনে সেচ মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া বলেন দক্ষিনবঙ্গের পাশাপাশি প্রতিবেশী রাজ্য ভূটান থেকে নেমে আসা নদীগুলি উত্তরবঙ্গকে ক্ষতিগ্রসথ করলেও কেন্দ্রীয় সরকার যৌথ নদী কমিশন নিয়ে নীরব রয়েছে। ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থদের কোন পূনর্বাসন প্যাকেজ না থাকায় ২০১১ সাল থেকে রাজ্য সরকার নিজ উদ্যোগে শুধু মালদাতেই দুই হাজার ৫৯৯ জনকে জমির পাট্টা দিয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। পাশাপাশি তিন জেলায় ক্ষতিগ্রস্থদের বাংলার বাড়ি প্রকল্পে বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যে বন্যা ও ভাঙ্গন রুখতে বিহার এবং ঝাড়খন্ড সরকারের সঙ্গে কথা বলে রাজ্য সরকার ৬১০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প হাতে নেওয়ার জন্যে উদ্যোগী হয়েছে বলে সেচ মন্ত্রী জানান। আলোচনার শুরুতে বিজেপির অনুপ সাহা ভাঙ্গন প্রতিরোধে সেচ দপ্তর কেন বর্ষার মরসুমে সক্রিয় হয়ে ওঠে সেই প্রশ্ন তোলেন। এই বিষয়ে উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহনের দাবি জানান তিনি। আলোচনায় তৃনমূল কংগ্রেসের অপূর্ব সরকার, স্ট্যান্ডিং কমিটির

সভাপতি সমীর জানা, বিজেপির আনন্দময় বর্মন, বিশ্বনাথ কারক অংশ নেন। এর আগে আজ সকালে প্রশ্ন উত্তর পর্বে ভাঙন রোধ, জল প্রকল্প ও আন্ত ঃদেশীয় নদী সমস্যায় কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে বঞ্চনা করছে বলে সেচ ও জলপথ মন্ত্রী অভিযোগ করেন। মন্ত্রী জানান, ২০২৪ সালের জুলাই মাসে রাজ্যের পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে সমস্ত দলের এক প্রতিনিধি দল গঠনের প্রস্তাব থাকলেও সেই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়নি। গঙ্গা ও পদ্মা নদীর ভাঙন রোধে একাধিক প্রকল্প নেওয়া হলেও কেন্দ্র ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে এক টাকাও দেয়নি। আগে ৭৫,২৫ অনুপাতে অর্থ সাহায্য দেওয়া হলেও বর্তমান কেন্দ্র সরকার প্রথমে তা ৫০,৫০, পরে ৬০,৪০ করেছে বলে দাবি করেন তিনি। মানস বাবু জানান, ছয়টি প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রের কাছে প্রায় সাড়ে চার হাজার কোটি টাকার পরিকল্পনা পাঠানো হলেও এখনও পর্যন্ত এক টাকাও আসেনি। অন্যদিকে ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানেও কেন্দ্রের তরফে সহযোগিতা না এলেও রাজ্য বাজেটে ১৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে, যার মধ্যে ৫০০ কোটি ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে এবং কাজ শুরু হয়েছে বলেও সেচ মন্ত্রী বিধানসভায় জানিয়েছেন।

মহাসমারোহে পালিত হলো ৬২৯ তম মাহেশের ঐতিহাসিক জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা

বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়, মাহেশ,১১ জুন ঃ ১১ ই জুন, বুধবার ৬২৯ তম মাহেশের ঐতিহাসিক স্নানযাত্রা উৎসব পালিত হলো । সকালে

নীলকন্ঠ পাখি উড়ে এসে বসে মন্দিরের চূড়ায়, তারপর নীলকন্ঠ পাখি নীলাচলের পথে উড়ে যায় তারপর শুরু হয় স্নান পর্ব। মন্দির সংলগ্ন স্নান পিড়ির ময়দানে ঐতিহাসিক স্নান পিড়ির বেদিতেই হয় স্নানযাত্রা। বুধবার এই স্নান যাত্রা চাক্ষুষ দর্শন করতে বিভিন্ন জেলা থেকে কয়েক হাজার ভক্ত মাহেশে আসেন। পুরীর মন্দিরের পর দ্বিতীয় বৃহত্তম রথ উৎসব বলে পরিগণিত এই মন্দির। পুরীর পর মাহেশর রথ ও স্নানযাত্রা উপলক্ষে অতীতে শ্রীচৈতন্যদেব, রামকৃষ্ণ দেব, মা সারদা দেবী, ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পদধূলিতে ধন্য হয়েছিল শ্রীরামপুরের মাহেশ। দেড় মন দুধ এবং ২৮ ঘড়া জল দিয়ে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা কে স্নান করানো হয়, প্রথা অনুযায়ী এদিন স্নানের পর তিনজন দেবতাদের জ্বর আসবে ১৫ দিন পর রথে চেপে তিনজন মাসির বাড়িতে যাবে। ৬২৯ বছরের পুরনো এই রথ উৎসবকে কেন্দ্র করে সেজে উঠেছে মন্দির চত্বর। মাহেশের জগন্নাথ মন্দিরের সম্পাদক পিয়াল কৃষ্ণ অধিকারী বলেন, সকাল ৭টার সময় গর্ভ গৃহ থেকে মহাপ্রভুকে নিয়ে যাওয়া হয়, সারাদিনব্যাপী স্নান বেদীতে গজবেশে জগন্নাথ মহাপ্রভু ভক্তদের দর্শন দেন। মঙ্গল আরতি হয় সকালে, স্নান বেদীতে মহাপ্রভুর অধিষ্ঠান সকাল সাড়ে সাতটায়, অবকাশ বেশ সকাল আটটায়, গোপাল বল্লভ ভোগ সকাল সাড়ে আটটায় , স্নানবেশে দর্শন দেন সকাল দশটা ২৫ মিনিটে, এরপর মহাস্নান শুরু হয়। ঐতিহাসিক ৬২৯ তম শ্রী পাট মাহেশের স্নান যাত্রার এবছরের বিশেষ আকর্ষণ ১০ ৮ বিশেষ দ্রব্য দ্বারা জগন্নাথ দেবের মহা অভিষেক স্নানযাত্রা। মহা অভিষেকে দ্বাদশ মৃত্তিকা, দ্বাদশ ফলের রস, রত্ন ধাতু, পুস্প, সমগ্র তীর্থের জল, নদ নদীর জল, সর্ব ঔষধি, মহা ঔষধি, অষ্টম গন্ধ, পঞ্চামৃত, পঞ্চগব্য, বিশেষ তৈল দ্বারা অমৃতযোগে, মহা অভিষেক স্নান অনুষ্ঠিত হয়। স্নান পূর্ণিমার মহাযোগে এই পূর্ণ স্নান লক্ষ্য করার মতো। জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা উপলক্ষে জগন্নাথ দেবকে বিশেষ ফল, ও মিষ্টান্ন , লাড্ডু ভোগ দেওয়া হয়। বিকেলে বিশেষ হোম যজ্ঞ এবং তাকে অন্ন ভোগ দেওয়া হয়। সন্ধ্যাবেলা বৈকালিক শীতলের পর প্রভুর জ্বর আসে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। মূল মন্দিরের গর্ভগৃহে, এবং তারপরে তিনি বিশ্রামে চলে যান। এই সময় তার চিকিৎসা চলে। মাযেশের এই স্নান যাত্রা কে কেন্দ্র করে ব্যাপক ভক্ত সমাবেশ ঘটে।

মাস্টারদা সূর্যসেন মেট্রো স্টেশন পরিদর্শন করেছেন জেনারেল ম্যানেজার

কলকাতা,১১ জুন ঃ শ্রী পি. উদয় কুমার রেড্ডি, জেনারেল ম্যানেজার, মেট্রো রেলওয়ে আজ, অর্থাৎ ১০.০৬.২০২৫ তারিখে মাস্টারদা সূর্যসেন মেট্রো স্টেশন পরিদর্শন করেছেন। এই পরিদর্শনের সময় মেট্রো রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাঁর সাথে ছিলেন। শ্রী রেড্ডি এই স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম, কনকোর্স এবং বাইরের এলাকা পরিদর্শন করেছেন এবং রেলওয়ে জমি দখলমুক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, মাস্টারদা সূর্যসেন মেট্রো স্টেশনের ২ নম্বর গেটের বাইরের রেলওয়ে জমি অননুমোদিত ব্যক্তিদের দ্বারা দখলমুক্ত করে বাস স্ট্যান্ডে রূপান্তরিত করা হয়েছে। বারবার অনুরোধ এবং প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, এই জমি দখলমুক্ত করা সম্ভব হয়নি কারণ কিছু স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন স্থাপনের জন্য জরুরিভাবে প্রয়োজনীয় জমি উদ্ধারের জন্য মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সমস্ত প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করে আসছে।

উত্তর-পূর্ব রেল যাত্রীদের সুবিধাজনক এবং আরামদায়ক ভ্রমণ সুবিধা প্রদানের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে

গোরখপুর, ১১ জুন ঃ উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে প্রশাসন তার রেল যাত্রীদের সুবিধাজনক এবং আরামদায়ক ভ্রমণ সুবিধা প্রদানের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে, জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী সৌম্য মাথুরের নির্দেশে, প্রিন্সিপাল চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার শ্রী প্রকাশ চন্দ্র জয়সওয়ালের নির্দেশে, সিনিয়র কমার্শিয়াল ম্যানেজারের নেতৃত্বে, ০১ থেকে ০৮ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত, কমার্শিয়াল বিভাগ কর্তৃক গোরখপুর থেকে মানকাপুর, গোরখপুর থেকে বেলথারা রোড, গোরখপুর থেকে আনন্দনগর, গোরখপুর থেকে গোন্ডা এবং গোরখপুর থেকে সিওয়ান সেকশনে নিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং বিশেষ টিকিট চেকিং অভিযান পরিচালনা করা হয়েছিল, যেখানে অননুমোদিত যাত্রীটিকিটবিহীন যাত্রী এবং প্যান্ট্রি কার চেক করা হয়েছিল, যার ফলে টিকিটবিহীন অনিয়মিত বুক বিহীন লাগেজের মোট ১০৬২টি মামলা ধরা পড়ে, যার থেকে মোট ৭,৪১,২০০- (সাত লক্ষ একচল্লিশ হাজার দুইশ টাকা) রেলওয়ে রাজস্ব উদ্ধার করে রেলওয়ে অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়েছে। যাত্রীদের সুবিধার্থে এবং রেলওয়ের রাজস্ব ক্ষতি রোধ করার লক্ষ্যে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের প্রতিটি বিভাগে প্রতি মাসে স্পট চেক, অ্যামবুশ চেক, দুর্গ পরীক্ষা করা হয়। ভবিষ্যতে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের বিভাগ, স্টেশন এবং ট্রেনগুলিতে টিকিট ছাড়া ভ্রমণ, বুকিং না করা লাগেজ পরীক্ষা, অনিয়মিত ভ্রমণ ইত্যাদি পরীক্ষা করার জন্য বিশেষ টিকিট চেকিং অভিযান পরিচালনা করা হবে।রেলওয়ে প্রশাসন যাত্রীদের যথাযথ টিকিট কেনার পরেই তাদের যাত্রা শুরু করার জন্য আবেদন করছে।

রাজ্যে ডিম উৎপাদন জাতীয় গড়ের চেয়ে অনেক এগিয়ে বলে রাজ্য সরকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুন ঃ রাজ্যে ডিম উৎপাদন জাতীয় গড়ের চেয়ে অনেক এগিয়ে বলে রাজ্য সরকার জানিয়েছে। আজ বিধানসভায় আই এস এফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর এক প্রশ্নের জবাবে প্রাণিসম্পদ বিকাশ দফতরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ বলেন দেশে যেখানে গড় ডিম উৎপাদন হার তিন দশমিক ৭৮ শতাংশ রাজ্যে তা ১৮ দশমিক ০৭ শতাংশ। ২০২৩ ২৪ অর্থবছরে রাজ্যের ডিম উৎপাদনের পরিমাণ ছিল এক হাজার ৬২৩ কোটি ৯ লক্ষ। যা দেশের মোট উপাদনের ১১ দশমিক ৩৭ শতাংশ বলে তিনি জানিয়েছেন।

নদী ভাঙ্গন নিয়ে বিধানসভায় আলোচনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুন ঃ রাজ্যের দক্ষিনবঙ্গের মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া জেলার গঙ্গার নদী ভাঙ্গন নিয়ে বিধানসভায় আলোচনা হতে চলেছে। আজ অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থ এই দুই জেলার বর্তমান অবস্থা ও তা প্রতিরোধে সেচ ও জলপথ দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে দেড় ঘন্টা আলোচনার কার্যসূচী রয়েছে।

তোমার ঠিকানা উন্নয়নের নিশানা, কর্মসূচি পালন

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শিয়াখালা, ১০ জুন ঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী তথা হরিপালের বিধায়িকা ডাক্তার করবি মান্নার নির্দেশে শ্রীপতিপুর ইলিপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আজ হরিপাল ব্লকের শ্রীপতিপুর ইলিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ধান্যহানা ও বিপ্রপুর গ্রামের বাড়ি বাড়ি উন্নয়নের প্রচার পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

উত্তরপাড়ায় স্ত্রী ও মেয়েকে খুন করে আত্মহত্যার চেষ্টা স্বামীর

হুগলি, ১১ জুন ঃ স্ত্রী ও মেয়েকে খুন করে স্বামীর আত্মহত্যার চেষ্টাকে কেন্দ্র করে প্রবল শোরগোল পড়ে উত্তরপাড়ায়। এই ঘটনার পর মৃত অবস্থায় ঘর থেকে উদ্ধার হন বধূ ও তাঁর মেয়ে। রক্তাক্ত অবস্থায় গৃহকর্তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিসা চলছে তাঁর। কেন খুনের ঘটনা? কেনই বা নিজেকে শেষ করে ফেলতে চেয়েছিলেন ওই যুবক? তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ঝাড়খণ্ড, কর্ণাটক এবং অন্ধ্রপ্রদেশের

নয়াদিল্লি, ১১ জুন ঃ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে অর্থনৈতিক বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি রেলপথ মন্ত্রকের দুটি প্রকল্প অনুমোদন করেছে যার মোট ব্যয় ৬,৪০৫ কোটি টাকা। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে

১. কোডারমা-বরকাকানা দ্বিগুণ (১৩৩ কিলোমিটার)-প্রকল্পটি ঝাড়খণ্ডের একটি প্রধান কয়লা উপাদনকারী অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যায়। তদুপরি, এটি পাটনা এবং রাঁচির মধ্যে সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত এবং আরও দক্ষ রেল সংযোগ হিসাবে কাজ করে।

২. বল্লারি-চিকজাজুর ডাবলিং (১৮৫ কিলোমিটার)-প্রকল্প লাইনটি কর্ণাটকের বল্লারি এবং চিত্রদুর্গ জেলা এবং অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুর জেলার মধ্য দিয়ে যাবে। বর্ধিত লাইন ক্ষমতা গতিশীলতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে, যার ফলে ভারতীয় রেলের জন্য কর্মক্ষম দক্ষতা এবং পরিষেবা নির্ভরযোগ্যতা উন্নত হবে। এই মাল্টি-ট্র্যাকিং প্রস্তাবগুলি কার্যক্রমকে সহজতর করতে এবং যানজট কমাতে প্রস্তুত। প্রকল্পগুলি প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির একটি নতুন ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যা এই অঞ্চলের জনগণকে আত্মনির্ভর করে তুলবে, যা এই অঞ্চলে ব্যাপক উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থানস্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করবে।প্রকল্পগুলি বহু-মডেল সংযোগের জন্য প্রধানমন্ত্রী-গতি শক্তি জাতীয় মাস্টার প্ল্যানের ফলাফল যা সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে এবং মানুষ, পণ্য এবং পরিষেবার চলাচলের জন্য নির্বিঘ্ন সংযোগ প্রদান করবে। ঝাড়খণ্ড,

দক্ষিন বারাশত ও রায়দীঘিতে বিদ্যুতের একাধিক দাবিতে বিক্ষোভ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ১১ জুন ঃ বুধবার সারা পশ্চিমবাংলার সমস্ত কাস্টমার কেয়ার সেণ্টারতে অল ইণ্ডিয়া কৃষান ক্ষেত মজদূর সংগঠনের পক্ষ থেকে স্মার্ট মিটার লাগানোর বিরুদ্ধে বিদ্যুতের মাসুল ৪০ কমানো,কৃষিতে বিনামূল্যে বিদ্যুত দেওয়া, সমস্ত ডোমেস্টিক গ্রাহককে ১ টাকা ইউনিট প্রতি বিদ্যুৎ সরবরাহসহ বিভিন্ন দাবিতে রায়দিঘীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করা হয়।এদিনের এই ডেপুটেশনে এলাকার বহু কৃষক ও সাধারণ মানুষ অংশ নেন।এদিনেরএই বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন কিষান ক্ষেত মজদূর সংগঠনের জেলাসভাপতি গুনসিন্ধু হালদার। একই ইস্যুতে এ দিন দক্ষিন বারাশতে বিদ্যুৎ দফতরের সামনে বিক্ষোভ প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশ নেন এ আই কে কে এম এসের জয়নগর ১ নং লোকাল কমিটির সম্পাদক সওকাত লস্কর সহ আরো অনেকে।

মহাপ্রভু মিলন তীর্থ সংঘের উদ্যোগে জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা অনুষ্ঠিত

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১১ জুন ঃ পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত নিমদহ পঞ্চায়েতের নিমদহ গ্রামে অত্যন্ত ধর্মীয় শ্রদ্ধা ও উৎসাহের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হলো জগন্নাথ দেবের পবিত্র স্নানযাত্রা। শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মিলন তীর্থ সংঘের উদ্যোগে এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য, গত তিন বছর ধরে এই স্নানযাত্রা ধারাবাহিকভাবে পালিত হয়ে আসছে, এবং প্রতিবছরই এটি গ্রামবাসী ও ভক্তদের মধ্যে এক বিশেষ ধর্মীয় আবেগ ও উৎসবের আমেজ সৃষ্টি করে। স্নানযাত্রার দিনে জগন্নাথ দেবকে স্নান করানোর জন্য ব্যবহৃত হয় প্রায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোলিটার বিশুদ্ধ গরুর দুধ, যা দিয়ে দেবতাকে স্নান করিয়ে পূজার আচার সম্পন্ন করা হয়। এরপর নানা ধরণের ফলমূল, পুষ্প ও প্রসাদ নিবেদন করা হয় ঠাকুরের উদ্দেশ্যে।এই বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রায় ২০০০ ভক্ত ও সাধারণ মানুষ প্রসাদ গ্রহণ করেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় ও সংঘের সদস্যদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে এবং ধর্মীয় পরিবেশে এই স্নানযাত্রা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ভক্তদের সেবায় ছিল বিনামূল্যে জল সরবরাহ, বসার ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য পরিষেবা।সংঘের তরফে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতেও এই স্নানযাত্রা আরও বড় আকারে পালনের পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে এলাকার মানুষ ধর্মীয় চেতনায় আরও গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ হন এবং ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি বজায় থাকে।

Office of the
Nowpukuria Gram Panchayat
Vill – Dholtikari,P.O. – Makhna
Falta , South 24 Parganas
NOTICE INVITING TENDER No. NOW/GP/122

Sealed Tender is invited from the bonafide resourceful bidders for the execution of the work: Construction of road from Tapan Dalui house to Nirmal Goswami house at swetkella. Source of Fund: **15th FC(Untied)/ 2024-25.** Last date of submission of Bid on **16.06.2025 up to 11:00 AM.** Bid Opening Date on **18.06.2025 at 11.30 AM.** For details 0please visit the office of the undersigned on working days.

Sd/-Prodhan
Nowpukuria Gram Panchayat

Office of the
Nowpukuria Gram Panchayat
Vill – Dholtikari,P.O. – Makhna
Falta , South 24 Parganas
NOTICE INVITING TENDER No. NOW/GP/123

Sealed Tender is invited from the bonafide resourceful bidders for the execution of the work: Construction of Culvert near the house of Kashinath Mondal at Hincheberia. Source of Fund: **15th FC(Untied)/ 2024-25.** Last date of submission of Bid on **16.06.2025 up to 11:00 AM.** Bid Opening Date on **18.06.2025 at 11.30 AM.** For details please visit the office of the undersigned on working days.

Sd/-Prodhan
Nowpukuria Gram Panchayat

পাওয়ারগ্রিড
POWERGRID

বিজ্ঞপ্তি

১. CERC (কার্য পরিচালনা) প্রবিধান ১৯৯৯ এবং CERC (শুল্কের শর্তাবলী) প্রবিধান ২০১৯ এর প্রবিধান-৮৬ এর অধীনে অনুমোদন i) ২০১৯-২৪ ট্যারিফ ব্লকের জন্য ট্রান্সমিশন ট্যারিফের সত্যতা যাচাই করা এবং ii) পূর্ব অঞ্চলে পূর্ব অঞ্চল শক্তিশালীকরণ প্রকল্প-XXIII এর অধীনে সম্পদের জন্য ২০২৪-২৯ ট্যারিফ ব্লকের জন্য ট্রান্সমিশন ট্যারিফ নির্ধারণ করা।

২. পূর্ব অঞ্চলে উপরে উল্লিখিত ট্রান্সমিশন সিস্টেমের সুবিধাভোগীরা হলেনঃ i) বিহার রাজ্য বিদ্যুৎ (হোল্ডিং) কোম্পানি লিমিটেড, ii) পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি লিমিটেড, iii) ওড়িশা লিমিটেডের গ্রিড কর্পোরেশন, iv) দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন, v) বিদ্যুৎ বিভাগ, সিকিম সরকার, vi) ঝাড়খণ্ড বিজলী বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড। vii) ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেড (এনটিপিসি),

৩. ট্যারিফের বিবরণঃ

ক) ২০১৯-২৪ ব্লক

লক্ষ টাকায়

সম্পদ বিস্তারিত	ডোকো ইকোড	সমাপ্তি খরচ তারিখের হিসাবে ৩১.০৩.২০২৪		২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
সম্পদ-১	০২.০১.২০২২	১৮২৫.৩২	সংশোধিত AFC সত্যিকারের উপর ভিত্তি করে	৬৩.৩১	২৮৪.০০	২৯৫.৬২
সম্পদ-২	০৮.০৪.২০২২	৩৯৯৩.৮৭	সংশোধিত AFC সত্যিকারের উপর ভিত্তি করে	০.০	৮২৯.৬২	৯১৩.৫১
সম্পদ-৩	২৮.০৪.২০২২	১৪৩৩৯.৫	সংশোধিত AFC সত্যিকারের উপর ভিত্তি করে	০ ০	২,১৫৫.৬৩	২,৩৮২.৭৮

খ) ২০২৪-২৯ ব্লক

লক্ষ টাকায়

সম্পদ বিস্তারিত	সমাপ্তি খরচ তারিখের হিসাবে ৩১.০৩.২০২৪		২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯
সম্মিলিত সম্পদ	২১৭৯৪.৭৫	এএফসি	৩৫৪১.১৮	৩৬১৩.৬৩	৩৫৯২.২৩	৩৬২৪.৪৫	৩৫৪৯.০৫

৪. এই নোটিশ এবং ট্যারিফ নির্ধারণের জন্য করা আবেদনের একটি কপি হল, যা আবেদনকারীর ওয়েবসাইট www.powergrid.in-এ পোস্ট করা হয়েছে।

৫. আবেদনপত্রে উল্লেখিত শুল্ক নির্ধারণের প্রস্তাবের উপর যদি কোন পরামর্শ এবং আপত্তি থাকে, তাহলে সিঃ সুবিধাভোগী সহ যেকোনো ব্যক্তি, সচিব, কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ .৭৩, কমিশন, ৬ষ্ঠ, ৭ম এবং ৮ম তলা, টাওয়ার বি, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, নওরোজি নগর, নয়াদিল্লি- ১১০০২৯ (অথবা অন্য ঠিকানা যেখানে এলবি, কমিশনের অফিস অবস্থিত) এর কাছে আবেদনকারীর .৭৩ কর্পোরেট অফিসের ঠিকানায় একটি অনুলিপি সহ, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আবেদনকারীর কাছে জমা দিতে হবে।

স্থানঃগুরগাঁও
তারিখ ঃ ১২.০৬.২০২৫

স্বাক্ষর /-
উপ-মহাব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক)

PG/CC/Notice-16/Advt-20/2025-26

পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড
(ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ)
নিবন্ধিত অফিসঃ বি-৯, কুতাব ইনস্টিটিউশনাল এরিয়া, কাটোয়ারিয়া সরাই, নিউ দিল্লি ১১০ ০১৬
কর্পোরেট অফিসঃ সৌদামিনী, প্লট নং ২, সেক্টর-২৯, গুরগাঁও, হরিয়ানা-১২২ ০০১
www.powergrid.in, CIN : L40101DL1989G01038121
একটি মহারত্ন পিএসইউ

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্তবার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ১৯১ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

বৈশ্বিক বাজারে সুযোগের সদ্ব্যবহার ভারতের উৎপাদন খাতে বিদেশি লগ্নি আকর্ষণের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক পুনর্বিন্যাসের জেরে আন্তর্জাতিক বাজারে এক নতুন ধারা তৈরি হয়েছে। বহুজাতিক সংস্থাগুলি এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি সতর্ক এবং কৌশলী হয়ে উঠেছে উৎপাদন ঘাঁটি নির্বাচনে। চীন নির্ভরতা কমিয়ে বিকল্প দেশগুলিতে বিনিয়োগের পথ খুঁজছে তারা। এই প্রেক্ষাপটে ভারত এক বিশাল সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে, তবে সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে গেলে শুধুমাত্র জনসংখ্যা বা বাজারের আকার যথেষ্ট নয়; জরুরি হলো একটি সুসংবদ্ধ, দক্ষ ও উদ্ভাবনী উৎপাদন পরিবেশ তৈরি করা। ভারতের উৎপাদন খাত দীর্ঘদিন ধরে নানা রকম কাঠামোগত সমস্যায় জর্জরিত। একদিকে যেমন অবকাঠামোগত দুর্বলতা, তেমনই রয়েছে প্রশাসনিক জটিলতা ও শ্রম আইনের অসঙ্গতি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আমলাতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যুরোক্রেটিক বিলম্ব, যা বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য এই দেশকে অনেকাংশেই নিরুৎসাহিত করেছে। যদিও 'মেক ইন ইন্ডিয়া', 'প্রোডাকশন-লিঙ্কড ইনসেনটিভ (PLI)' এবং 'ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস' র‍্যাংকিং উন্নয়নের মতো নানা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে, তা সত্ত্বেও ভারতের উৎপাদন খাত আজও সেই গতিশীলতা অর্জন করতে পারেনি যা একটি গ্লোবাল হাব হওয়ার জন্য প্রয়োজন। এই মুহূর্তে বিশ্বের একাধিক বড় সংস্থা দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিকে উৎপাদনের বিকল্প ঘাঁটি হিসেবে দেখছে। ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড বা ইন্দোনেশিয়া ইতিমধ্যেই উচ্চমানের অবকাঠামো, যুক্তিসঙ্গত কর কাঠামো ও দ্রুত নীতি বাস্তবায়নের সুবিধা দিয়ে নিজেদেরকে বিকল্প হিসেবে উপস্থাপন করেছে। ভারত যদি এই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে চায়, তবে তাকে দ্রুততার সঙ্গে নীতিগত ও কাঠামোগত সংস্কার সাধন করতে হবে। প্রথমত, প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সহজতর করতে হবে। বিদেশি সংস্থাগুলির জন্য লাইসেন্স প্রাপ্তি, জমি অধিগ্রহণ, পরিবেশগত ছাড়পত্র ইত্যাদি যাতে সময়সাপেক্ষ না হয়, সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতিও বহু ক্ষেত্রে বিনিয়োগ প্রক্রিয়াকে জটিল করে তোলে। এক জাতীয় নীতি কাঠামোর অভাব বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে অনিশ্চয়তা তৈরি করে, যা তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধা দেয়। দ্বিতীয়ত, অবকাঠামোগত উন্নয়ন অনিবার্য। বিদ্যুৎ, রাস্তা, পরিবহন, বন্দর ও ডিজিটাল সংযোগের মতো ক্ষেত্রগুলিতে উন্নয়ন ছাড়া উৎপাদনের গতিশীলতা বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। একটি সংস্থা যখন একটি দেশে উৎপাদন ঘাঁটি স্থাপন করে, তখন তারা শুধু শ্রম নয়, পুরো সরবরাহ চেইন ও পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধাকেও মূল্যায়ন করে। ভারতকে তাই সমন্বিত শিল্প করিডর এবং 'প্লাগ-এন্ড-প্লে' শিল্প পার্ক গড়ে তোলার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। তৃতীয়ত, দক্ষ মানবসম্পদের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে। যদিও ভারত তরুণ জনসংখ্যায় সমৃদ্ধ, কিন্তু দক্ষতার অভাব এখনও একটি বড় সমস্যা। স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামগুলিকে আরও বাস্তবমুখী ও শিল্পপ্রয়োজন ভিত্তিক করতে হবে। এমনকি বিদেশি সংস্থাগুলির সঙ্গে অংশীদারিত্বে 'ইন্ডাস্ট্রি-অ্যাকাডেমিয়া' মডেল চালু করা যেতে পারে যাতে ভবিষ্যতের কর্মীরা আগেই প্রস্তুত থাকে। চতুর্থত, নীতিগত স্বচ্ছতা ও দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে হবে। হঠাৎ করেই করনীতি বদল, কিংবা অতিরিক্ত আমলাতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ, বিনিয়োগকারীদের আস্থা হ্রাস করে। ভারতের উচিত এমন এক পরিবেশ তৈরি করা যেখানে সংস্থাগুলি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বিনিয়োগ করতে পারে। তবে আশার আলোও আছে। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, বেশ কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থা ভারতে বিনিয়োগে আগ্রহ দেখাচ্ছে। বিশেষত, ইলেকট্রনিক্স, ফার্মাসিউটিক্যাল, অটোমোবাইল এবং রিনিউয়েবল এনার্জি খাতে বিদেশি সংস্থাগুলি সক্রিয়ভাবে কাজ শুরু করেছে। এই ধারা যদি অব্যাহত থাকে এবং সরকার উপযুক্ত সহায়তা দিতে পারে, তবে ভারত অচিরেই একটি প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে। ভারতকে এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে গেলে অবশ্যই 'সহজ ব্যবসা'র ধারণাকে আরও বিস্তৃত এবং বাস্তবসম্মত করতে হবে। নীতিনির্ধারকদের উচিত প্রতিটি বিদেশি বিনিয়োগকারীকে একজন 'অতিথি' হিসেবে দেখা এবং তাকে স্বাগত জানানোর মতোই পরিকাঠামো ও পরিবেশ প্রদান করা। কেবল দেশপ্রেমিক আবেগে নয়, বাস্তব অর্থনৈতিক পরিসরের নিরিখেই ভারতের উৎপাদন খাতকে পুনর্গঠিত করতে হবে। সবশেষে বলা যায়, বৈশ্বিক বাজারে যে নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে, তা হয়তো আবার আসবে না। এখনই সময়, যখন ভারতকে সাহসিকতা ও দূরদর্শিতার সঙ্গে নিজের নীতি ও কাঠামোগত দিকগুলি পুনর্মূল্যায়ন করে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের জন্য নিজেকে একটি 'ফার্স্ট চয়েস' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এই লক্ষ্যে সরকার, বেসরকারি খাত ও জনগণের সম্মিলিত উদ্যোগই পারে ভারতের উৎপাদন খাতকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে।

বিশ্বাস পুনরুদ্ধার কেন ভারতের আদালতের জন্য বিচারিক স্বচ্ছতা এবং সম্পদ প্রকাশ অপরিহার্য

ভারতীয় বিচার বিভাগ দীর্ঘদিন ধরে গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার এবং সাংবিধানিক নৈতিকতার চূড়ান্ত ঘাঁটি হিসেবে উচ্চ মর্যাদার সাথে বিবেচিত হয়ে আসছে। তবুও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, অভ্রান্ততার সেই আভা জনসাধারণের নজরে এসেছে। বিচার বিভাগের অস্বচ্ছতা, পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এবং সাধারণ নাগরিকদের কাছ থেকে আদালতের দূরত্ব সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ ক্রমবর্ধমান আস্থার ঘাটতিতে অবদান রেখেছে। এই পরিস্থিতিতে, বিচারিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা - বিশেষ করে বিচারকদের দ্বারা সম্পদের প্রকাশের মাধ্যমে - কেবল কাম্য নয়; এটি অপরিহার্য। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্যান্য অঙ্গের মতো বিচার বিভাগও তার বৈধতা ঐশ্বরিক অধিকার বা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে নয় বরং শাসিতদের সম্মতি এবং আস্থা থেকে অর্জন করে। ভারতের জনগণ ন্যায়বিচারের বিচারক এবং সংবিধানের ব্যাখ্যাকারী হিসাবে আদালতের প্রতি অপরিসীম বিশ্বাস রাখে। তবে, বিচার বিভাগ যখন প্রশাসনের অন্যান্য সকল শাখা থেকে প্রত্যাশিত জবাবদিহিতার প্রক্রিয়াগুলোকে প্রতিরোধ করে তখন এই বিশ্বাস নড়ে ওঠে। এই প্রেক্ষাপটে, নিয়োগের সময় এবং তারপরে নিয়মিতভাবে বিচারকদের দ্বারা সম্পদের প্রকাশ - সততা এবং জবাবদিহিতা জোরদার করার জন্য একটি শক্তিশালী প্রতীকী এবং ব্যবহারিক হাতিয়ার হয়ে ওঠে। এটা লক্ষণীয় যে নির্বাচিত প্রতিনিধি থেকে শুরু করে আমলা পর্যন্ত অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তাদের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব এড়াতে তাদের আর্থিক সম্পদ প্রকাশ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তবুও, বিচার বিভাগ ঐতিহাসিকভাবে একই মানদণ্ডের অধীনে থাকতে অনিচ্ছুক। ক্ষমতা পৃথকীকরণ বা বিচারিক স্বাধীনতার আহ্বানকারী যুক্তি, যদিও নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে বৈধ, জবাবদিহিতার বিরুদ্ধে ঢাল হতে পারে না। বরং, যে বিচার বিভাগ খোলাখুলিভাবে তার আর্থিক প্রকাশ মেনে নেয়, সে তার নৈতিক মানদণ্ডের প্রতি আস্থা এবং জনসাধারণের তদন্তের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে। কিছু বিচারিক কর্মকর্তার সম্পদ প্রকাশে অনীহা প্রায়শই অপ্রত্যাশিত, অযৌক্তিক মিডিয়া ট্রায়াল বা ব্যক্তিগত গোপনীয়তার লঙ্ঘনের ভয় থেকে উদ্ভূত হয়। এই উদ্বেগগুলি, যদিও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নয়, সু-সজ্জিত আইনি কাঠামো এবং তথ্য সুরক্ষা নিয়মের মাধ্যমে কার্যকরভাবে সমাধান করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, প্রকাশগুলি একটি বিচারিক জবাবদিহিতা কমিটির তত্ত্বাবধানে রাখা যেতে পারে এবং একটি কাঠামোগত, প্রেক্ষাপট-সচেতন পদ্ধতিতে অ্যাক্সেসযোগ্য করা যেতে পারে যা স্বচ্ছতার সাথে ব্যক্তিগত সুরক্ষার ভারসাম্য বজায় রাখে। লক্ষ্য সর্বদা বিচার বিভাগের পবিত্রতা বজায় রাখা উচিত, একই সাথে এটি নিশ্চিত করা উচিত যে এটি অনিয়ন্ত্রিত সুযোগ-সুবিধার শূন্যতায় কাজ না করে। কথিত বিচারিক অসঙ্গতি, নির্বাচনী বেঞ্চ তালিকা এবং অস্বচ্ছ কলেজিয়াম কার্যধারা ঘিরে সাম্প্রতিক বিতর্কগুলি বৃহত্তর স্বচ্ছতার দাবিকে আরও তীব্র করে তুলেছে। গণতন্ত্রে, ধারণাটি প্রায়শই বাস্তবতার মতোই গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি যদি মাত্র কয়েকজন বিচারক অন্যায়ের অভিযোগের মুখোমুখি হন, তবুও বৃহত্তর প্রতিষ্ঠানের নীরবতা বা নিষ্ক্রিয়তা নিন্দাবাদের জন্ম দিতে পারে। জনসাধারণের সম্পদ প্রকাশ সহ স্বচ্ছতার উপর একটি সক্রিয় অবস্থান, একটি সংশোধনমূলক সংকেত হিসাবে কাজ করতে পারে যে বিচার বিভাগ বহিরাগত বলপ্রয়োগ ছাড়াই তার নিজস্ব আস্থাবান পরিবর্তন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই বিষয়টি বিচার বিভাগীয় সংস্কার সম্পর্কে বিস্তৃত বিতর্কের সাথেও জড়িত। বিচার বিভাগের শক্তি বৃদ্ধি, অবকাঠামো আধুনিকীকরণ এবং বিচারাধীনতা হ্রাস করা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলেও, প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্বাসযোগ্যতা ছাড়া এর কোনওটিই টেকসইভাবে অর্জন করা সম্ভব নয়। যে বিচার বিভাগ মৌলিক স্বচ্ছতা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে, সে অন্যান্য শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলার নৈতিক কর্তৃত্বকে দুর্বল করে দেয়। অন্যদিকে, যে বিচার বিভাগ উন্মুক্ততা গ্রহণ করে, সে কেবল ন্যায়বিচারপ্রিয় প্রধানকারী হিসেবেই নয়, বরং নৈতিক প্রাতিষ্ঠানিক শাসনের রোল মডেল হিসেবেও তার মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে পারে। তদুপরি, এই ধরনের স্বচ্ছতা ব্যবস্থা বিচার বিভাগের মধ্যে স্ব-নিয়ন্ত্রণের সংস্কৃতিও গড়ে তুলতে পারে। বার এবং বেঞ্চের তরুণ সদস্যরা এমন একটি বাস্তুতন্ত্রে বেড়ে উঠতে পারে যেখানে নৈতিক আচরণ একটি আদর্শবাদী আকাঙ্ক্ষা নয় বরং একটি কার্যকরী আদর্শ। এটি নাগরিক সমাজ, মামলাকারী এবং গবেষকদের বিচারিক প্রক্রিয়ার সাথে আরও গঠনমূলকভাবে জড়িত হওয়ার ক্ষমতা দেয়, যা গণতান্ত্রিক গভীরতার বৃহত্তর কারণকে অবদান রাখে।

অনুকুলচন্দ্রের বাণী

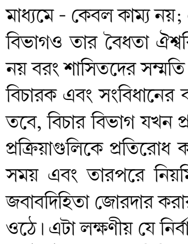

চরিত্র

সেবা-প্রখ্যাত যে, সুষ্ঠু কৌশলী সে; প্রায়শঃ। মিষ্টভাষী হও— আর, তাই-ই ভাল — কিন্তু সুষ্ঠু ব্যবহারে। তুমি যা' বল তা'র নিশানা যদি তোমার চরিত্রে না থাকে— যা'কে বলছ তা'র পরিবর্তন কমই হবে কিন্তু, তোমারও সুবিধা কম; বলায়-চলায় মিতালী থাকলেই মানী, অকপট দায়িত্বশীলের লক্ষণ; তা' সার্থক হয়। সৌজন্যে ন্যস্ত দায়িত্বের বিহিত হিসাব-নিকাশে আপ্যায়িত ক'রে তোলা; মানীর মর্য্যাদাই ঐখানে। স্পষ্ট হও;কিন্তু মিষ্টি হও, দক্ষ সুকৌশলী হও, নমনীয় হও; ভণ্ডুল-কর্ম্ম হ'তে যেও না। কিন্তু সত্তায় স্থিতিস্থাপক হ'য়ে— ছেদ্য হ'য়ে নয়কো। সত্তার প্রতিকূলে যা'— তা'তে নিরেট হ'য়ো না; বরং শক্ত থাক অনুকূলে।

জনগণনার ঘোষণা প্রত্যাশা ও আশঙ্কার দ্বৈতছায়ায় এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ

দেশের জনসংখ্যার সঠিক পরিসংখ্যান জানার প্রক্রিয়া অর্থাৎ জনগণনা একটি রাষ্ট্রের প্রশাসনিক, আর্থ-সামাজিক ও নীতিনির্ধারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জনগণনার মাধ্যমে একটি দেশের জনবিন্যাস, লিঙ্গ অনুপাত, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, বসবাসের ধরণ, জাতি-ধর্মের বিভাজন ইত্যাদি সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়, যা ভবিষ্যতের পরিকল্পনা ও বরাদ্দ নির্ধারণে সহায়ক হয়। সম্প্রতি জনগণনার ঘোষণা ঘিরে দেশে এক ধরনের আশাবাদ এবং একই সঙ্গে কিছু উদ্বেগের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। একদিকে এই ঘোষণা বহুদিনের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারির কারণে গত জনগণনা পিছিয়ে যায়, ফলে সরকার এবং গবেষকরা আপডেটেড তথ্যের অভাবে বহু পরিকল্পনা এবং সমীক্ষা পরিচালনায় সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিলেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য সরবরাহ, নগর উন্নয়ন, আবাসন, রেশনিং; এই সমস্ত ক্ষেত্রেই আধুনিক, নির্ভুল তথ্য প্রয়োজন, যা জনগণনার মাধ্যমে নিশ্চিত করা যায়। ফলে এই ঘোষণাকে অনেকেই স্বাগত জানিয়েছেন। বিশেষ করে বর্তমান প্রেক্ষিতে, যেখানে সামাজিক

ও অর্থনৈতিক বৈষম্য ক্রমবর্ধমান, সেখানে একটি তথ্যভিত্তিক রাষ্ট্রীয় নীতি গঠনের জন্য জনগণনার গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের দিক থেকে পিছিয়ে থাকা শ্রেণি ও গোষ্ঠীর জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করা, সংরক্ষণের সঠিক ভিত্তি স্থাপন করা বা উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন; সব কিছুতেই জনগণনার তথ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। তবে জনগণনার ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে। বিশেষত ধর্ম, জাতি, বর্ণ, ভাষা কিংবা জাতিগত পরিচয়ের মতো সংবেদনশীল তথ্য সংগ্রহ নিয়ে জনগণের মধ্যে এক ধরনের দ্বিধা ও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। এর পিছনে রয়েছে রাজনৈতিক ব্যবহারের ইতিহাস, যেখানে জনগণনার তথ্যকে প্রায়ই ভোট রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। ভয় থাকে, এই তথ্য ভবিষ্যতে বিভাজনমূলক নীতি বা ঘৃণার রাজনীতির অনুঘটক হয়ে উঠতে পারে। একটি বড় প্রশ্ন দেখা দিয়েছে জাতিগত জনগণনা (caste census) নিয়ে। বহু বছর ধরে একাধিক রাজনৈতিক দল এর দাবি জানালেও কেন্দ্রীয় স্তরে এর বাস্তবায়নে তেমন উদ্যোগ দেখা যায়নি। জাতিগত জনগণনা বাস্তবায়িত হলে তা সামাজিক ন্যায় নিশ্চিত করার একটি হাতিয়ার হতে পারে; এমনটা যেমন বলা হয়, ঠিক তেমনই অনেকের আশঙ্কা, এতে জাতি-ভিত্তিক বিভাজন আরও তীব্র হতে পারে, সমাজে নতুন ধরনের উত্তেজনার জন্ম দিতে পারে। অন্যদিকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। যদিও আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ অধিক কার্যকর এবং ত্বরান্বিত হতে পারে, কিন্তু বহু দরিদ্র ও প্রান্তিক নাগরিক এখনো ডিজিটাল ব্যবস্থায় অভ্যস্ত নন। স্মার্টফোন বা ইন্টারনেট সংযোগ না থাকায় তারা তথ্য দেওয়ার প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়ার আশঙ্কায় রয়েছেন। আবার এক শ্রেণি মানুষ তথ্য গোপন রাখতেও আগ্রহী, বিশেষ করে যেসব অঞ্চলে ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহার নিয়ে আস্থার অভাব রয়েছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণনা কেবল সরকারের কাজ নয়;এটি একটি সামাজিক অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া, যেখানে সাধারণ নাগরিকদের আস্থা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। কিন্তু যদি এই প্রক্রিয়া সন্দেহের ছায়ায় ঢেকে যায়, তবে তার গ্রহণযোগ্যতা ও কার্যকারিতা দুই-ই প্রশ্নের মুখে পড়ে। তাই এই মুহূর্তে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা এবং তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। গণনার কাজে নিযুক্ত কর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ এবং সংবেদনশীল তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ আচরণ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের প্রতি জনসাধারণের আস্থার পরিবেশ গড়ে তোলা ছাড়া এই কর্মসূচি সফল হবে না। একইসঙ্গে, বিভিন্ন ভাষা ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের প্রতি সম্মান রেখে প্রশ্নপত্র তৈরি এবং তথ্য সংগ্রহের রীতি নির্ধারণ করা উচিত। এই প্রেক্ষিতে মিডিয়া, নাগরিক সমাজ ও শিক্ষিত মহলের ভূমিকাও অগ্রাধিকারযোগ্য। তথ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, জনসাধারণকে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা এবং সরকারকে ন্যায়সংগত নীতি গ্রহণে চাপ প্রয়োগ; এই সবই একটি সুষ্ঠু জনগণনার প্রেক্ষাপট গঠনে সহায়ক হতে পারে। সবশেষে বলা যায়, জনগণনা শুধু সংখ্যার খেলা নয়; এটি একটি রাষ্ট্র কীভাবে তার নাগরিকদের দেখে, তা নির্ধারণের এক জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। জনগণনার ঘোষণা আশার প্রদীপ জ্বালায় যদি তা তথ্যভিত্তিক নীতিনির্ধারণ ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করে। কিন্তু একইসঙ্গে তা ভয়ের ছায়াও সৃষ্টি করতে পারে যদি তথ্যকে বিভাজনের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এই দ্বৈত পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে দেশবাসীর প্রার্থনা একটাই; জনগণনা হোক স্বচ্ছ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানবিক, যার কেন্দ্রে থাকবে মানুষের মর্যাদা ও সমান অধিকারের স্বীকৃতি।

মাতৃত্বকালীন সুবিধা মা ও শিশুর অধিকারের স্বীকৃতিতে রাষ্ট্রের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন

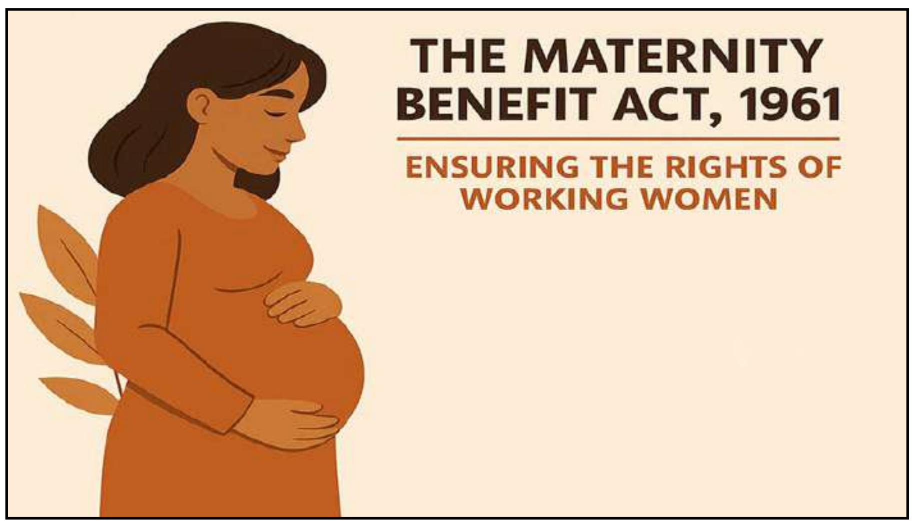

দুরন্তবার্তা, বিশেষ প্রতিবেদন ঃ সমাজের অগ্রগতির অন্যতম মূল চাবিকাঠি হলো সুস্থ মা ও শিশু। একটি সদ্যোজাত শিশুর জন্য মায়ের উপস্থিতি শুধু আবেগ বা স্নেহের নয়;তা তার পুষ্টি, সুরক্ষা এবং সুস্থ ভবিষ্যতের জন্য অপরিহার্য। সেই সূত্র ধরেই মাতৃত্বকালীন সুবিধা বা মাতৃত্বকালীন ছুটির ধারণাটি সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছে এক অগ্রাধিকারমূলক মানবিক কর্তব্য। জন্মদাত্রী নারীর স্বাস্থ্য, শিশুর পুষ্টি এবং পরিবারে এক স্থিতিশীল সহানুভূতিশীল পরিবেশ নিশ্চিত করাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। মাতৃত্বকালীন ছুটি কেবল একটি 'ছুটি' নয়; এটি একজন কর্মরত নারীর প্রাথমিক অধিকার। তার শরীর, মানসিক অবস্থা এবং সন্তানের সুস্থ বিকাশের স্বার্থে এই সময়টা তাকে দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। শিশুর জন্মের পর প্রথম ছয় মাসের মধ্যে মায়ের বুকের দুধই হলো তার প্রধান ও সর্বোত্তম পুষ্টির উৎস। এই সময়টিতে শিশু শুধু খাদ্য নয়, মায়ের সংস্পর্শে মায়ের ত্বকের উষ্ণতা ও মানসিক নিরাপত্তা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং সামাজিক বিকাশের প্রথম পাঠ পায়। ভারতের প্রেক্ষিতে, মাতৃত্বকালীন সুবিধা আইন অনুযায়ী কর্মরত নারীরা ২৬ সপ্তাহ পর্যন্ত মাতৃত্বকালীন ছুটির সুবিধা পান। এই আইনটি বিশেষভাবে প্রশংসনীয় হলেও বাস্তবতার সঙ্গে তার ব্যবস্থাপনাগত দূরত্ব রয়ে গেছে। অসংগঠিত খাত, চুক্তিভিত্তিক কর্মসংস্থান বা ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলিতে কর্মরত বহু নারী এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এমনকী সংগঠিত খাতেও কোথাও কোথাও নানাবিধ অজুহাতে এই ছুটি বা সুবিধা বাধাগ্রস্ত হয়। সুবিধার অন্তর্নিহিত মূল উদ্দেশ্য হলো মায়ের শরীরকে তার মাতৃত্বকালীন ক্লান্তি ও শারীরিক পরিবর্তন থেকে সেরে ওঠার সুযোগ দেওয়া। সন্তান জন্মের আগে ও পরে যে শারীরিক ও মানসিক চ্যালেঞ্জ একজন নারী অতিক্রম করেন, তার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত বিশ্রাম, সঠিক চিকিৎসা ও মানসিক প্রশান্তি। একে নিছক চাকরির ছুটি হিসেবে দেখলে সেই মানবিক প্রয়োজনকে অস্বীকার করা হয়। এছাড়াও, এই ছুটির সময় নারী যাতে পরিবার ও কর্মক্ষেত্রের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেন, তা নিশ্চিত করাও গুরুত্বপূর্ণ। মাতৃত্বকালীন ছুটি সেই পরিসর তৈরি করে, যেখানে মা সন্তানের প্রাথমিক যত্ন নিশ্চিত করতে পারেন, নিজের শরীরের যত্ন নিতে পারেন এবং সন্তানের সঙ্গে এক অদৃশ্য অথচ অমূল্য স্নেহবন্ধনে জড়াতে পারেন। এই সময়টা সন্তানের মানসিক বিকাশেও অপরিসীম প্রভাব ফেলে, যা কোনো পরবর্তী ব্যবস্থায় পূরণ করা সম্ভব নয়। একটি রাষ্ট্রের উন্নয়নের মানদণ্ড কেবল অর্থনৈতিক সূচকে নয়, নারীর প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গিতেও নির্ধারিত হয়। একজন মা ও কর্মজীবী নারীর জীবনের এই পর্বে সমাজ কীভাবে তার পাশে দাঁড়ায়, তা সেই রাষ্ট্রের মানবিক মূল্যবোধের প্রতিচ্ছবি। তাই মাতৃত্বকালীন সুবিধা শুধুমাত্র একটি সরকারি নীতি নয়, এটি এক সামাজিক দায়বদ্ধতা। এই সুবিধার সঙ্গে আর্থিক সহায়তা, চিকিৎসা সুবিধা, কর্মক্ষেত্রে সহানুভূতিশীল পরিবেশ এবং মাতৃদুগ্ধ কর্নার বা নার্সিং রুমের মতো পরিকাঠামোও যুক্ত হওয়া প্রয়োজন। অনেক অফিস বা প্রতিষ্ঠান এখনও এমন ন্যূনতম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও রাখে না, যার ফলে নারীরা কর্মক্ষেত্রে ফিরে গিয়েও সঠিকভাবে শিশু পরিচর্যা করতে পারেন না। তবে শুধু আইনি বাধ্যবাধকতা তৈরি করলেই চলবে না, প্রয়োজন সচেতনতা ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। আমাদের সমাজে এখনো অনেক ক্ষেত্রে নারীর মাতৃত্বকে কেবল ঘরের দায়িত্ব বলে মনে করা হয়, কর্মক্ষেত্রে তা একরকম 'ঝামেলা' হিসেবে দেখা হয়। এই মানসিকতা যতদিন থাকবে, ততদিন নারীর মাতৃত্বকালীন অধিকারও পূর্ণতা পাবে না। এক্ষেত্রে কর্পোরেট জগত, সরকার, সিভিল সোসাইটির সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও উদার, মানবিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি গ্রহণ করতে হবে। এমন ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যেতে হবে, যেখানে একটি পরিবার সন্তানের জন্মকে উদযাপন করবে, এবং রাষ্ট্র ও সমাজ সেটিকে সহায়তা ও সম্মান জানাবে। সবশেষে বলা যায়, মাতৃত্বকালীন সুবিধা একপ্রকার বিনিয়োগ; মানবসম্পদে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মে এবং একটি সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ গঠনে। এটি একমাত্র একটি নারীর নয়, গোটা জাতির অধিকার ও দায়িত্বের প্রতিফলন। তাই এই সুবিধাকে কেবল আইনত বাধ্যবাধকতা নয়, নৈতিক কর্তব্য বলেই দেখা উচিত। যতদিন না মায়েরা সম্মানের সঙ্গে এই অধিকার ভোগ করতে পারবেন, ততদিন উন্নয়নের প্রকৃত স্বাদ সমাজ উপভোগ করতে পারবে না।

যুদ্ধের বিরুদ্ধে চিকিৎসকরা জীবন বিপন্ন করেও মানবতার পক্ষে দাঁড়ানো

এই সময়ে, যখন বিশ্বের নানা প্রান্তে যুদ্ধের দামামা বাজছে, তখন অস্ত্র হাতে না নিয়েও এক শ্রেণির মানুষ সম্মুখসমরে সামিল হচ্ছেন। তাঁরা হলেন চিকিৎসক; যাঁরা বুলেটের মুখে, ধ্বংসস্তূপের পাশে, হাসপাতালের মাটিতে পড়ে থাকা রক্তের মাঝে দাঁড়িয়ে শান্তির জন্য লড়ছেন। যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাঁদের অবস্থান শুধু নীতিগত নয়, তা এক গভীর মানবিক প্রতিবাদ, যার জন্য অনেক সময় তাঁদের নিজের জীবনও বিপন্ন হয়ে উঠছে। ইজরায়েল-গাজা, ইউক্রেন-রাশিয়া কিংবা সুদান;এই সমস্ত সংঘাতবিধ্বস্ত এলাকায় চিকিৎসকেরা শুধু আহতদের চিকিৎসা করছেন না, তাঁরা প্রকাশ্যেই বলছেন এই যুদ্ধ বন্ধ হোক। কেউ লিখছেন খোলা চিঠি, কেউ ভিডিও বার্তায় যুদ্ধের বিপরীতে দাঁড়িয়ে শাসকদের আহ্বান জানাচ্ছেন মানবতার পথে ফেরার জন্য। তাঁদের এই অবস্থান এখন এক বৃহৎ প্রতিবাদের রূপ নিচ্ছে। যুদ্ধকালে চিকিৎসকরা শুধু প্রাণ বাঁচান না, তাঁরা একটুকরো সহানুভূতি ও আশার বাতিঘর হয়ে ওঠেন। কিন্তু যখন হাসপাতালগুলিও বোমার নিশানায়, অ্যাম্বুল্যান্স রাস্তায় থেমে যায় কিংবা চিকিৎসা সরঞ্জামের অভাবে রোগী মারা যায়;তখনই চিকিৎসকরা বুঝতে পারেন, তাঁদের নিরবতা মানেই অন্যায়ের পক্ষে থাকা। আর তাই তাঁরা মুখ খুলছেন। সম্প্রতি গাজায়, এক তরুণ চিকিৎসক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে বলেন; 'আমরা শুধু আহতদের সেলাই করছি না, আমরা একটা জাতির ক্ষত বুনে দিচ্ছি। কিন্তু এই ক্ষত শুকোবে না যতক্ষণ না যুদ্ধ থামে।' এই বক্তব্য বিশ্বজুড়ে আলোড়ন তোলে। তাঁর মতো শত শত চিকিৎসক এখন সোচ্চার; তাঁরা বলছেন, যুদ্ধ মানেই গণহত্যা, আর চিকিৎসা মানেই তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। এমন বহু উদাহরণ রয়েছে, যেখানে চিকিৎসকেরা যুদ্ধবিরোধী অবস্থানের জন্য চাকরি হারিয়েছেন, গ্রেপ্তার হয়েছেন, এমনকি আত্মগোপনে যেতে বাধ্য হয়েছেন। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রীয় প্রচারের বিরুদ্ধে যাওয়া প্রায় অপরাধের শামিল হয়ে দাঁড়ায়। ইউক্রেনে, যুদ্ধের প্রথম দিকে, কিছু চিকিৎসক বলেছিলেন; তাঁরা শুধু সৈন্যদের নয়, শত্রু পক্ষের আহতদেরও চিকিৎসা করবেন। এই মানবিক অবস্থান নিয়েও তাঁদের দেশদ্রোহী বলে সমালোচনা করা হয়েছিল। কিন্তু

তবুও, তাঁরা তাঁদের অবস্থানে অটল থেকেছেন। চিকিৎসা পেশা জন্মগতভাবেই সহানুভূতিশীল ও নিরপেক্ষ। একজন চিকিৎসকের কাছে কোন রোগী কোন ধর্ম বা দেশের, সেটা বড় কথা নয়। তাঁর কাছে প্রধান হল;প্রাণ বাঁচানো। এই পেশার সেই বৈশিষ্ট্যই যুদ্ধের ভয়ঙ্কর বিভাজনের মাঝে এক অদ্ভুত নৈতিক আলো হয়ে ওঠে। যখন একজন অস্ত্রধারী সেনা ও একজন নিরীহ শিশু একই হাসপাতালে চিকিৎসা পাচ্ছে, তখন চিকিৎসকের হাতে তৈরি হয় এক অদৃশ্য মানবিক সেতু। এই সেতুই শান্তির প্রথম ধাপ। চিকিৎসকদের এই প্রতিবাদ আজ শুধু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই নয়, অনেকাংশে আন্তর্জাতিক সংস্থার নিষ্ক্রিয়তাকেও প্রশ্নের মুখে ফেলছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকায় ওষুধ, খাদ্য, সরঞ্জাম না পৌঁছানোর দায় শুধু স্থানীয় প্রশাসনের নয়; এই ব্যর্থতার দায় জাতিসংঘ, ঢছঞ, বা রেড ক্রসের মত সংস্থারও রয়েছে। অনেক সময় এই সংস্থাগুলোও যুদ্ধকালীন 'রাজনৈতিক ভারসাম্য' রাখতে গিয়ে মানুষের পাশে না দাঁড়িয়ে নিরবতা বেছে নেয়। চিকিৎসকেরা সেই নিরবতাকে চ্যালেঞ্জ করছেন;তাঁরা চাইছেন, বিশ্ব গর্জে উঠুক। মানবতার পক্ষে, প্রাণ রক্ষার পক্ষে। যুদ্ধে শুধু মানুষ মারা যায় না, একেকটি সমাজের পরিকাঠামো ভেঙে পড়ে। হাসপাতাল গুঁড়িয়ে যায়, নার্সরা পালিয়ে যান, চিকিৎসকরা নিরুদ্দেশ হয়ে যান। স্কুলের মতো হাসপাতালও যুদ্ধের প্রথম টার্গেট হয়ে ওঠে। ফলে পরবর্তী প্রজন্মের স্বাস্থ্য পরিষেবার ভিতটাই ধ্বংস হয়ে যায়। এই দিকটা তুলে ধরেই চিকিৎসকেরা বলছেন; 'আমরা শুধু আজকের জন্য লড়ছি না, ভবিষ্যতের স্বাস্থ্যব্যবস্থা বাঁচাতেও প্রতিবাদ করছি।' চিকিৎসকদের এই যুদ্ধবিরোধী অবস্থান শুধু রাজনৈতিক নয়, তা এক নতুন নৈতিক দৃষ্টান্ত তৈরি করছে। যেখানে অধিকাংশ মানুষ জীবনের ভয়ে চুপ থাকেন, সেখানে একজন চিকিৎসক বোমার শব্দকে উপেক্ষা করে হাসপাতালের দরজা খোলা রাখছেন। কখনও রোগীর মা হয়ে, কখনও ভাই হয়ে, কখনও বন্ধু হয়ে; তাঁরা বলছেন 'এই যুদ্ধ থামাও।' তাঁদের অবস্থান থেকে জন্ম নিচ্ছে এক সামাজিক দায়বদ্ধতা;যেখানে সাহস মানে শুধু প্রতিবাদ নয়, সাহস মানে প্রাণ রক্ষা করেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুখ খোলা। বিশ্বের এই অস্থির সময়ে চিকিৎসকেরা এক অভিনব মানবিক বিপ্লবের মুখ হয়ে উঠেছেন। তাঁরা প্রমাণ করছেন; সাহস মানেই অস্ত্র নয়, সাহস মানে নিরস্ত্র থেকেও প্রাণ রক্ষা করা, নির্দ্বিধায় সত্য বলা। এই অবস্থান আমাদের মনে করিয়ে দেয়; যে সমাজে চিকিৎসকরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে ভয় পান, সে সমাজ ধ্বংসের পথে। আর যে সমাজ চিকিৎসকদের মানবিক প্রতিবাদকে সম্মান করে, সে সমাজেই ভবিষ্যৎ আছে। যুদ্ধ থামুক। শান্তি ফিরুক। আর চিকিৎসকদের প্রতিবাদ যেন শুধু হাসপাতালের দেয়ালে আটকে না থাকে; তা পৌঁছাক নীতিনির্ধারকদের টেবিল পর্যন্ত।

ঘুষকাণ্ডের ছায়া, তবুও উপনির্বাচনে তৃণমূলের বাড়তি সুবিধা কী বলছে বাস্তবতা ?

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রাজ্যে একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগ, শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতি থেকে শুরু করে কয়লা পাচার, গরু পাচার, বালির বেআইনি ব্যবসা; তবুও নির্বাচনের ময়দানে তৃণমূল কংগ্রেস আজও শক্ত ভিত গড়ে রাখছে। উপনির্বাচন হোক কিংবা পঞ্চায়েত ভোট;তৃণমূলের প্রভাব দেখছে গোটা বাংলা। প্রশ্ন উঠছে; যেখানে রাজ্যের শাসকদলের একাধিক নেতা এখনো কেন্দ্রীয় তদন্তের মুখোমুখি, যেখানে ঘুষ-কেলেঙ্কারিতে লক্ষ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে নেতাদের ঘনিষ্ঠদের বাড়ি থেকে, সেখানে তবুও কেন জনমত অন্যদিকে যাচ্ছে না? তৃণমূল কংগ্রেসের সবচেয়ে বড় অস্ত্র তার শক্তিশালী বুথ স্তরের সংগঠন। গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তৃণমূল রাজ্যজুড়ে এক ব্যাপক প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলেছে। প্রতিটি বুথে সক্রিয় কর্মী, প্রত্যেক ওয়ার্ডে নজরদারি, ও প্রতিটি ব্লকে এক অভিজ্ঞ নেতৃত্ব;এই কাঠামোই মূলত উপনির্বাচনে ভোট ম্যানেজমেন্টে দলটিকে এগিয়ে রাখে। তৃণমূলের সুবিধার আরেকটি বড় কারণ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর গতি ও দিশাহীনতা। কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট রাজ্যের রাজনীতিতে প্রায় প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলেছে। বিজেপি যদিও এক সময় কিছুটা প্রভাব ফেলেছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে দলীয় কোন্দল, নেতাদের কেন্দ্রভিমুখী হওয়া, ও স্থানীয় ইস্যুতে ব্যর্থতা; সব মিলিয়ে রাজ্যে একটি শক্তিশালী বিকল্প হয়ে উঠতে পারেনি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভোটাররা দুর্নীতির অভিযোগকে গুরুত্ব দিলেও, তারা স্থানীয় স্তরের উন্নয়ন, রাস্তা, পানীয় জল, রেশন ব্যবস্থা, বা পেনশন ইত্যাদির দিকেই বেশি গুরুত্ব দেন। অনেকেই মনে করেন; যে সরকার ক্ষমতায় আছে, সেই সরকারকেই দাবি-দাওয়া জানালে দ্রুত সুবিধা মেলে। এই বাস্তব মনোভাবই তৃণমূলকে আবারো এগিয়ে রাখছে। তৃণমূল কংগ্রেস সুনিপুণভাবে রাজ্য বনাম কেন্দ্রের দ্বন্দ্বকে রাজনৈতিক অস্ত্রে পরিণত করেছে। প্রকল্পের টাকা রিলিজ না হওয়া, পিএম-আবাস প্রকল্পে বাধা, জিএসটির টাকা বকেয়া রাখা;এসব ইস্যুতে তৃণমূল জনগণের সামনে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এক প্রান্তিকতা ও অবিচার তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। ফলে মানুষ দুর্নীতির থেকেও বেশি করে রাজ্য সরকারের 'অবরুদ্ধতা' ও 'লড়াই'র দিকেই তাকাচ্ছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, দুয়ার সরকার, স্বাস্থ্যসাথী, ছাত্রক্রেডিট কার্ড;এই প্রকল্পগুলো বাস্তবিকই বহু মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলেছে। বিশেষ করে মহিলারা ও গ্রামীণ দরিদ্র শ্রেণির মানুষ এই প্রকল্পের সুবিধাভোগী। ফলত ভোটব্যাঙ্কের একটি বড় অংশ এখনো তৃণমূলের সঙ্গেই রয়ে যাচ্ছে। অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষক বলছেন; দুর্নীতির অভিযোগের মাত্রা এতটাই বেড়েছে যে একপ্রকার 'অভ্যাস' হয়ে গিয়েছে। মানুষের মধ্যে একটা বিশ্বাস জন্মে গেছে যে, যেই আসুক ক্ষমতায়, দুর্নীতি থাকবে। এই নিস্পৃহতা কিংবা রাজনৈতিক ক্লান্তিই তৃণমূলের ভোটে ফায়দা তুলতে সাহায্য করছে। তৃণমূল কংগ্রেস দীর্ঘদিন ধরেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একটো নির্ভরযোগ্য রাজনৈতিক আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে। বিজেপির হিন্দুত্ববাদী অবস্থান রাজ্যের সংখ্যালঘুদের মনে ভীতি সৃষ্টি করেছে, ফলে মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক মূলত তৃণমূলের ঘেঁষা থেকেছে। উপনির্বাচনে তার ব্যতিক্রম ঘটছে না। দলের নানা দুর্নীতির অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজস্ব জনপ্রিয়তা এখনো অক্ষুণ্ণ। অনেকেই বলেন; 'নেতারা খারাপ হতে পারে, কিন্তু দিদি ভালো।' এই ভাবনাই ভোটের সময় তৃণমূলের ঝুলিতে বাড়তি সুবিধা এনে দেয়। তৃণমূল কংগ্রেসের উপর একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ সত্য। আইনত তা প্রমাণিত না হলেও, জনমানসে এই অভিযোগগুলোর অস্তিত্ব বিদ্যমান। তবুও রাজনীতির বাস্তবতায় তৃণমূল আজও জনপ্রিয়, সংগঠিত ও ক্ষমতাবান। দুর্নীতির প্রতিবাদ যতটা সোচ্চার শহরে, গ্রামবাংলায় তার ছাপ অনেক কম। উপরন্তু, যেখানে বিকল্প শক্তি দুর্বল, সেখানে মানুষ অনেক সময় 'পরিচিত অনৈতিকতা'র পক্ষেই ভোট দেয়। তাই, উপনির্বাচনে তৃণমূলের সুবিধাজনক অবস্থান শুধু 'ভোট কেনা' নয়;এটা রাজনৈতিক বাস্তবতার ফল, যার পেছনে বহু স্তরের সামাজিক, প্রশাসনিক ও মনস্তাত্ত্বিক উপাদান জড়িত। পরিবর্তন আনতে হলে শুধু দুর্নীতির অভিযোগ তোলা যথেষ্ট নয়, চাই সংগঠিত বিকল্প ও বিশ্বাসযোগ্য নেতৃত্ব।

বার মংরাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শুরু হলো 'ওয়াটার বেল' কর্মসূচি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১১ জুন ঃ বার মংরাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রচণ্ড গরমে শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষায় এবং নিয়মিত জলপানের অভ্যাস গড়ে তুলতে শুরু হয়েছে 'ওয়াটার বেল' নামে একটি উদ্ভাবনী কর্মসূচি। এই উদ্যোগের

মাধ্যমে শিশুদের ডিহাইড্রেশনের ঝুঁকি কমানোর পাশাপাশি পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। প্রতিদিন মিড ডে মিলের এক ঘণ্টা আগে বিদ্যালয়ের নিউট্রিশন বাগান থেকে সংগ্রহ করা তাজা লেবু ও লবণ মিশ্রিত সরবত শিশুদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। শ্রেণী অনুযায়ী শিশুরা 'ওয়াটার বেল' বাজার সঙ্গে সঙ্গে এই সতেজ পানীয় গ্রহণ করে, যা তাদের জল খাওয়ার প্রতি আগ্রহ বাড়াচ্ছে। লেবুর স্বাদ ও লবণের মিশ্রণ গরমে ঘর্মাক্ত শরীরে ডিহাইড্রেশন প্রতিরোধ করছে। এছাড়া, মিড ডে মিলের মেনুতে প্রতিদিন নিউট্রিশন বাগানের লেবু যুক্ত করা হচ্ছে। লেবুতে থাকা ভিটামিন সি শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়ক। নিউট্রিশন বাগানেই এই কর্মসূচিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এখান থেকে সংগ্রহ করা লেবু শুধু সরবত তৈরিতেই নয়, মিড ডে মিলের পুষ্টিমান বাড়াতেও ব্যবহৃত হচ্ছে। এই উদ্যোগ শিশুদের শারীরিক সুস্থতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি তাদের পুষ্টির ঘাটতি পূরণ করছে। অভিভাবকরা এই কর্মসূচির প্রশংসা করে বলেছেন, এটি শিশুদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়াচ্ছে। 'ওয়াটার বেল' শিশুদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করছে এবং তাদের শিক্ষার পরিবেশকে আরও উন্নত করছে। এই উদ্যোগ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। বিদ্যালয়ের এই পদক্ষেপ শিশুদের সুস্থ ও সবল ভবিষ্য গড়তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এই প্রসঙ্গে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজদুত সামন্ত জানান, প্রচণ্ড গরমে শিশুদের শরীরে জল ও লবণের ভারসাম্য রক্ষায় নিউট্রিশন গার্ডেনের লেবু,লবণ ও চিনি দিয়ে শরবত দেওয়া হচ্ছে। এতে জল পানের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে, ডিহাইড্রেশনের ঝুঁকি কমছে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ছে এবং শারীরিক দুর্বলতা ও পেটের সমস্যা প্রতিরোধ হচ্ছে। এটাই ওয়াটার বেল কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য।

আদ্যাপীঠ মন্দিরের কেষ্টপুর শাখার শ্রী বিগ্রহের প্রাণ প্রতিষ্ঠা ও মন্দিরের উদ্বোধন

কলকাতা, ১১ জুন ঃ দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠের কেষ্টপুর শাখা উদ্বোধন হলো আজ ১১ জুন। প্রয়াত চিত্তরঞ্জন দাস ও মঞ্জুরানী দাসের

স্মৃতিতে অন্নদা ঠাকুরের স্বপ্ন আশ্রিত আদ্যাপীঠ মন্দিরের কৃষ্ণপুর শাখার উদ্বোধন করেন রাজ্য সরকারের দমকল দপ্তরের মন্ত্রী সুজিত বসু। তিনি বলেন জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রার মতো শুভদিনে এই মন্দির উদ্বোধিত হলো। শ্রীমৎ অন্নদা ঠাকুরের স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে আদ্যাপীঠের আদর্শকে বিশ্বের ছড়িয়ে দিয়েছেন সেই ব্রহ্মচারী মুলার ভাইকে ধন্যবাদ জানাই। দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠের সাধারণ সম্পাদক কাম ট্রাস্টি ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই আদ্যাপীঠ মন্দিরের ইতিহাসকে তুলে ধরেন এবং বিশ্বজুড়ে আদ্যাপীঠ মন্দিরের কাজকর্ম ও মানবসেবা বিষয় উপর তুলে ধরেন। এছাড়া এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজারহাট নিউটাউনের বিধায়ক তাপস চ্যাটার্জী, বিধাননগর পুরসভার মেয়র পারিষদ দেবরাজ চক্রবর্তী, স্থানীয় কাউন্সিলর তথা বরো চেয়ারম্যান মনীষ মুখার্জি, লোকনাথ মন্দিরের পক্ষে হরিপদ ভৌমিক, আলমবাজার মঠের স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সকাল থেকেই মন্দির প্রাঙ্গণে আদ্যাস্তব, হোম, পূজা, নারায়ণ সেবা ও ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এছাড়া একটি অ্যাম্বুলেন্স এই শাখার জন্য উদ্বোধন করা হয়। আদ্যাপীঠ মন্দিরের পক্ষ থেকে রাজীব ভাই বলেন একই দিনে আমাদের চন্দ্রকোনা শাখায় রক্তদান, স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও নানান কর্মসূচি পালিত হচ্ছে প্রয়াত অধ্যাপিকা সুনিতা মায়ের উপলক্ষ্যে।

গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ১১ জুন ঃ গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের ছাতনীর খন্দকার পাড়া এলাকায়। মৃত গৃহবধূর নাম মুসলিমা খাতুন (২৬)। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার দুপুরবেলা নিজের ঘরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হন মুসলিমা। ঘটনার পরই তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তবে এই মৃত্যু আত্মহত্যা নাকি এর পিছনে রয়েছে অন্য কোনো কারণ-তা ঘিরে শুরু হয়েছে নানা প্রশ্ন। গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় রহস্যের মেঘ দানা বাঁধছে পরিবার এবং স্থানীয়দের মধ্যেও। এদিন, বুধবার মৃতার দাদা পূর্বস্থলী থানায় উপস্থিত হয়ে জানান, আমার বোনের মৃত্যুর পেছনে কোনো গোপন কারণ থাকতে পারে। কীভাবে এই ঘটনা ঘটলো, সেটা আমরা এখনও বুঝে উঠতে পারছি না। আমরা চাই সঠিক তদন্ত হোক এবং দোষীদের চিহ্নিত করে শাস্তি দেওয়া হোক। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। মুসলিমা খাতুনের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পূর্বস্থলী থেকে পাঠানো হয়েছে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। সেখানেই এদিন, বুধবার, ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে। রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা মিলবে বলে জানিয়েছে পুলিশ প্রশাসন। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ জানিয়েছেন, মুসলিমার বিবাহিত জীবনে কিছুদিন ধরেই অশান্তি চলছিল বলে তাঁরা জানতে পেরেছেন। যদিও পরিবারের কেউ এখনও প্রকাশ্যে সেই বিষয়ে কিছু বলেননি। তদন্তের স্বার্থে মৃতার স্বামীসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ঘটনার জেরে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। একইসাথে রহস্যঘেরা এই মৃত্যু ঘিরে উদ্বেগ এবং উত্তেজনাও ছড়িয়েছে।

জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের সহযোগিতায় লায়ন্স ক্লাব অফ জলপাইগুড়ি সেবা জনবিরাপত্তা এবং সুস্বাস্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি প্রকল্প সফলভাবে সম্পন্ন করতে পেরে গর্বিত। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে, আমরা সময়মত চিকিৎসা সহায়তা নিশ্চিত করার জন্য কৌশলগত ট্রাফিক পয়েন্টগুলিতে ৫টি প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স স্থাপন করেছি। এছাড়াও, আমরা সিভিল স্বেচ্ছাসেবক এবং ট্রাফিক পুলিশের কর্মীদের মধ্যে প্রশিক্ষণীন কিট বিতরণ করেছি, যার মধ্যে রয়েছে ব্যাকপ্যাক, জলের বোতল, ওআরএস, গ্লুকোজ ডি, হাতের তোয়ালে, মুখোশ, সানক্রিম এবং ফলের পানীয় মতো প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। আমাদের লক্ষ্য হল আমাদের নিবেদিতপ্রাণ পুলিশ এবং ট্রাফিক কর্মীদের স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা রক্ষা করা এবং আমরা প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্সগুলি রক্ষণাবেক্ষণ এবং আমাদের সম্প্রদায়ের অংশীদারদের সহায়তা করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রকল্পের চেয়ারপার্সন লায়ন রাজেন্দ্র আগরওয়াল এবং প্রবীণ সিংহানিয়া ক্লাব সচিব লায়ন অঙ্কিত কৃষ্ণ সিংহ।

রাজ আমলের প্রথা মেনে ১০৮ কলস জল দিয়ে স্নান বাবা মদনমোহন দেবের

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার ১১ জুনঃ কোচবিহারের প্রাণের ঠাকুর বাবা

মদনমোহন। কোচবিহারের ঐতিহ্য বিশ্বাস এই মদনমোহন বাড়িকে কেন্দ্র করেই এবং বাবা মদনমোহনের রথযাত্রা প্রতিবছর কোচবিহারে অনুষ্ঠিত হয়। রাজ আমলের প্রথম অনুযায়ী কোচবিহারের ডাঙ্গুরাই মন্দিরে তৈরি হয় এই রথ। বুধবার রাজ আমলের ঐতিহ্যে মেনে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও রথযাত্রার আগে কোচবিহার মদনমোহন মন্দিরে হলো মদনমোহনের স্নানযাত্রা। ১০৮ কলসী জল দিয়ে কোচবিহার মহারাজাদের কুলদেবতা মদনমোহনদেবকে স্নান করালেন রাজ পুরোহিত। কোচবিহারের রাজাদের আমল থেকে রথযাত্রার আগে বাবা মদন মোহনদেবের স্নানের এই প্রথা আজও নিষ্ঠা এবং ঐতিহ্যের সাথে পালিত হচ্ছে। রথযাত্রার আগে জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে কোচবিহারের কুল দেবতা বাবা মদনমোহনদেবকে স্নান করানো হয়। নির্দিষ্ট প্রথা মেনে দুধ, দই, ঘি, মধু, ডাবের জল, গঙ্গা জল-সহ ১০৮ কলস জল দিয়ে স্নান করানো হয় বাবা মদনমোহনকে। পুরোহিত শিবকুমার চক্রবর্তী বলেন - রাজ আমলের প্রথম এনে আজও বাবা মদনমোহন দেবের স্নানযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবছর রথযাত্রার আগে জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমার দিনে এই স্নান যাত্রা হয় বাবা মদনমোহনের। এই প্রসঙ্গে দেবত্তর ট্রাস্টবোর্ডের বড়বাবু জয়ন্ত চক্রবর্তী বলেন - মদনমোহন দেবের রথযাত্রা উপলক্ষে ইতিমধ্যে শাল এবং সেগুন কাঠ দিয়ে ২২ ফুট উচ্চতার রথ তৈরি হচ্ছে ডাঙ্গুরায় মন্দিরে। বেশ কিছু বছর পর পর এই রথ নতুন রূপে তৈরি হয়। পুন্ডিবাড়ি শিল্পীরা এই রথ তৈরি করছেন। তিনি আরো বলেন বুধবার ১০৮ কলস জল দিয়ে মদনমোহন দেবের স্নানযাত্রা অনুষ্ঠিত হলো যার মধ্যে গঙ্গাজল, সমুদ্রের জল, ঝরনার জল, নদীর জল, ডাবের জল সহ অন্যান্য জিনিস ছিল এরপর এই স্নানযাত্রা উপলক্ষে হোমযোগ্য অনুষ্ঠিত হয়. মদনমোহন বাড়িতে। আগামী ২৭ তারিখ রথযাত্রা এই রথযাত্রার দিন রথে চেপেই কোচবিহারের কুলো দেবতা যাবেন ডাঙ্গরায় মন্দিরে মাসির বাড়িতে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই রথযাত্রা উপলক্ষ্যে সাত দিনের মেলা বসে ডাঙ্গুরাই মন্দিরের সামনে। কোচবিহার জেলা ছাড়া আশেপাশের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রচুর মানুষ ভিড় জমান এই রথযাত্রা উপলক্ষে।

বাম আমলে ভুতুড়ে মাদ্রাসা শিক্ষক নিয়োগ বাতিল করল তদন্তকারী টিম

বীরভূম, ১১ জুন ঃ বাম আমলে ভুতুড়ে মাদ্রাসা শিক্ষক নিয়োগ বাতিল করল তদন্তকারী টিম, তার মধ্যে আছে বীরভূমের চারটি স্কুল। বুধবার সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের প্রধান সচিব পিবি সেলিম, মাদ্রাসা কমিশনের চেয়ারম্যান সাজ্জাদ সিদ্দিকী, মাদ্রাসা বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ডক্টর শেখ আবু তাহের কামরুজ্জামান সহ তিন জনের নেতৃত্বে বিভিন্ন আধিকারিক সহ একটি দল বুধবার বীরভূমের এই চারটি মাদ্রাসা স্কুলে আসেন, কাগজপত্র পরীক্ষা করেন এবং তারপর তাদের নিযগে বাতিল করেন। জানা গেছে, মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন ২০০৮ সালে গঠিত হয়। তারপর মাদ্রাসা কমিশনের মাধ্যমে বিভিন্ন মাদ্রাসাগুলিতে শিক্ষক নিয়োগ হয়। আর্টিকেল থার্টি কে ব্যবহার করে ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে বেশকিছু মাদ্রাসা শিক্ষক নিয়োগ হয়। এর প্রেক্ষিতে ২০১৫ সালে একটি মামলার রায় সুপ্রিম কোর্টে একটি অর্ডার হয়।। সেখানে একটা নির্দিষ্ট পিরিয়ডের উল্লেখ করে জনা পঞ্চাশেক শিক্ষকদের বেতন দেওয়ার নির্দেশ হয়। এইটাকে হাতিয়ার করে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন মাদ্রাসায় ব্যাকডেটে বেআইনি নিয়োগ হয়। তার মধ্যে বীরভূমের চারটি মাদ্রাসা আছে। সেই বেআইনি নিয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টে আরেকটি মামলা হয়। সুপ্রিম কোর্ট একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারক সহ মোট তিনজনের একটি কমিটি গঠন করে রাজ্যকে নির্দেশ দেয় এ বিষয়ে তদন্ত রিপোর্ট আদালতে জমা দিতে। ২০২৩ সালে তা তদন্ত হয় এবং সমস্ত কাগজপত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হয়।। তারপর তদন্তের ভিত্তিতে পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়া অবৈধ ঘোষণা করে তা বাতিল করা হয়। কিন্তু আদালতে জবাব সওয়ালে প্রায় ২০০-৩০০ জন শিক্ষকের আইনজীবীরা বিভিন্ন কারণে অনুপস্থিত ছিলেন। তারা ফের সম্মিলিতভাবে আদালতের কাছে সময় চান। চলতি বছরের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য সরকারকে ফের একটি নির্দেশ দিয়ে বলে তাদের কাগজপত্র খতিয়ে দেখতে। কাগজপত্র ডি আই অফিসের দপ্তরের জমা পড়ে। এদিকে মাদ্রাসা কমিশনের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ হয় এবং২০২৪ সালের ট্রান্সফারের নিয়মে সমস্ত স্কুলে শিক্ষক চলে আসেন । তাই শিক্ষক ঘাটতি ছিল না। এদিকে তৃণমূল মাদ্রাসা শিক্ষক সংগঠনের তরফে মাদ্রাসা কমিশনকে পাশ কাটিয়ে ভুতুড়ে শিক্ষক নিয়োগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হয়। জানা গেছে, মেটে গোনা মৌলোনা আবু তাহের সিনিয়র মাদ্রাসার মোহাম্মদ ইসমাইল, শেখ অনিকুল ইসলাম, সুরাইয়া জামিল সহ মোট ১২ জন, ভেড়ামারি এ এম হাই মাদ্রাসার ৫ জন শিক্ষক, মারগ্রাম হাই মাদ্রাসার ১৬ জন ও মহিদাপুর হাই মাদ্রাসার চারজন। পশ্চিম বঙ্গ তৃণমূল মাদ্রাসা শিক্ষা সংগঠনের বীরভূম জেলা সভাপতি ড. মহঃ ফজলে মৌলা খান বলেন, সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তর যে পদক্ষেপ নিয়েছে তা খুবই ভালো পদক্ষেপ। মাদ্রাসা কমিশনকে পাশ কাটিয়ে বাম আমলের বেআইনি ভুতুড়ে শিক্ষক নিয়োগ বাতিল না করলে মাদ্রাসা শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি সহ ছাত্রদের পঠন পাঠনের ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়বে। তাই সংগঠন এই পদক্ষেপ কে সাধুবাদ জানায়।

লামডিংয়ে ওয়াটার সাসটেইনেবিলিটি ড্রাইভের নেতৃত্ব দিচ্ছে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

মালিগাঁও, ১১ জুন ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে লামডিং -এরকম বৃষ্টিপাতের ভৌগোলিক স্থিতির চ্যালেঞ্জকে স্থায়ী উন্নযনের সুযোগে পরিণত করেছে। সীমিত বৃষ্টিপাত সত্ত্বেও, এই গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে শহরটিতে ৪,০০০ -এরও বেশি রেলওয়ে পরিবারের বাসস্থান এবং ট্রেনে জল সরবরাহ, প্ল্যাটফর্ম পরিষ্কার ও ডেমু রেক রক্ষণাবেক্ষণের মতো প্রয়োজনীয় কাজগুলির জন্য উদ্ভাবনী এবং পরিবেশ বান্ধব সমাধানের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন জল সরবরাহ অগ্রাধিকার পেয়েছে। জলের স্থায়িত্ব বৃদ্ধির জন্য একটি যুগান্তকারী উদ্যোগে,শ্রী সমীর লোহানি, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ডিআরএম), লামডিং প্রতিদিন ৯০,০০০ লিটার পরিশোধন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি অত্যাধুনিক সুএজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (এসটিপি)-এর উদ্বোধন করেছেন। এই এসটিপি প্রতিদিন কলোনি থেকে উৎপন্ন প্রায় ২,০০,০০০ লিটার দূষিত জলকে শোধন করে এবং এর প্রায় ৫০ শতাংশ নন-পটেবল, ব্যবহারযোগ্য জলে রূপান্তর করে। শোধিত জল ডেমু পিট লাইনে অবস্থিত স্বয়ংক্রিয় কোচ ওয়াশিং প্ল্যান্টে দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা হচ্ছে, যার ফলে মূল্যবান ফিল্টার করা জল সংরক্ষণ করা যাচ্ছে। ফলস্বরূপ, সংরক্ষিত ফিল্টার করা জল অফিসার এবং স্টাফ কলোনিতে গার্হস্থ্য ব্যবহারের জন্য পুনরায় বরাদ্দ করা হচ্ছে, যার ফলে সামগ্রিক জলের প্রাপ্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হচ্ছে। এই উদ্যোগটি কেবল পরিবেশগত স্থায়িত্বের দিকেই একটি পদক্ষেপ নয় বরং লামডিং-এর ক্রমাগত জল সংকটের একটি বাস্তব সমাধানও বটে। এই প্রকল্পটি আনুমানিক ১.১২ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি করা হয়েছে, এনভায়রনমেন্ট এন্ড হাউসকিপিং ম্যানেজমেন্ট (ইএনএইচএম) প্রকল্পের অধীনে অর্থায়ন করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রথম বছরের পরিচালন খরচও অন্তর্ভুক্ত। জলে দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয় এবং সংশ্লিষ্ট সুবিধাগুলি এই বিনিয়োগের চেয়ে

অনেক বেশি। এই প্রচেষ্টার পরিপূরক হিসেবে, স্থায়ী এনার্জি ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য এসটিপি -এর কাছে একটি সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। উপরন্তু, স্থানীয় জলস্তর রিচার্জের জন্য বৃষ্টির জল সংগ্রহ এবং প্রাকৃতিক অনুস্রবণ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ডিআরএম-এর নেতৃত্বে একটি গণ বৃক্ষরোপণ অভিযানও পরিচালিত হয়েছিল, যেখানে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই উদ্যোগটি স্ব্যংসম্পূর্ণ আরবান রেল ইকোসিস্টেমের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সবুজ প্রযুক্তি ও দায়িত্বশীল সম্পদ ব্যবস্থাপনার একত্রীকরণে নেতৃত্ব দিতে পেরে গর্বিত।

অবৈধভাবে পুকুর ভরাটের অভিযোগে মাঠে নামল বর্ধমান পৌরসভা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১১ জুন ঃ বর্ধমান শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে অবৈধভাবে পুকুর ভরাটের অভিযোগ পেয়ে বুধবার মাঠে নামল বর্ধমান পৌরসভা। এদিন বর্ধমান পৌরসভার ৩ নম্বর ও ২৬ নম্বর ওয়ার্ড পরিদর্শন করেন পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার। তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পৌরসভার অন্যান্য আধিকারিকরাও। চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার জানান, সম্প্রতি শহরের বিভিন্ন এলাকায় বেআইনিভাবে পুকুর ভরাটের একাধিক অভিযোগ এসেছে পৌরসভার কাছে। সেই সূত্র ধরেই এদন এই সরেজমিনে পরিদর্শন করলেন তিনি। তিনি আরও বলেন, এই এলাকাতেও একই ধরনের অভিযোগ এসেছে যে পুকুর বেআইনিভাবে ভরাট করা হচ্ছে। তাই আমরা নিজের চোখে দেখতে এসেছি। পৌরসভার তরফ থেকে আমরা অভিযোগ পেলেই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করি। পরেশবাবু আরও বলেন, শুধু আইন ভাঙা নয়, এই ধরনের পুকুর ভরাট জনস্বাস্থ্যের পক্ষেও হুমকি। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই পুকুরগুলো ডেঙ্গু প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ডেঙ্গুর প্রভাব রুখতে আমরা ইতিমধ্যেই বহু পুকুর সংস্কারের কাজ করেছি। তবে যেসব ক্ষেত্রে আইন ভেঙে জলাশয় নষ্ট করা হচ্ছে, সেখানে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে। পৌরসভার এই হঠাৎ পরিদর্শনকে স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, পুকুর যেমন পরিবেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি শহরের জলনিকাশি ব্যবস্থাতেও এইসব জলাশয়ের বড় ভূমিকা থাকে। সেক্ষেত্রে বেআইনি পুকুর ভরাট বন্ধ করা অত্যন্ত জরুরি। চেয়ারম্যান জানান, আগামী দিনে শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে আরও নজরদারি চালানো হবে এবং অবৈধভাবে পুকুর ভরাটে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গোষ্ঠীকোন্দল, হল বোমাবাজি

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১১ জুনঃ শাসকের গোষ্ঠী কোন্দল অব্যাহত পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামে। মঙ্গলবার রাতে আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের গেড়াই গ্রামে শাসকদলের গোষ্ঠী সংঘর্ষের ফলে চরম অশান্তি বাধে। হয় বোমাবাজি। ঝামেলায় আহত হন ব্লক সভাপতি শেখ আব্দুল লালন। গ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের অফিস দখলকে কেন্দ্র করে বোমাবাজিতে তপ্ত হয় গোটা এলাকা। এলাকায় বিধায়ক ও ব্লক সভাপতির গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বর্তমানে স্থানীয় শাসকদলের কার্যালয়টি ব্লক সভাপতি শেখ আব্দুল লালনের গোষ্ঠীর দখলে আছে। বিধায়ক গোষ্ঠীর লোকেরা সেটি দখলের জন্য আসে। দু'পক্ষে বচসা থেকে সংঘাত শুরু হয়। তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি গোলাম মোল্লা জানান, কয়েকজন দুষ্কৃতীরা এখানে ঝামেলা শুরু করে। ব্লক সভাপতি তাদের থামাতে গেলে তার গায়ে হাত দেওয়া হয়। মারা হয় তার ছেলে দলের যুব নেতা শেখ সঞ্জুকেও। এরপরই শুরু হয় বোমাবাজি। বোমা মারা হয় দলীয় কার্যালয়ের পাশে। কাছেই ব্লক সভাপতির বাড়ি। বুধবার সকালে গেড়াই গ্রামের মাঠে দু'টি তাজা বোমা উদ্ধার হয়। বিকেলে সিআইডি বোম স্কোয়াডের সদস্যরা গিয়ে দু'টি তাজা বোমাকে নিক্রিয় করে। আউশগ্রাম ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মমতা বারুই জানান, এলাকায় উন্নয়নের ধারায় কিছু মানুষ বাধা দিতে চাইছে। তারা এলাকায় অশান্তি সৃষ্টি করছে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, সিনিয়র ডিইই(জি)/আদ্রা বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছে: **ক্রম নং; টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং; কাজের বিবরণ; টেন্ডার মূল্য: [১]; ইলেক্ট-জি-এডিএ-২০২৫-২৬, তারিখ ০৫.০৬.২০২৫**; বাঁকুড়া-মাসগ্রাম সেকশনের ধাগারিয়া, পাত্রসায়ের, বেতুর, কুমরুল, ইন্দাস, সাহসপুর রোড, শেহারাবাজার, শ্যামসুন্দর, বোকরা এবং মথনাশিপুরে পানীয় জলের সুবিধার জন্য গভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ; **₹২৫,২৫,৮৫৬.০০; [২]; ইলেক্ট-জি-এডিএ-২০২৫-২৭, তারিখ ০৫.০৬.২০২৫**; বিকেএসসি-তে খারাপ কোয়াটারের পরিবর্তে টাইপ-২ কোয়াটার (৮ ইউনিট) নির্মাণের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ; **₹৮,০২,৪৮৮.০০; [৩]; ইলেক্ট-জি-এডিএ-২০২৫-২৮, তারিখ ০৫.০৬.২০২৫**; আদ্রা ডিভিশনের জন্য আইআর-নিয়ানট্রাক ফেজ-১ এর সাথে বৈদ্যুতিক সাধারণ পরিষেবার সম্পদগুলির একত্রীকরণের জন্য আইওটি ডিভাইস/আইএফডি সরবরাহ; ₹ **১,১৩,৮৩,৮২২.০০; [৪]; ইলেক্ট-জি-এডিএ -২০২৫-২৯, তারিখ ০৫.০৬.২০২৫**; আনারায় ইআই ভবনের প্রথম তলায় নতুন ক্রু লবি, ক্রু ওয়েটিং হল, ক্রু কাউন্সেলিং রুম, মহিলা ও পুরুষদের জন্য টয়লেট নির্মাণের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ; ₹ **২৬,১৬,৫৬৭.০০**; ই-টেন্ডারের বন্ধের তারিখ এবং সময় ৩০.০৬.২০২৫ তারিখে ১২.০০ টায় এবং টেন্ডার খোলা হবে ৩০.০৬.২০২৫ তারিখে ১২.৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের বিস্তারিত তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেওয়া যাবে। (PR-253)

পূর্ব রেলওয়ে

ই. টেন্ডার নং ঃ ৮৫_২০২৫-২৬, তারিখ ঃ ০৯.০৬.২০২৫। সিনি. ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/২/ হাওড়া হাওড়া, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেল স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/ এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সহ অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **সিনি. ডিইএন/২/হাওড়া ঃ কাজের বিবরণ ঃ** ডানকুনি - সিনি. ডিইএন/২/হাওড়ার অধীনে ডানকুনি গুডস-শেডে দূষণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কাজ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১,৩১,১৬,৯০২.৯৪ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,১৫,৬০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১২ (বারো) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিতমতো বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হলে, অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোনও পরিবর্তন হবে না যেহেতু আইআরইপিএস ওয়েবসাইট টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে প্রাপ্ত কোনও অফার জমা অনুমোদন করে না। অবশ্য, পরবর্তী কাজের দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০১.০৭.২০২৫-এ দুপুর ২টায়। টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov. in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।

(HWH-138/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

NIMO-I GRAM PANCHAYAT
PURBA BARDHAMAN, MEMARI - I, NIMO-I
e-NIT No. 04/Nimo-I/15th FC(Untied)/2025-26 dt-11/06/2025

E-tender is invited by the Pradhan, Nimo-I Gram Panchayat for Construction of 2 (Two) differents works. . Bid Submission End Date **20-June-2025 05:00 PM**. Bid Opening Date (online) **23-June-2025 10:00 AM.** For details visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Nimo-I Gram Panchayat

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Provision for Temporary CCTV Surveillance system and allied IT infrastructural work for packing of souvenirs in connection with "Jagannath Dham Cultural centre (Digha)" at khudiram anusilan kendra and uttirna from 16th June to **6th July, 2025" [Job No. KIT/RW/015 of 25-26] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-013/KIT/Q of 25-26)** Bid Submission Closing : **14.06.2025 up to 03.00 PM** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ০২/২৫-২৬ তারিখঃ ১১.০৬.২০২৫ স্টোর্স সামগ্রীর প্রাপ্যতার জন্য। সকল বিবরণ সহ নিম্নলিখিত আইটেমগুলির জন্য ই-টেন্ডার ইতিমধ্যেই **www.ireps.gov.in**-তে আপলোড করা হয়েছে। ম্যানুয়াল বিড গ্রাহ্য হবে না। সংশোধনী/সংযোজনী, যদি থাকে, তবে তা কেবলমাত্র উপরোক্ত ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।

টেন্ডার নং.	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ	বন্ধের তারিখ ও সময়
০১২৪১৯৪৩বি	কলকাতা মেট্রোর এসি রেকগুলির জন্য ট্র্যাকশন মোটর টাইপ নং. টিএম ৩৭০১ বিএক্স-এর জন্য বিয়ারিং অ্যাসেম্বলী কিটের সেট	৪৮ সেট	২৭.০৬.২০২৫, দুপুর ২টো
০২২৫৫০৯৭	নোয়াপাড়া ডিপোর পিওএইচ শপে এলটি প্যানেল সরবরাহ এবং নির্মাণ তৎসহ পরীক্ষণ ও চালুকরণ	০১ সেট	২৪.০৬.২০২৫, দুপুর ২টো

প্রিন্সিপাল সিএমএম, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

Office of the
Nowpukuria Gram Panchayat
Vill – Dholtikari,P.O. – Makhna
Falta , South 24 Parganas
NOTICE INVITING TENDER No. NOW/GP/120

Sealed Tender is invited from the bonafide resourceful bidders for the execution of the work: Construction of Road at 2 (Two) different places. Source of Fund: **15th FC(Tied)/2024-25** Last date of submission of Bid on **16.06.2025 up to 11:00 AM.** Bid Opening Date on **18.06.2025 at 11.30 AM.** For details please visit the office of the undersigned on working days.

Sd/-Prodhan
Nowpukuria Gram Panchayat

Office of the
Nowpukuria Gram Panchayat
Vill – Dholtikari,P.O. – Makhna
Falta , South 24 Parganas
NOTICE INVITING TENDER No. NOW/GP/121

Sealed Tender is invited from the bonafide resourceful bidders for the execution of the work: Construction of Drain from Saidul Sanfui house to Parijan Beowa house at Nilambarpur Madrasha. **Source of Fund: 15th FC(Tied)/2024-25**. Last date of submission of Bid on **16.06.2025 up to 11:00 AM.** Bid Opening Date on **18.06.2025 at 11.30 AM**. For details please visit the office of the undersigned on working days.

Sd/-Prodhan
Nowpukuria Gram Panchayat

PWD(GOVT OF WB) TENDER NOTICE

NOTICE INVITING e-TENDER No. 07 OF 2025-26 OF THE ASSISTANT ENGINEER, SERAMPORE SUB DIVISION, P.W.D.

Tender reference No: **WBPWD/AE/SER/NIT_07/2025_26**

Name of Work: Construction of Pucca drain at Sheoraphuli on G.T. Road at Chainage 652.10km towards 653.00 kmp under Serampore Sub Division of Hooghly Division, PWD during the year 2025-26. **Tender ID No: 2025_PWD_862129_1. Name of Work: -** Emergent work for Providing Strong Barricading, Stage, Dias, Watch Towers, Drop Gate and other allied works for the festival of RATHAJATRA at Mahesh under Hooghly Division PWD during the year 2025-26. **Tender ID No: 2025_PWD_862129_3.** Bid submission start date (online): **12.06.2025 at 10.30 a.m.** Bid Submission Closing Date (online): **16.06.2025 up to 11.00 a.m.** Details may be downloaded from :**http://etender.wb.nic.in** or may be seen from the office of the u/s in working hours or from the Departmental website **http://pwdwb.in** Corrigendum, if any will be published in website only

Assistant Engineer, P.W.D.
Serampore Sub Division

ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (একটি সরকারী সংস্থা)
WEST BENGAL GRAMIN BANK (A Govt. Enterprise)
PBGB BGVB UBKGB
বহরমপুর শাখা BERHAMPORE BRANCH

দক্ষিণ ২৪ পরগনা আঞ্চলিক কার্যালয়
স্নেহদীপ অ্যাপার্টমেন্ট
বালিয়া, গড়িয়া স্টেশন রোড, কলকাতা-৭০০০৮৪
ইমেলঃ rmsouth24pgs@wbgb.co.in

খাকুরদাহ শাখার অর্থায়ন
নিয়ম ৮(১)
দখলের বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী, ২০০২ সালের আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, ঋণগ্রহীতা / জামিনদারদের নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ পরিশোধ করার আহ্বান জানানোর বিরুদ্ধে উল্লেখিত তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন।
ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, অনুমোদিত কর্মকর্তা তাদের নামে উল্লিখিত তারিখগুলিতে আইনের ধারা ১৩(৪) এবং নিয়ম ৮ এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নীচে বর্ণিত সম্পত্তি দখল করেছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তির সাথে লেনদেন করবেন না এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাংক (পূর্বতন বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংক) এর পরিমাণ, সুদ এবং চার্জ প্রযোজ্য হবে।

ক্রম নং শাখার নাম, ই-মেইল	অ্যাকাউন্টের নাম / ঋণগ্রহীতা/ মালিক জামিনদার এবং ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা	।) ১৩ তারিখ (০২) ।।) দখলের তারিখ ।।।) দাবির পরিমাণ
(১) খাকুরদাহ rmsouth24pgs@wbgb.co.in	১. কালিমাতা ফুড প্রোডাক্টস, প্রোপঃ যুধিষ্ঠির সাহা, গ্রাম + পোঃ- সরবেড়িয়া, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩৩৭২ (ঋণগ্রহীতা) ২. যুধিষ্ঠির সাহা (কালীমাতা ফুড প্রোডাক্টের প্রোপা), প্রয়াত নীরপদ সাহা, গ্রাম+ পোঃ সরবেড়িয়া, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩৩৭২ (ঋণগ্রহীতা) ৩. ঝুমা সাহা, W/o যুধিষ্ঠির সাহা, গ্রাম + পোঃ সরবেড়িয়া, জেলাঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩৩৭২ (জামিনদার) ৪. সৌম্য সাহা, S/o বিশ্বনাথ সাহা, গ্রাম + পোঃ সরবেড়িয়া, জেলাঃ দক্ষিণ ২৪ পাড়া, পিন ৭৪৩৩৭২ (জামিনদার)	দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জয়নগর ১ ব্লকের সমন্বিত বন্ধকী সম্পত্তির সমস্ত অংশঃ সরবেড়িয়া, জে.এল. নং ৫, খতিয়ান নং. ১৫৫০ /১, দাগ নং ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৬৫, প্রকৃতিঃ বাস্তু, থানা জয়নগর, এলাকা ২. ৫ ডিসেম্বর এবং মূলঃ সরবেড়িয়া, জে.এল. নং ৫, খতিয়ান নং. ১১২৬/ ১, দাগ নং ১৩৪, থানা জয়নগর, প্রকৃতিঃ বাস্তু, এলাকা ১ ডিসেম্বর, যুধিষ্ঠির সাহা, পুত্র স্বর্গীয় নিরাপদ সাহা, গ্রাম + পোঃ সরবেড়িয়া, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩৩৭২ (ঋণগ্রহীতা) এর নামে।	।) ২০.০২.২০২৩ ।।) ০৬.০৬.২০২৫ ।।।) হিসাব নং ৫২৯৭২৫০০০৩৭৮০ - ১১,১০,২১০.০০ টাকা (মাত্র এগারো লক্ষ দশ হাজার দুইশ দশ টাকা) (৩০.০৬.২০২২ পর্যন্ত গণনা করা সুদ) এবং বুক না করা সুদ, সুদের বিপরীতকরণ, আনুষঙ্গিক চার্জ, খরচ ইত্যাদি। এবং ঋণ হিসাব নং ৫২৯৭৩০০০৬১৯৪ - ৪,৭১,৬০২.০৭ টাকা (মাত্র চার লক্ষ একাত্তর হাজার ছয়শ দুই পয়সা) (৩০.০৭.২০২২ পর্যন্ত গণনা করা সুদ) এবং বুক না করা সুদ, সুদের বিপরীতকরণ, আনুষঙ্গিক চার্জ, খরচ ইত্যাদি।

তারিখ ঃ ১২।০৬।২০২৫
স্থান ঃ খাকুরদাহ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

অনুমোদিত কর্মকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাংক,
দক্ষিণ ২৪ পরগনা আঞ্চলিক কার্যালয়

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বাঘাযতীন শাখা
কেএমসি সুপার মার্কেট কমপ্লেক্স, ২য় তল,
এসসি মল্লিক রোড, কলকাতা-৭০০০৯২

পরিশিষ্ট-IV [নিয়ম-৮(১) দেখুন] পরিশিষ্ট-এফ

দখলের বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যদিও
সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, বাঘাযতীন শাখার অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসেবে, ১১-১১-২০২৪ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন, যাতে ঋণগ্রহীতা রতন সাহা এবং সহ-ঋণগ্রহীতা শ্রীমতি লীনা সাহাকে নোটিশে উল্লেখিত পরিমাণ ১৭,৮০,৮৫৪.০০ টাকা ৩০-১০-২০২৩ তারিখের অনাদায়ী সুদ (শব্দে সতেরো লক্ষ আশি হাজার আটশ চুয়ান্ন টাকা ৩০-১০-২০২৩ তারিখের অনাদায়ী সুদ) পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ৮ এর নিয়মের সাথে পঠিত আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ২০২৫ সালের ১০ জুন তারিখে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তির সাথে লেনদেন না করার জন্য এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের জন্য কলকাতা জোনের অধীনে অবস্থিত ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া বাঘাযতীন শাখার কাছ থেকে ১৭,৮০,৮৫৪.০০ টাকা অনাদায়ী সুদ এবং তার উপর অন্যান্য চার্জ আদায় করা হবে। ৩০-১০-২০২৩ থেকে।
ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের কাছে আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, যাতে জামানতকৃত সম্পদ উদ্ধারের জন্য উপলব্ধ সময়সীমা নির্ধারিত থাকে।

স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা

ক. গোরক্ষনাথ অ্যাপার্টমেন্ট ব্লক-বি-এর তৃতীয় তলায় অবস্থিত ফ্ল্যাট নং-৩০১-এর সম্পত্তির সমস্ত অংশ এবং অংশ, প্রায় ৭৮৬ বর্গফুট আয়তনের, আবাসিক ভবনের, যা মার্বেল মেঝে এবং লিফট সুবিধা সহ সুপার বিল্ট আপ এলাকা, যার মধ্যে রয়েছে মৌজা - বালি, জেএল নং-১৪, খতিয়ান নং ৮৩৫, পোস্ট-সাপুইপাড়া, থানা-নিশ্চিন্দা (পূর্বে বালি), জেলা-হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১২২৭-এর অধীনে বালি গ্রাম পঞ্চায়েতের আঞ্চলিক সীমার মধ্যে এবং জেলা এবং হাওড়ায় অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্টারের এক্তিয়ারের মধ্যে অবস্থিত।

উক্ত সম্পত্তিটি শ্রী কানাইয়া সিং-এর নামে।
উক্ত সম্পত্তিটি নিম্নরূপে সীমাবদ্ধ এবং সীমাবদ্ধঃ
উক্ত ফ্ল্যাটটি নীচের অংশ দিয়ে বেষ্টিত এবং বেষ্টিতঃ

উত্তরেঃ আকাশে খোলা। **দক্ষিণেঃ** আকাশে খোলা। **পূর্বেঃ** আকাশে খোলা। **পশ্চিমেঃ** অন্যান্য ফ্ল্যাট এবং সিঁড়ি এবং লিফট।

তারিখঃ ১০.০৬.২০২৫
স্থানঃ কলকাতা

স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বেড়ানো

তিন মাসের জন্য বন্ধ রাজ্যের সব বনাঞ্চল

ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গে বর্ষা নেমে গিয়েছে। সরকারি নিয়ম রয়েছে, আগামী ১৬ জুন থেকে বন্ধ থাকবে রাজ্যের সব বনাঞ্চল। আগামী তিন মাসের জন্য বন্ধ থাকবে জঙ্গলে বেড়ানো। ১৬ জুন থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বন্ধ। এই সময়ে পর্যটকদের বনে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই বন্ধ থাকবে জঙ্গল সাফারি ও হাতি সাফারি। এই মর্মে নোটিফিকেশন জারি করেছে বনদপ্তর।

প্রতিবছরের মত এ বছরেও বন্ধ করে দেওয়া হয় রাজ্যের ন্যাশনাল পার্ক ও ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারিগুলি। মূলত গাছের অঙ্কুরোদগম, বন্যপ্রাণের মিলন ও বংশবৃদ্ধির সময় এই বর্ষাকাল। এই সময়ে বনাঞ্চলের মধ্যে থাকা নদীগুলিও জলে ভরে ওঠে। যা বিপজ্জনকও বটে। সেই জন্যই বনাঞ্চলে মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে বনদপ্তর। সেই অনুযায়ী, এই বছরও জঙ্গল বন্ধ করার বিজ্ঞপ্তি দিল বনদপ্তর। সেই নির্দেশিকা পৌঁছে গিয়েছে, আলিপুরদুয়ারের বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প ও জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান-সহ সব উদ্যানগুলিতে। এক পর্যটক শ্যামমলী ব্যানার্জি জানালেন, জঙ্গলে সময় কাটাতে পারলে সত্যি ভালো লাগে। তবে জঙ্গলকেও বাঁচিয়ে রাখতে হবে। পশুপাখিরা ভালো থাকলে মানুষও ভালো থাকবে। বন্ধ থাকবে সুন্দরবনও। একই কারণে এই জঙ্গল বন্ধ রাখা হচ্ছে বলে খবর মিলেছে।

উল্লেখ্য, জুন-সেপ্টেম্বর, বর্ষাকালজুড়ে প্রাণীদের প্রজননের সময়। তাই দেশের সমস্ত অভয়ারণ্যের কোর এলাকায় পর্যটকদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এনিয়ে সুন্দরবনে টানা তিন বছর এই নির্দেশিকা জারি করা হল। এ প্রসঙ্গে রাজ্যের বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা জানিয়েছেন, এই সিদ্ধান্ত ইন্টিগ্রেটেড রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানের অন্তর্ভুক্ত। দেশের সমস্ত জঙ্গলে এই সময় বন্যপ্রাণীদের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ দেওয়ার জন্যই আমরা এই উদ্যোগ নিয়ে থাকি। তাই আশা করছি, এই সয় কোনও পর্যটকই বন্যপশুদের বিরক্ত করবেন না।

চিলাপাতার জঙ্গলে গুপ্ত যুগের নলরাজার গড় দেখতে আসুন

গুপ্ত যুগের স্থাপত্য নল রাজার গড়ের প্রবেশদ্বার, যা দেখে সকলেই অমবাক হবেন। জানেন কোথায় রয়েছে এই গুপ্ত যুগের স্মৃতি। দেড় হাজার বছর আগে তৈরি 'নলরাজার গড়'। এই গড় দেখতে গভীর জঙ্গলে ঢুকলেন আলিপুরদুয়ার হেরিটেজ কমিটির সদস্যরা। আলিপুরদুয়ারের মহকুমা শাসক, আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ডিএফও সঙ্গে নিয়ে হেরিটেজ কমিটির সদস্যরা চিলাপাতার গভীর জঙ্গলে ঢোকেন সেই দ্বার দেখতে। সেখানে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নলরাজার গড়কে দেখেন তাঁরা। এই কমিটিতে আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল ও বেশ কিছু অধ্যাপক, শিক্ষক ও গবেষক রয়েছেন। বিধায়কের উদ্যোগে জেলায় হেরিটেজ কমিটি গঠিত হয়েছে। এই নল রাজার গড়কে কেড়্রে করে পর্যটন ও গবেষণার কাজে ব্যবহার করতে চায় আলিপুরদুয়ার হেরিটেজ কমিটি। নল রাজার গড় একটি প্রাচীন পুরাত্বিক স্থাপত্য। ১৯৬৮-৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরাতাত্ত্বিক বিভাগের তৎকালীন ডিরেক্টর পরেশচন্দ্র দাশগুপ্তের নেতৃত্বে এখানে উখনন হয়। সেই উখননের রিপোর্টে এই নল রাজার গা।কে প্রাচীন দুর্গ বলা হয়েছে। এটি দেড় থেকে দুই হাজার বছরের পুরনো স্থাপত্য বলে দাবি করা হয়। এটি গুপ্ত যুগের সামরিক শক্তি ও প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল বলে অনুমান করা হয়।এদিন আলিপুরদুয়ার

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বলেন, এই স্থাপনাকে স্থানীয় এলাকার অর্থনৈতিক উপযোগী করে তোলার পাশাপাশি গবেষণা ও পর্যটনের বিকাশে কাজে লাগাতে চাই। সেই কারণে এই স্থাপত্যকে কাছে থেকে দেখতে এসেছি। আলিপুরদুয়ারের মহকুমা শাসক বলেন, এই স্থাপত্যকে সরকারের কাছে তুলে ধরতে পারলে এর সংস্কার ও সংরক্ষণে তহবিল পেতে পারি। এই স্থাপত্য জেলার পর্যটনের বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে।''

উত্তরবঙ্গের একাধিক জায়গা পর্যটনের জন্য প্রসিদ্ধ। রাজ্য সরকার পর্যটনের দিকে আরও নজর দিয়েছে। ডুয়ার্সের জঙ্গল ঘিরেও পর্যটন ব্যবসা ক্রমে বাড়ছে এটা বলা যায়। চিলাপাতার জঙ্গলও পর্যটকদের পছন্দের তালিকায় আছে। এবার পর্যটক টানতে বিশেষ আকর্ষণ হয়ে উঠতে পারে এই নলরাজার গড় বলে দাবি স্থানীয় মানুষদের।

বর্ষায় কোথাও ঘুরতে যাচ্ছেন, ভ্রমণ সুখের করতে এই জিনিসগুলি ব্যাগে রাখবেন

সামনেই বর্ষা, অনেকেই এই সময় ঘুরতে পছন্দ কনে। তাই ঋতু অনুযায়ী বদলে যায় বেড়ানোর স্বাদ। গরমে পাহাড়ে ঘোরার যা মজা বর্ষায় সেই স্বাদ একদম পাল্টে যায়। আবার শীতে সমুদ্রের পাড়ে ঘুরে বেড়ানোর যে অনুভূতি হয় সেই অনুভব বসন্তে মিলবে না। প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায় পর্যটকের মনও। একইভাবে বদলে যায়, ব্যাগ গোছানোর ধরনও। কি ঠিক বললাম তো। লাগেজ গোছানোর সময় আরও সতর্ক থাকতে হয়। বর্ষায় সবুজে মোড়া রাস্তা। অঝোরে ঝরতে থাকা বারিধারা। সঙ্গে প্রিয় গান আর প্রিয় মানুষের সঙ্গে গাড়ি করে বেড়াতে যাওয়ার অনুভূতি একবারে আলাদা। কিন্তু সেই জন্যে লাগেজ গোছানোয় যদি সামান্যও গণ্ডগোল হয়, তাহলে মাটি হতে পারে বেড়ানোর সুখানুভূতি। বর্ষায় বেড়াতে গেলে ব্যাগে এই জিনিসগুলি রাখতে ভুলবেন না।

ওয়াটারপ্রুফ ডাফেল ব্যাগ- বর্ষায় ব্যাগ ভিজে গেলে চিন্তার শেষ নেই। তাই ব্যাগ হতে হবে ওয়াটারপ্রুফ বা জলবিরোধী। ট্রলির চেয়ে ডাফেল ব্যাগ অনেকটা জায়গা সাশ্রয়ী। ট্রলির মতো চাকা লাগানো থাকায় বহনেও সমস্যা

কম। কখনও প্রয়োজন হলে ব্যাগ হাতে নিয়ে নেওয়া যায়। ওয়াটারপ্রুফ হওয়ায় ব্যাগে কাদা লাগলে সহজেই মুছে ফেলা সম্ভব। বেড়িয়ে এসে ব্যাগ ধোওয়াও যায়।

ওয়াটারপ্রুফ জুতো- বর্ষার জন্য সবচেয়ে ভালো ফ্লিপ ফ্লপ। গাড়ির যাত্রার জন্যও সবচেয়ে ভালো এই ধরনের জুতো। কিন্তু পাহাড়ি বা পিছল রাস্তায় এই জুতো পরে হাঁটাচলা করা অসম্ভব। তার উপর থাকে জোঁকের ভয়। তাই ওয়াটারপ্রুফ পা ঢাকা জুতো সবচেয়ে ভালো। তবে সেই জুতোয় 'গ্রিপ থাকা অত্যন্ত জরুরি।

পোর্টেবল টায়ার ইনফ্লেটর- বর্ষার ভিজে রাস্তা গাড়ির চাকায় পাংচার কিংবা হাওয়া কমে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ায়। আর তাতে দুর্ঘটনার হার বাড়ে। এই পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য গাড়িতে পোর্টেবল টায়ার ইনফ্লেটর রাখা আবিশ্যিক।

মাইক্রো ফাইবার টাওয়াল- ওজনেও হালকা। সহজে শুকিয়েও যায়। ফলে 'মাল্টি টাস্কার' এই মাইক্রো ফাইবার টাওয়াল। গাড়ির বাষ্পজমা কাঁচ থেকে ভিজে সিট, ভিজে যাওয়া মাথা শুকোতে দারুণ কাজ দেয় এগুলি।

রেনকোট- ছাতা রাখা বাধ্যতামূলক। কিন্তু হাওয়া দিয়ে বৃষ্টি হলে ছাতায় মানে না বা বৃষ্টির মধ্যে রাস্তার সৌন্দর্য উপভোগ করতে হলে তখন প্রয়োজন রেনকোট। তবে বর্ষাতি কেনার আগে মনে রাখবেন সেটি হতে হবে 'ফোল্ডেবল' যাতে ব্যাগে বেশি জায়গা না নেয়।

উইন্ডস্ক্রিনের জন্য অ্যান্টি ফগ স্প্রে- বর্ষায় উইন্ডস্ক্রিনে অতিরিক্ত বাষ্প জমে। ফলে গাড়ি চালাতে বেশ সমস্যায় পড়তে হয়। সেই বিপদ কাটাতে হাত বা টিস্যু দিয়ে কাঁচ মোছা আরও বিপদ ডেকে আনে। তাই ব্যাগে অ্যান্টি ফগ স্প্রে রাখতেই হবে।

জিপলক ব্যাগ- ব্যাগে চার্জার, ইয়ারফোন, পাওয়ার ব্যাংক রাখতেই হবে। বৃষ্টিতে সেই ব্যাগ ভিজলে সমূহ বিপদ। টাকা গচ্চা যাওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই। তাই এই বৈদ্যুতিন জিনিসগুলিকে সুরক্ষিত রাখতে পুনর্ব্যবহারযোগ্য মুখবন্ধ ছোট ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগ রাখা খুব প্রয়োজন। দেখুন এই ভাবে বেড়াতে বের হলে ভ্রমণ সুখের হবেই।

জঙ্গি সংগঠনের তরফে খুনের হুমকি দেওয়া হল ট্রাম্প-সহ মার্কিন শীর্ষ কর্তাদের

১১ জুন ঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে খুনের হুমকি জঙ্গি সংগঠন আল কায়দার। AQAP অর্থাৎ আরব উপদ্বীপের আল কায়দা জঙ্গি সংগঠনের তরফে এই সংক্রান্ত হুমকি বার্তা প্রকাশ করা হয়েছে। যেখানে ট্রাম্পের পাশাপাশি হিটলিস্টে রয়েছেন এলন মাস্ক-সহ মার্কিন প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা। মার্কিন প্রশাসনের তরফে এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য না করা হলেও জানা যাচ্ছে, গাজায় ইজরায়েলের ধ্বংসলীলা ও সেখানে আমেরিকার প্রত্যক্ষ মদতের জেরেই এই হুঁশিয়ারি জঙ্গি সংগঠনের। সূত্রের খবর, সম্প্রতি আলো কায়দার ইয়েমেন শাখার তরফে ডোনাল্ড ট্রাম্প ও এলন মাস্ককে হত্যার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। সেই হুমকি বার্তাকে সমর্থন করে একটি ভিডিও বার্তা দেয় AQAP-এর প্রধান আদ বিন আতাফ আল আওলাকি। রীতিমতো হুঁশিয়ারির সুরে এই জঙ্গি জানায়, ' আমাদের

লোকেদের সঙ্গে যে ঘটনা ঘটছে, তার পর আর কোনও সীমারেখা থাকা উচিত নয়।' প্রায় ৩০ মিনিটের ওই ভিডিও বার্তায় মাস্কের পাশাপাশি উপরাষ্ট্রপতি জেডি ভ্যান্স, বিদেশ সচিন মার্কো রুবিও, মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিবের মতো শীর্ষ আধিকারিকদের খুনের হুমকি দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, কঠিন সময়ে গাজার পাশে না থাকার অভিযোগে মিশর, জর্ডান-এর মতো আরবের মুসলিম দেশগুলির শীর্ষ নেতাদের খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, আমেরিকায় বসবাসকারী জনগণের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে, গাজার বদলা নেওয়ার জন্য। উল্লেখ্য, AQAP-কে আলো কায়দার সবচেয়ে ভয়ংকর শাখা হিসেবে মনে করেন বিশ্বের বেশিরভাগ গুপ্তচর বিভাগ। ২০২৪ সালের মার্চ মাস থেকে এই সংগঠনের প্রধান পদে রয়েছে জঙ্গি আল অবলাকি। ভয়ংকর এই জঙ্গিকে বিশ্বসন্ত্রাসী ঘোষণার পাশাপাশি, আমেরিকা এর মাথার দাম ধার্য করেছে ৬০ লক্ষ মার্কিন ডলার। এবার এই জঙ্গি সংগঠনের তরফে খুনের হুমকি দেওয়া হল ট্রাম্প-সহ মার্কিন শীর্ষ কর্তাদের।

দোকান বসানোকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে রণক্ষেত্র মহেশতলা

দুরন্ত বার্তা, মহেশতলা, ১১ জুন ঃ এবার দোকান বসানোকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে ফের রণক্ষেত্র মহেশতলা। এলাকায় বেশ কয়েকটি বাড়ি ভাঙচুর করা হয়। রবীন্দ্রনগর থানার সামনে একটি বাইকে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়।উন্মত্ত জনতা পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর ছোঁড়ে বলে অভিযোগ। আর তাতে জখম বেশ কয়েকজন। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামানো হয় র‍্যাফ। বুধবার সকালে আক্রা সন্তোষপুর এলাকায় ফলের দোকান বসানো নিয়ে বিবাদের সূত্রপাত। প্রথমে বচসা। পরে তা হাতাহাতির রূপ নেয়। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে অশান্তি শুরু হয়।এলাকায় শুরু হয় ব্যাপক ভাঙচুর। একাধিক বাড়ির ছাদের উপর থেকে ঢিল ছোঁড়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশবাহিনী। এডিজি দক্ষিণবঙ্গ, ডিআইজি প্রেসিডেন্সি রেঞ্জ-সহ পুলিশের শীর্ষকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। উন্মত্ত জনতা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ছোঁড়ে। হয় পাথরবৃষ্টি। রবীন্দ্র নগর থানা লাগোয়া এলাকায় একটি বাইকেও আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশের গাড়িও ভাঙচুর করা হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামানো হয় র‍্যাফ। কাঁদানে গ্যাসও ছোঁড়া হয়। মৃদু লাঠিচার্জও করা হয়। তবে তা সত্ত্বেও পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি। এই ঘটনায় এক মহিলা পুলিশকর্মী জখম হয়েছেন। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনায় আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দারা।পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আবর্জনার স্তূপে পরিণত হয়েছে লস অ্যাঞ্জেলস, তোপ ট্রাম্পের

লস অ্যাঞ্জেলস, ১১ জুন ঃ ডোনাল্ড ট্রাম্পের আবাসন নীতির প্রতিবাদে বিদ্রোহের আগুনে জ্বলছে লস অ্যাঞ্জেলস। এই বিদ্রোহ দমনে শহরে সেনা নামানোর পাশাপাশি এবার কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। জানিয়ে দিলেন, 'আবর্জনার স্তূপে পরিণত হয়েছে এই শহর। লস অ্যাঞ্জেলসকে বিদেশিমুক্ত করবই।' পরিস্থিতি সামাল দিতে শহরজুড়ে জারি হয়েছে কারফিউ জারি করেছেন লস অ্যাঞ্জেলেসের মেযর কারেন বাস। লস অ্যাঞ্জেলসে সেনা নামানোর ঘটনায় প্রশ্নের মুখে পড়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। যদিও বিরোধীদের আপত্তিকে ফুঁকারে উ।য়ি এদিন ডোনাল্ড ট্রাম্প স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দেন, ' দিন দেখার জন্য আমাদের সেনারা বিদেশের মাটিতে গিয়ে রক্ত ঝরাননি। ক্যালিফোর্নিয়ায় যা হচ্ছে তা শান্তি, আইনশৃঙ্খলা ও দেশের সার্বভৌমত্বের উপর আক্রমণ। বিদেশি পতাকা হাতে বিক্ষোভকারীরা অশান্তি ছড়াচ্ছে।' সেনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে একই সুরে ট্রাম্প বলেন, 'মাত্র কয়েক দশকের ব্যবধানে লস অ্যাঞ্জেলস পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর শহরগুলির পরিবর্তে আবর্জনার স্তূপে পরিণত হয়েছে। পুরো এলাকা এখন আন্ত ঃজাতিক গ্যাং এবং অপরাধী নেটওয়ার্কের নিয়ন্ত্রণে। আমরা লস অ্যাঞ্জেলেসকে মুক্ত করব এবং এটিকে আবার বিদেশি মুক্ত, নিরাপদ শহর হিসেবে গড়ে তুলব।' অবৈধ অভিবাসীদের ধরপাকড় ঘিরে শুক্রবার থেকেই উত্তেজনা শুরু হয় লস অ্যাঞ্জেলসে। রবিবার কয়েক হাজার আঃেদালনকারী পথে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। প্রতিবাদীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছেন, 'যদি ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউসকাম এবং লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়র কারেন বাস তাঁদের কাজ করতে না পারেন, যা সবাই জানে যে তাঁরা পারবেন না, তাহলে ফেডারেল সরকার হস্তক্ষেপ করবে এবং সমস্যাটির সমাধান করবে। দাঙ্গাকারী এবং লুটেরাদের ক্ষেত্রে যেভাবে সমাধান করা উচিত।' ট্রাম্পের এমন মন্তব্যের পরে বিক্ষোভের আগুন আরও বাড়ে। এরপরই ন্যাশনাল গার্ডের সঙ্গে মেরিনস বাহিনী নামানো হয় লস অ্যাঞ্জেলসে। সরকারের তরফে জানা গিয়েছে, ২০০০ ন্যাশনাল গার্ড এবং ৭০০ মেরিনস পাঠানো হয়েছে লস অ্যাঞ্জেলসের বিদ্রোহ দমন করতে।

কালো পতাকায় লন্ডনে 'অভ্যর্থনা' ইউনুসকে, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকও বাতিল!

লন্ডন, ১১ জুন ঃ লন্ডন সফরে গিয়ে তুমুল বিক্ষোভের মুখে পড়লেন বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুস। বিদেশের মাটিতে তাঁকে কালো পতাকা দেখানোর পাশাপাশি 'গো ব্যাক' স্লোগান দিল বাংলাদেশেরই প্রবাসী জনতা। শুধু তাই নয়, এই সফরে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মারের সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছে ছিল ইউনুসের। তবে সেই বৈঠক হচ্ছে না বলেই জানা যাচ্ছে। জানা গিয়েছে, গত মঙ্গলবার বিএনপি নেতা তারেক জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে লন্ডনে গিয়েছেন ইউনুস। এই তারেক দীর্ঘদিন ধরে ব্রিটেনের বাসিন্দা। বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন সংক্রান্ত জটিলতা ও দেশের অন্দরে চলতে থাকা রাজনৈতিক অস্থিরতা নিয়ে আলোচনার উদ্দেশেই ইউনুসের এই সফর। তবে লন্ডনের মাটিতে ইউনুস পা রাখার পরই বিক্ষোভে ফেটে পড়নে লন্ডনে বসবাসকারী বাংলাদেশিরা। মঙ্গলবার সকালে ইউনুসের হোটেলের বাইরে আওয়ামি লিগের ব্যানারে বিক্ষোভ দেখান শতাধিক মানুষ। ইউনুসকে উদ্দেশ্য করে গো ব্যাক স্লোগান দেওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশের মাটিতে চলতে থাকা নৃশংসতা মাস্টারমাইন্ড বলে আক্রমণ করা হয় প্রধান উপদেষ্টাকে। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ শেখ হাসিনাকে দেশছা।া করার পর গোটা বাংলাদেশে যে অরাজকতা, উগ্র মৌলবাদ ও হিংসার রাজত্ব চলছে তার জন্য দায়ী ইউনুসের প্রশাসন। বাংলাদেশের মাটিতে মানবাধিকার লঙ্ঘন, গণহত্যা, আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাকে শিকেয় তুলেছে এই মৌলবাদীরা। খোদ ইউনুস তাঁদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, আততায়ীদের হামলায় মৃত্যুভয়ে যেসব নেতারা বাংলাদেশ ছেড়ে বিদেশে পালিয়েছেন তাঁদের বেছে বেছে মামলা দেওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয়, দ্রুত নির্বাচনের দাবির পাশাপাশি সেই নির্বাচনে আওয়ামি লিগকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ দেওয়ারও দাবি জানান বিক্ষোভকারীরা।এদিকে এই সফরে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মারের সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছে ছিল ইউনুসের। তবে জানা যাচ্ছে, সেই বৈঠকের সম্ভাবনা বাতিল হয়েছে। এমনকী ব্রিটেনে সরকারি সম্মান থেকেও বঞ্চিত হতে পারেন ইউনুস। যা বাংলাদেশের জন্য নিশ্চিতভাবে অপমানজনক।

সরকারি বৈঠকে নিষিদ্ধ মদ-সিগারেট-দামি খাবার!

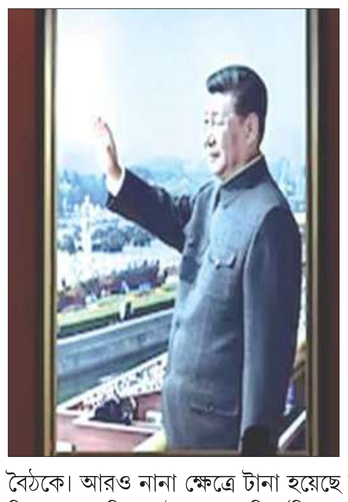

বেজিং, ১১ জুন ঃ গত মার্চের কথা। জিনইয়াং-এ দলীয় বৈঠকে চার কমরেডের সঙ্গে বসে মদ্যপান করেছিলেন এক চিনা সরকারি কর্তা। কিন্তু শেষপর্যন্ত নেশার কবলে পড়ে প্রাণটাই খোয়ান তিনি। সেই ঘটনার পরই শুরু হয়েছিল সমালোচনা। এবার সেদিকে নজর রেখে কড়া নির্দেশ চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের। সমস্ত আমলাকে মিতব্যয়ী হওয়ার নির্দেশের পাশাপাশি পরিস্কার করে দেওয়া হয়েছে মদ, সিগারেট বা সুস্বাদু খাবার কিছুই মিলবে না সরকারি বৈঠকে। আরও নানা ক্ষেত্রে টানা হয়েছে রাশ। দলীয় ও সরকারি কর্মীদের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্টে র নয়া নির্দেশিকা জারি হয়ে গিয়েছে গত মাসেই যেখানে বলা হয়েছে সরকারি বৈঠকে অ্যালকোহল এখন থেকে নিষিদ্ধ। 'দামি ডিশ কিংবা সিগারেটও মিলবে না। এমনকী বৈঠকের জায়গাটি ফুলে সজ্জিত করা কিংবা চালচিত্রে জমকালো আয়োজন- কিছুই করা যাবে না। এই নীতির উপরে ২০১৩ সালের এই সংক্রান্ত নির্দেশিকাকেই এবার আরও বদলে দেওয়া হল। নয়া নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সরকারি গাড়ি ব্যবহার করা যাবে না। অন্য দেশে সফরকালীন জুয়ো খেলাতেও অংশ নিতে পারবেন না সরকারি প্রতিনিধিরা।

কেন হঠাৎ এমন নির্দেশ জিনপিংয়ের? এক সাক্ষাৎকারে এশিয়া সোসাইলি পলিসি ইনস্টিটিউটে চিনা রাজনীতির ফেলো নিল থমাস বলেছেন, এই মিতব্যয়িতা সংক্রান্ত নির্দেশিকা আপডেট করলেই বেজিংয়ের আর্থিক সমস্যাগুলির সমাধান হবে না। তাহলে কেন এমন করছেন জিনপিং? সেকথাও পরিস্কার করেছেন নিল। তাঁর মতে, কিন্তু এর ফলে আমলাদের উপরে জিনপিংয়ের নিয়ন্ত্রণ আরও বাড়বে। এবং নেতা হিসেবে তাঁর ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল হবে। বহু সাধারণ চিনা নাগরিক আর্থিক যন্ত্রণার শিকার। সেই পরিপ্রেক্ষিতে দুর্নীতি ও খরচ কমানোর সপক্ষে প্রেসিডেন্টের অবস্থান প্রশংসনীয় হবে। কেবল নয়া নির্দেশিকা জারি করাই নয়, আগেই এই কারণে শাস্তির মুখে পড়তে হয়েছে বহু সরকারি প্রতিনিধিদের। ২০২৪ সালে প্রায় ৩ লক্ষ ১৩ হাজার শৃঙ্খলাভঙ্গে অভিযুক্ত হন। ২০১২ সালে মসনদে বসার সময় জিনপিং যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তারই ভিত্তিতে এই পরিস্থিতি। এবার আরও কড়া হলেন চিনা প্রেসিডেন্ট।

জলে ডুবে মৃত্যু দুই শিশুর, হাসপাতালে না এনে দীর্ঘক্ষণ তুকতাকের অভিযোগ

ক্যানিং, ১১ জুন ঃ ফের জলে ডুবে মৃত্যু হল দুই শিশুর। মৃতদের নাম মেঘা সর্দার(৮) ও তিথি সর্দার(৮)। সম্পর্কে এরা পিসি-ভাইঝি। ক্যানিংয়ের গড়খালী এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে। স্কুলে যাওয়ার আগে পুকুরে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে যায় দুজনেই। প্রায় আধ ঘন্টা বাদে একজনের দেহ ভেসে ওঠে। পুকুরে তল্লাশি চালিয়ে আরও একজনের দেহ উদ্ধার হয়। এরপর তাদেরকে হাসপাতালে না নিয়ে এসে দীর্ঘক্ষণ ধরে তুকতাক করতে থাকে পরিবার ও গ্রামের মানুষজন। পুকুরের জলেই দীর্ঘক্ষণ দেহ দুটি মাথায় নিয়ে ঘোরাঘুরি করেন তাঁরা। জলে বাঁশ দিয়ে পেটানো হয়। কিন্তু দীর্ঘ প্রায় দু ঘণ্টা এইসব তুকতাক করলেও প্রাণ ফেরেনি ওই দুই শিশুর। ঘটনার খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার করে শিশু দুটিকে। ক্যানিং মহকুমা হাসাপাতালে নিয়ে এলে তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আলমগীর হোসেন বলেন, অবৈজ্ঞানিক ভাবে কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে শিশু দুটিকে দীর্ঘক্ষণ বাদে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। আরও আগে তাদেরকে হাসপাতালে নিয়ে এলে হয়তো শিশুদুটিকে বাঁচানো সম্ভব হত। কিন্তু যে সময় নিয়ে আসা হয়েছে তাদেরকে সে সময় আর কিছুই করার ছিল না। দেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায় পুলিশ। এই ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। কান্নায় ভেঙে পড়েছেন পরিবারের সদস্যরা। মেঘার বাবা বিপ্লব সর্দার বলেন, জল থেকে উদ্ধার হওয়ার পর ওদের হাসপাতালে নিয়ে না যাওয়া বড় ভুল হয়েছে। হাসপাতালে নিয়ে গেলে হয়তো ওদের বাঁচাতে পারতাম।

সোনম রঘুবংশী ও তার চার সহযোগীকে আট দিনের পুলিশি হেফাজত

শিলং, ১১ জুন ঃ মেঘালয়ের সোহরা (চেরাপুঞ্জি) পাহাড়ে রাজা রঘুবংশী খুন মামলায় গ্রেফতারকৃত সোনম রঘুবংশী, তার কথিত প্রেমিক রাজসিং কুশওয়াহা এবং তিন ভাড়াটে খুনি যথাক্রমে আকাশ রাজপুত, বিশালসিং চৌহান এবং আনন্দ কুর্মিকে আট দিনের পুলিশ হেফাজতে দিয়েছেন শিলঙে অবস্থিত পূর্ব খাসি পাহাড় জেলা ও দায়রা জজ। জেলা জজের আদালতে পেশের আগে স্পেশাল ইনভেস্টিগ্যাশন টিম (এসআইটি)-এর কাছে সোনম রঘুবংশী স্বীকার করেছিলেন, স্বামী রাজা রঘুবংশীকে খুনের সঙ্গে তিনি জড়িত, সংগঠিত অপরাধে তার ভূমিকা ছিল। প্রেমিক রাজ কুশওয়াহার মুখোমুখি বসিয়ে জেরার সময় সোনম তার স্বামী রাজা রঘুবংশীকে খুনের কথা স্বীকার করেছেন। এছাড়া সোনম নাকি স্বীকার করেছেন, স্বামী রাজাকে খুন করতে যদি ' খুনি'রা ব্যর্থ হতো, তা হলে তাঁর মৃত্যু নিশ্চিত করতে বিকল্প প্ল্যানও করে রেখেছিলেন তিনি।

Name Change

I, Subhankar Mondal S/O- Sunil Mondal resident of Vill- Dakshin Shibpur, Debnibas, P.S- Freserganj Coastal, Dist- South 24 Parganas, do hereby solemnly affirm and declare that on the strength of this sworn affidavit by the Court of Ld. Judicial Magistrate(1st Class) at Diamond Harbour, South 24 Parganas that my mother's name shall be rectified as Radharani Mondal in places of Sujata Mondal. Radharani Mondal and Sujata Mondal both are the same person.

Name Change

I, Ashidul Hoque (S/O-Kuddus Sekh) My Son' name Abrar Al Tashrif (Old Name) residing at Village- Maradighi, P.O- Dadpur, P.S -Rejinagar, District- Murshidabad, West Bengal, PIN-742189 do hereby decrale that I have changed my Son's name from Abrar Al Tashrif to Tashrif Hoque and henceforth my Son's name shall be known as Tashrif Hoque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Executive Magistrate Berhampore court on 07/05/2025 . My Son's name Tashrif Hoque & Abrar Al Tashrif both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Neha Kumar wife of Anupam Kumar and daughter of Late Suresh Kumar Gopalka residing at 1050/1, Survey Park, Police Station - Survey Park, Kolkata - 700075, District - 24 Parganas South, have adopted my husband's surname that is "Kumar" since 09.03.2008, accordingly since then I named and known as 'Neha Kumar' as declared before 1st Class Judicial Magistrate, Calcutta on 05.06.2025 being affidavit number 1575, dated: 05.06.2025. Neha Kumar and Neha Gopalka is same and identical person.

Name Change

I, Rane Debnath alias Lakshmi Rani Debnath (Old Name) D/o Haralal Debnath Residing at Vtc - Sukharia, P.o - Somra, District- Hooghly, Pin - 712123 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Lakshmirani Debnath (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 009/2025 Dated 11-06-2025. Rane Debnath, Lakshmi Rani Debnath (Old Name) and Lakshmirani Debnath (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Sanjay Desai (Old Name) Husband of Rita S Desai Residing at 64 Sarat Bose Road, Bhawanipore S.O District- Kolkata, Pin- 700025 West Bengal shall henceforth be known as Sanjay K Desai (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 40/2025 Dated 09-06-2025. Sanjay Desai (Old Name) and Sanjay K Desai (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Majida Bibi Molla W/o Late Mostan Molla Residing at Vill - 7 No, Karamdinibati Uttar Para, P.o - Titkumar, P.s - Basanti, District - South 24 Parganas, Pin - 743329 West Bengal India shall henceforth be known as Mazida Molla. I declare that Majida Bibi Molla and Mozida Molla is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 11-06-2025.

Name Change

I, Ambia Bibi Molla W/o Md Kutubuddin Molla Residing at Vill - 7 No, Karamdinibati Uttar Para, P.o - Titkumar, P.s - Basanti, District - South 24 Parganas, Pin - 743329 West Bengal India shall henceforth be known as Ambiya Molla. I declare that Ambia Bibi Molla and Ambiya Molla is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 11-06-2025.

Name Change

I, Md Kutubuddin Molla S/o Late Mostan Molla Residing at Vill - 7 No, Karamdinibati Uttar Para, P.o - Titkumar, P.s - Basanti, District - South 24 Parganas, Pin- 743329 West Bengal India that my deceased father who previously known as Md Mostanuddin Molla shall henceforth be known as Mostan Molla.I declare that my deceased father Md Mostanuddin Molla and Mostan Molla is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public Kolkata vide affidavit Date 11-06-2025.

শিকার উৎসব উপলক্ষ্যে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা ব্যবস্থা শুশুনিয়া পাহাড় জুড়ে

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১১ জুন ঃ বণ্যপ্রাণ রক্ষায় সচেষ্ট বন দফতর। আদিবাসী সম্প্রদায়ের শিকার উৎসব উপলক্ষ্যে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা ব্যবস্থা শুশুনিয়া পাহাড় জুড়ে। বিভিন্ন জায়গায় মোতায়েন রয়েছেন বনকর্মীরা। বাঁকুড়া উত্তর বন বিভাগের এডিএফও দুর্গাকান্ত ঝাঁ বলেন, শুশুনিয়া পাহাড়ে

সমস্ত ধরণের শিকার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে পাহাড়ের জঙ্গলে বিভিন্ন জায়গায় বনকর্মীদের পাশাপাশি পুলিশ কর্মীরাও মোতায়েন আছেন বলে তিনি জানান। বাঁকুড়ার বন্যপ্রাণ রক্ষায় সবসময় সচল বাঁকুড়া বন দফতর। জঙ্গলের জন্য বিখ্যাত বাঁকুড়া জেলা! জেলা বিভিন্ন প্রান্তে রয়েছে ছোটখাটো জঙ্গল! বিষ্ণুপুরের জয়পুর থেকে শুরু করে, বেলিয়াতোড়, সোনামুখী এবং সুতান! বাঁকুড়া জঙ্গল সব সময় নিস্তব্ধ, এবং সভ্যতা থেকে বেশ খানিকটা দূরে। মনে হবে শহরের গজ গজানি থেকে কত দূরে চলে এসেছেন। শহরের সভ্যতা এই জায়গায় প্রবেশ করতে পারেনা। নিস্তব্ধ জঙ্গলে পোকামাকড়, পাখি এবং শুকনো পাতার আওয়াজটাই যেন একটা উইন্ড চাইম এর মত কাজ করে। আর এই নিস্তব্ধ জঙ্গলের সঙ্গে রযেছে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের এক অপূর্ব মেলবন্ধন। জঙ্গলের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকেন আদিবাসী মানুষজন। বেঁচে থাকে তাঁদের লড়াই। তবে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণে যথেষ্ট সচেষ্ট বন দফতর। নিস্তব্ধ জঙ্গলে পোকামাকড়, পাখি এবং শুকনো পাতার আওয়াজটাই যেন একটা উইন্ড চাইম এর মত কাজ করে। আর এই নিস্তব্ধ জঙ্গলের সঙ্গে রযেছে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের এক অপূর্ব মেলবন্ধন। জঙ্গলের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকেন আদিবাসী মানুষজন। বেঁচে থাকে তাঁদের লড়াই। তবে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণে যথেষ্ট সচেষ্ট বন দফতর। দূরে দেখা যাচ্ছে অপলক শুশুনিয়া পাহাড়। অত্যন্ত সুন্দর এবং মায়াবী লাগছে দেখে। পাহাড়ে পিছন দিকে জঙ্গলটা যেন বলতে চাইছে কত না বলা গল্প। প্রাগৈতিহাসিক লড়াই লড়েছে এই পাহাড়টা, পাহাড়ের গায়ে রয়েছে মাঝারি থেকে ক্ষুদ্র বহু বন্যপ্রাণ। তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে এবং তাদেরকে ধরে রাখতেই যৌথ প্রয়াস।

বরকে ঘরে রেখে পুরানো প্রেমিকের সঙ্গে চম্পট নববধূর

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১১ জুন ঃ বিয়ের ৬ দিন পার হতে না হতেই বুধবার ভোররাতে নতুন বরকে ঘরে শিকল বন্ধ করে পুরানো প্রেমিকের সঙ্গে চম্পট দিলেন নববধূ। ঘটনাটি ঘটেছে, বিষ্ণুপুর শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায়। মঙ্গলবার রাত তখন অনেক। নতুন বউকে নিয়ে ঘরে খিল দিয়েছিল ছেলে। রাত পোহালেই বুধবার অষ্টমঙ্গলার অনুষ্ঠান। তা নিয়েই আলোচনায় আর হাসিঠাট্টায় মশগুল বাড়ির লোকজন। মধ্যরাতের পর এরপর সবাই ঘুমাতে চলে যান। তারই যেন অপেক্ষায় ছিলেন নববধূ। ঘুমন্ত স্বামীকে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে দরজায় শিকল তুলে দেন। বাইরে অপেক্ষা করছিলেন তাঁর প্রেমিক। বিয়ের আংটি, বরের দেওয়া নতুন অ্যানড্রয়েড ফোন আর নগদ ৫ হাজার টাকা নিয়ে বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে প্রেমিকের হাত ধরে চম্পট দেয়। ঘটনা নিয়ে জোর গুঞ্জন শুরু হয়েছে এলাকায়। কাউন্সিলর সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের কাছে অভিযোগ জানানো হলে তিনি সদ্য বিবাহিত যুবকের পরিবারের লোকেদের বলেন, বিষয়টি যেহেতু আইনি ব্যাপার তাই আমি তাঁদের থানায় যেতে বলেছি।

মুখ্যমন্ত্রীর পাঠানো ফল-সহ ৫৬ ভোগ দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১১ জুন ঃ দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে নিজের বাড়ির গাছের আম, কাঁঠাল পাঠিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই ফল দিয়েই বুধবার ভোগ নিবেদন করা হল জগন্নাথকে। এমনটাই জানিয়েছেন ইসকন কর্তা রাধারমণ দাস। দ্বারোদ্ঘাটনের পর এ বারই প্রথম বার রথের চাকা ঘুরতে চলেছে দিঘার ওই মন্দিরে। তাই স্নানযাত্রা উপলক্ষেও দিঘায় সাজ সাজ রব। আগামী ২৭ তারিখ রথযাত্রা। তার আগে বুধবার জগন্নাথের স্নানযাত্রা। উল্লেখ্য, গত অক্ষয়তৃতীয়ার দিন উদ্বোধনের পর এ বারই প্রথম রথযাত্রা হতে চলেছে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে। তার প্রস্তুতি বুধবার থেকেই শুরু হয়ে গেছে। সেই উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী সকালেই নিজের বাড়ির গাছ থেকে আম, কাঁঠাল পাড়িয়ে দিঘায় ইসকন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেই ফল দিয়েই বুধবারের স্নানযাত্রা পর্বের ভোগ দেওয়া হয় জগন্নাথকে। গোটা ব্যবস্থার তদারকি করছেন মন্দিরের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইসকনের সহ-সভাপতি রাধারমণ দাস।

NOTICE INVITING TENDER

Sealed Tender is hereby invited by the undersigned, vide this Office **Tender No- 04/IGP/2025-26, Memo no-1669/IGP, Dated-05.06.2025,** and **Tender No-05/IGP/2025-26, Memo no-1670/IGP, Dated- 05.06.2025**, Last Date of application of bid for above NITs is **16.06.2025, upto 2.00 pm.** Date and time of purchase of tender paper is **17.06.2025 upto 2.00 pm.** Date of receiving of tender is **18.06.2025 upto 2.00 pm** and opening of tender is **18.06.2025 at 2.30 pm.** For details please visit GP Office on and from **05.06.2025.**

Soma Halder
Pradhan
Indrani Gram Panchayat

সাধারন বিজ্ঞপ্তি
বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জনসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, বর্ধমান সাব-রেজিস্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত বুক নম্বর IV-73/ 2013 ১) মমতা মুদি, ২) রিতা পাল, ৩) মাধবী দে এই তিন ব্যক্তি প্রভাত কুন্ডুকে আমমোক্তানামা দলিল করিয়া দিয়াছেন। বুক নম্বর 403/1999 ১) পদ্ম রানি নন্দী, ২) শ্রীমতি মল্লিকা কুন্ডু, ৩) শ্রীমতী মন্দিরা শীট, ৪) শ্রীমতি মন্দিরা ভক এই চার ব্যক্তি সমবুদ্ধ কুন্ডুকে আমমোক্তানামা দলিল করিয়াছেন, বুক নম্বর IV/ 26/ 2008 ১) সুবীর কুন্ডু, ২) পুষ্প কুন্ডু এই দুই ব্যক্তিঃ প্রবীর কুন্ডুকে আমমোক্তারনামা দলিল করিয়াছেন। ইহার দাগ নং-৩৩৭৭, মৌজা-নাড়ুগ্রাম, পরিমান-০.৭ শতক, জে.এল নং-০১৪ MN/2025/0205/7744, MN/2025/0205/7745, MN/2025/0205/7742 মিউটেশন কেস দ্বারা রেকর্ডভুক্ত করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। এই নথিভুক্তকরন বা আমমোক্তানামা সংক্রান্ত বিষয় কাহারো কোনো রকম আপত্তি করিবে ইহা প্রকাশিত হইবে ৩০ দিনের মধ্যে পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না ১ নং ব্লকের শ্যামসুন্দর বিএল, এ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে অবগত করিতে হই নচেৎ একতরফা শুনানি হইবে।

কৃষ্ণেন্দু রায়
অ্যাডভোকেট
বর্ধমান জেলা,
জজ কোট

West Bengal Forest Development Corporation Limited
(WBFDCL), KB-19, Sector-III, Salt Lake, Kolkata – 700106.

ABRIDGED TENDER NOTICE

The undersigned publishes NIT as follows:

NIT No	Name of Project	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
01/Avenue Plantation/ Arambagh/HD of 2025-26	Creation and Three Years Maintenance of Plantation for 160 nos. of plants in connection of Champadanga - Pursurah-Arambagh (CPA) Road.	12.06.2025	19.06.2025

Details of NIT can be seen at **www.wbtenders.gov.in** and **www.wbfdc.com**

Sd/-
EOM,GPW,WBFDCL &
DFO, Howrah Division

JAMTORA GRAM PANCHAYAT
SALCHURA::MANTUMRA::CHHATNA::BANKURA

Please visit at **www.wbtenders.gov.in** for participating in **eTender Notice No. 6/JAM/2025-26 dated 09/06/2025**, last date of submission **18/06/2025 upto 11.00 A.M.**

Sd/-
Pradhan Jamtora Gram Panchayat
Chhatna:Bankura

অসংখ্য দেশি বিদেশি ভক্ত সমাগমে মায়াপুরে পালিত হল ইসকনের জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা উৎসব

দেবাশিস কংশবণিক, মায়াপুর, ১১ জুন ঃ জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা উৎসবকে ঘিরে বুধবার সকাল থেকেই মেতে উঠল মন্দির নগরী মায়াপুর ইসকন পরিচালিত

জগন্নাথ মন্দির। ইসকনের চন্দ্রদয় মন্দির থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে রাজাপুর জগন্নাথ মন্দির। বুধবার স্নানযাত্রা উপলক্ষ্যে সকাল থেকেই হাজার হাজার ভক্তের সমাগম। গ্রীষ্মের তীব্র দাবদাহকে উপেক্ষা করেই দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে জগন্নাথদেবের দর্শন ও স্নান পর্বে যোগ দিতে হাজির হন হাজার হাজার দেশী বিদেশি ভক্ত। কথিত আছে আজ স্নানযাত্রার পরেই ভগবান জগন্নাথের শরীরে ধুম জ্বর আসে। জ্বরে কাবু হয়ে রথের দিন পর্যন্ত তিনি গৃহবন্দী হয়ে থাকেন। রথের দিন রাজ বেশে রাজ রথে করে পুনরায় ভক্তদের মাঝে অবতীর্ণ ও পুজিত হন তিনি। এদিন স্নানযাত্রা উপলক্ষ্যে সমস্ত ভক্তদের জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল ইসকনের তরফ থেকে। একইসঙ্গে বিশৃঙ্খলা এড়াতে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনীকে। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা রাজাপুর জগন্নাথ মন্দিরে স্নানযাত্রা উৎসবের মধ্যে দিয়ে এক প্রকার শুরু হয়ে গেল রথের প্রস্তুতি। এই বিষয়ে ইসকনের জনসংযোগ দেবের আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস জানান, জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা উৎসব একটি মুখ্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান। জগতের নাথ অর্থাৎ জগন্নাথ দেব স্নানযাত্রার পর গৃহবন্দী অবস্থায় থাকবেন। রথের দিন পুনরায় তিনি ভক্তদের মাঝে অবতীর্ণ হবেন। প্রতিবছরের মতো এবারও রাজাপুরে মহাসমারহে অনুষ্ঠিত হল জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা উৎসব। আগত সমস্ত ভক্তদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে মহাপ্রসাদের। জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রা উপলক্ষ্যে বুধবার সকাল থেকেই গ্রীষ্মের তীব্র গরমকে উপেক্ষা করেই হাজার হাজার ভক্ত সমবেত হয়েছেন রাজাপুর জগন্নাথ মন্দিরে। আগামী ২৭ জুন, শুক্রবার রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষ্যে তিনটি সুসজ্জিত রথে লক্ষাধিক ভক্ত সমাগমে ভগবান জগন্নাথ ভগ্নি শুভদ্রা ও বলরামকে নিয়ে রাজাপুর জগন্নাথ মন্দির থেকে ইসকন চন্দ্রদয় মন্দিরে অস্থায়ী মাসির বাড়ি গুন্ডিচার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন। এদিন স্নানযাত্রা উপলক্ষ্যে ১০৮ টি সোনার ঘটিতে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা তিন বিগ্রহকে স্নান করান হয়। জগন্নাথ মন্দিরের উত্তর দিকের কূপ থেকে তোলা বিশুদ্ধ জল দিয়ে ধোয়ানো হয় বিগ্রহ। কথিত আছে, এই পুণ্য স্নানযাত্রা দেখলে সব পাপ ধুয়ে যায়। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী জ্বর আসে জগন্নাথ সহ তিন ভাইবোনের। এই সময় বন্ধ থাকে মন্দির। স্নান যাত্রার পর মহাসমারহে পালিত হয় মায়াপুর ইসকনের রথযাত্রা উৎসব।

কালনা পুলিশের জালে নাবালকদের উপর অত্যাচার করা অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ১১ জুন ঃ অবশেষে কালনা পুলিশের জালে রাজকোটে নিয়ে গিয়ে নাবালকদের উপর অত্যাচার করা অভিযুক্ত। তাকে রাজকোট থেকে গ্রেফতার করে কালনা আদালতে তোলা হয় বুধবার দুপুর সাড়ে তিনটা নাগাদ। ধৃত কে দিন কালনা আদালতে তোলার সময় ধৃত কোন সংবাদমাধ্যমে প্রশ্নেরই উত্তর দেয়নি। উল্লেখ্য পূর্ব বর্ধমানের বিভিন্ন গ্রাম থেকে গরিব ঘরের নাবালক ছেলেদের টার্গেট করে কাজে নিয়ে গিয়ে তাদের গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করানোর পাশাপাশি, মারধর, না খেতে দেওয়া এবং ঠিক মতন টাইমে পয়সা না দেওয়ার অভিযোগ ওঠে এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে। এরপরই কালনা থানার পুলিশের একটি টিম রাজকোটে পৌঁছায়। সেখান থেকে তাকে গ্রেফতার করে কালনা মহকুমা আদালতে তোলা হয় এদিন বুধবার। ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয় কালনা আদালতের বিচারক। ধৃতর বিরুদ্ধে জুভেনাইল জাস্টিস কেয়ার ও চাইল্ড প্রটেকশন অ্যাক্টের মামলা রুজু হয়েছে।

PANCHLA GRAM PANCHAYAT
P.O.: Panchla, Dist.: Howrah
NOTICE INVITING e-TENDER NO.: SBM(G) ID PGP/117/2025, DATE: 10.06.2025

For and on behalf of Pradhan Panchla Gram Panchayat, Panchla Howrah, invites sealed percentage rate tender for total 3 (three) Nos. different works. Date of floating tender **10.06.2025.** Last date of submission **20.06.2025.** Opening of tender on **23.06.2025.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- **Pradhan**
Panchla Gram Panchayat

BAGDA GRAM PANCHAYAT
Vill-Gopalpur, P.O.-Gopalpur, Dist-Purulia
Notice Inviting e-Tender No-01/BGP/2024-25, Dated:- 10/06/2025

For and on behalf of the Bagda Gram Panchayat, Pradhan, invites Tenders through E-Tendering for total 2(Two) Nos. works. Last date of submission of bid up to **10.06.2025 at 4:00 PM.** Bid Opening Date (Technical): **30/06/2025 at 1 PM**. For details please visit office of the undersigned on any working days or website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Prodhan
Bagda Gram Panchayat

নন-কোর কাজের জন্যে আউটসোর্সিং

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. জিইএম/২০২৫/বি/৬৩০৯৬৩৯ তারিখঃ ০৪-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** শিলিগুড়ি জংশনের ডেমু কার শেডে ০২ (দুই) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে নন-কোর কাজের হেতু আউটসোর্সিং। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৩,৬২,৪৮,৬৪৫/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩,৩১,২৫০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৫-০৬-২০২৫ তারিখের ১৮.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২৫-০৬-২০২৫** তারিখের ১৮.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.Gem.gov.in**ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিএমই/ডেমু, শিলিগুড়ি জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

My Client 1) Sri Dipak Rong, 2) Diapendu Rong both son of Pantu Rong, of Vill- Boharia, P.O Hantal, Anantabati, P.S Jagatballavpur, Dist Howrah, purchased one landed property from Smt. Bimala Pal, wife of Sri. Biswanath Pal and others,constituted attorney of Sri. Pantu Rong, son of late Jiban Rong, vide power of attorney deed no 050305927 for the year 2023,register before A.D.S.R Ranihati,Howrah, the property situated at Mouza Boharia, J.L No 62, L.RKhatian No 1403, R.S.& L.R Dag No3568, measuring about 7 Decimal and Mouza Boharia, J.L No 62, L.R Khatian No 1403 & 1331, R.S.& L.RDag No 3569, measuring about 6 Decimal by sale deed no 051301742 for the year 2024 registered at D.S.RII, Howrah. My client has applied mutation of the said land. If any body has objection he may be contract Jagatballavpur B.L & L.R.O Office-within 1 (One) month, otherwise the case will be heard Ex-parte (SkSabbir Ahmed (Advocate) Enrolment No WB/852/2003.

কোয়েস্ট ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড
(পূর্বে বিএনকে ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড নামে পরিচিত)
নিবন্ধিত অফিসঃ ডানকান হাউস, ৩১, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা- ৭০০০০১
ফোন নম্বরঃ ০৩৩ ২২৩০ ৮৫১৫ ফ্যাক্স নম্বরঃ ০৩৩ ২২৩০ ৬৮৪৪
ওয়েবসাইটঃ https://www.qcml.in, ই-মেইলঃ secretarial.qcml@rpsg.in
CIN: L34202WB1986PLC040542

শেয়ারহোল্ডারদের জন্য বিজ্ঞপ্তি

(বিনিয়োগকারী শিক্ষা এবং সুরক্ষা তহবিল কর্তৃপক্ষের কাছে শেয়ার হস্তান্তর)

কোয়েস্ট ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড (কোম্পানি) এর শেয়ারহোল্ডারদের এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২৪(৬) এবং সংশোধিত বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিল কর্তৃপক্ষ (হিসাব, নিরীক্ষা, স্থানান্তর এবং ফেরত) বিধি, ২০১৬ অনুসারে (এখন থেকে 'নিয়ম' বলা হবে), যে সকল শেয়ারের লভ্যাংশ টানা সাত (৭) বছর বা তার বেশি সময়য় ধরে কোনও শেয়ারহোল্ডার (দের) দ্বারা প্রদান করা হয়নি বা দাবি করা হয়নি, সেগুলি কোম্পানি বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিল (IEPF) কর্তৃপক্ষের কাছে স্থানান্তর করবে।
কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ এবং / অথবা কোম্পানি আইন, ২০১৩ (এখন থেকে আইন হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর প্রযোজ্য বিধান অনুসারে সময়ে সময়ে অপরিশোধিত / দাবি না করা লভ্যাংশ বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিল (IEPF) এ স্থানান্তর করা হয়েছে। ৩১ মার্চ, ২০১৮ তারিখে শেষ হওয়া আর্থিক বছরের জন্য প্রদত্ত চূড়ান্ত লভ্যাংশের ক্ষেত্রে এই ধরনের স্থানান্তরের পরবর্তী তারিখ হবে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
এই ধরনের শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ বিবরণ, যার মধ্যে তাদের নাম, ফোলিও নম্বর বা ডিপি আইডি-ক্লায়েন্ট আইডি এবং স্থানান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় শেয়ারের সংখ্যা https:// www.qcml.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। শেয়ারহোল্ডারদের তাদের IEPF কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরযোগ্য শেয়ারের বিবরণ যাচাই করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
৩১ মার্চ, ২০১৮ এবং তার পর থেকে সমাপ্ত বছরের জন্য অপরিশোধিত লভ্যাংশ দাবি করার জন্য, যাতে শেয়ারগুলি IEPF -তে স্থানান্তরিত না হয়, সেজন্য নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় নথিগুলি কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, অর্থাৎ মেসার্স সি বি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (প্রো) লিমিটেড, ইউনিট-কোয়েস্ট ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড, রসোই কোর্ট, ৫ তলা, ২০ স্যার আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১, টেলিফোন নং ০৩৩-৬৯০৬৬২০০, ফ্যাক্স নংঃ ০৩৩-৪০১১-৬৭৩৯, ই-মেইলঃ ranarc@cbmsl.co / dividend@cbmsl.com-এর কাছে ২৫ আগস্ট, ২০২৫ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করার জন্য এই সকল শেয়ারহোল্ডারদের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে ঃ

i. ফর্ম ISR 1 এবং ISR 2 (শেয়ারহোল্ডারের নাম সম্বলিত মূল বাতিল চেক সহ)
ii. ফর্ম ISR-3, SH-13 অথবা SH-14 (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

এই নোটিশটি ইতিমধ্যেই ৫ জুন, ২০২৫ তারিখে নিবন্ধিত ডাকযোগে সর্বশেষ উপলব্ধ ঠিকানায় সকল শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হয়েছে, যা প্রযোজ্য হতে পারে, যাদের শেয়ার নিয়ম অনুসারে IEPF-তে স্থানান্তরিত হওয়ার যোগ্য, এবং তাদের দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
প্রাসঙ্গিক ফর্মগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট https://www.qcml.in/ investors/ investor-services.html থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে অথবা আমাদের RTA http://www.cbmsl.com/services/details / sebi-download-forms থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে। বিকল্পভাবে, শেয়ারহোল্ডাররা আমাদের RTA ওয়েবসাইট http://www.cbmsl.com/ investor-parlour এ আপলোড করে ডিজিটালি স্বাক্ষরিত নথি জমা দিতে পারেন।
শেয়ারহোল্ডাররা উপরে উল্লিখিত নথিগুলির স্ক্যান করা কপিগুলি উপরে উল্লিখিত সিবি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (পি) লিমিটেডের ই-মেইল ঠিকানায় পাঠাতে পারবেন। হার্ড কপিগুলি সিবি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (পি) লিমিটেডের উপরে উল্লিখিত ঠিকানায়ও পাঠানো যেতে পারে।
যদি এই ধরনের শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে কোনও যোগাযোগ না পাওয়া যায়, তাহলে কোম্পানি উক্ত নিয়ম অনুসারে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ডিইএমএটি অ্যাকাউন্টে শেয়ারগুলি স্থানান্তর করতে বাধ্য হবে। সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডার(রা), যাদের বাস্তব আকারে শেয়ার রয়েছে এবং যাদের শেয়ার স্থানান্তরের জন্য দায়ী, তারা নোট করতে পারেন যে কোম্পানি নিয়ম অনুসারে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ডিইএমএটি অ্যাকাউন্টে শেয়ার স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে তাদের ধারণকৃত নতুন শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি) জারি করবে এবং এই ধরনের ইস্যুর পরে, তাদের নামে নিবন্ধিত মূল শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি) স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে এবং অ-আদান-প্রদানযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।
শেয়ারহোল্ডাররা আরও মনে রাখবেন যে কোম্পানির ওয়েবসাইটে আপলোড করা তথ্যগুলি কোম্পানি কর্তৃক IEPF কর্তৃপক্ষের কাছে প্রকৃত শেয়ার স্থানান্তরের জন্য নতুন শেয়ার সার্টিফিকেট (গুলি) ইস্যু করার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নোটিশ হিসাবে বিবেচিত হবে।
শেয়ারহোল্ডাররা IEPF কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে হস্তান্তরিত শেয়ার(গুলি) এবং দাবি না করা লভ্যাংশ এবং কর্পোরেট সুবিধা, যদি থাকে, নিয়মে নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ফেরত দাবি করতে পারেন। নিয়ম অনুসারে IEPF-তে স্থানান্তরিত দাবি না করা লভ্যাংশ এবং শেয়ার(গুলি) সম্পর্কে কোম্পানির বিরুদ্ধে কোনও দাবি করা যাবে না। যদি শেয়ারহোল্ডারদের বিষয়বস্তু এবং নিয়ম সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন থাকে, তাহলে তারা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, সি বি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (পি) লিমিটেড, রসোই কোর্ট, ৫ তলা, ২০ শ্রী আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১, [ফোনঃ (০৩৩)-৬৯০৬৬২০০ ই-মেইল- ranarc@cbmsl.co / dividend@cbmsl.com এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।]

স্থানঃ কলকাতা
তারিখ ঃ১১ জুন, ২০২৫

কোয়েস্ট ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেডের জন্য
স্বা /-
ভাবনা আগরওয়াল
কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

আইনের ক্ষেত্রে ভারতীয় ভাষা ব্যবহারের সাথে জড়িত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে আর্থিক সহায়তা

ভারত সরকার। আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের একটি পরিকল্পনা রয়েছে যেটি আইনের ক্ষেত্রে ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম অনুসূচিতে উল্লেখিত হিন্দি এবং অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার প্রচার ও ব্যবহারে নিযুক্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে। এই অনুদান সেইসব সংস্থাগুলিকে দেওয়া হবে যারা ভারতের সংবিধানে উল্লেখিত যেকোনো ভাষায় নিম্নলিখিত কাজ করছে যথা-

(ক) মূল আইনের বই প্রস্তুত ও প্রকাশনা,
(খ) মানসম্মত আইনের বই বা ক্লাসিকের অনুবাদ ও প্রকাশনা,
(গ) আইনি শব্দকোষ প্রস্তুত ও প্রকাশনা,
(ঘ) আইন জার্নাল প্রকাশনা,
(ঙ) আইনের ক্ষেত্রে হিন্দি বা রাজ্যের অন্যান্য সরকারী ভাষা বিকাশ ও প্রচার করতে পারে এমন অন্য কোনও প্রকাশনা। এবং
(চ) হিন্দিতে এর সংস্করণ সহ আঞ্চলিক ভাষায় কাজের জন্য অতিরিক্ত অনুদান বিবেচনা করা হবে।

আবেদনপত্র এবং প্রকল্পের অনুলিপি আমাদের ওয়েবসাইট **www.legislative.gov.in**-এ পাওয়া যাবে।
সঠিকভাবে পূরণ করা আবেদনপত্রগুলি **১৫ জুলাই,** ২০২৫ তারিখের মধ্যে হার্ড কপি অথবা ই-মেইলের মাধ্যমে এই অফিসে পৌঁছাতে হবে।
অতিরিক্ত তথ্যের জন্য এবং আবেদনপত্র পাওয়ার জন্য যোগাযোগ করুনঃ

CBC-24302/11/0002/2526

DAINHAT MUNICIPALITY

For Details of floated corrigendum No-**89D.M/ENGG Date-11/06/2025.** For Details Visit: **http://dainhat-municipality.org** & **wbtenders.gov.in,** Office ph no 7478003845

Sd/- **Chairman,**
Dainhat Municipality

Office of The Chingani Gram Panchayat
Chaulyabad::P.O. Chhagulia::Dist.-Bankura
Notice Inviting e-Tender No.: 01/2025-2026 (2nd Call), 04/2025-2026

The Prodhan, Chingani Gram Panchayat invites E-Tender from the bonafied, reliable, resourceful and experienced contractors for total 01 (One)Nos. different works. Date of start of downloading the documents **10.06.2025 06.30 p.m.** Date & Time of closing of submission of Technical Bid on or before **17.06.2025 04.30 p.m.** Date of opening of Technical Bid: **20.06.2025 11.00 p.m.** For details please visit office of the undersigned and website https://wbtender.gov.in.

Sd/- Pradhan
Chingani Gram Panchayat

রেলওয়ে চিকিৎসালয়ের মেরামত

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এলএমজি/ইএনজিজি/৪৬ অফ ২০২৫ তারিখঃ ০৬-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** এডিইএন/II/লামডিং অধিক্ষেত্রের অধীনে নবনির্মিত কোয়ার্টারসমূহ পর্যন্ত বৈকল্পিক কানেকশনের ব্যবস্থা করার সঙ্গে পাইপ লাইনের মেরামত এবং রেলওয়ে চিকিৎসালয়ের আউটডোর ইউনিট, ব্লাড বেঙ্ক ইউনিট, এক্সরে কক্ষ, অডিটোরিয়ামের মেরামত এবং অন্য বিভিন্ন কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১,৮০,৮৭,৯৩৬.৪৪/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৪০,৪০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৩-০৭-২০২৫** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ০৪-০৭-২০২৫** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ০৩-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিজ্ঞপ্তি

আবেদনকারী নাম- কিংশুক মিত্র, শ্রীপর্ণা মিত্র
আমমোক্তার দাতা-প্রমিত গোস্বামী, রায়কতপাড়া, জলপাইগুড়ি।
ঐ দলিল - 141/2009 DSR JLP, Book IV
Case NO-MN/2025/6038, 6037
মৌজা- খতিয়া-119, দাগ- 141 (LR), খতিয়ান-141
উক্ত তফশীলে মিউটেশনে কোন আপত্তি থাকলে সদর BL&LRO অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন।
বিজ্ঞপ্তি দাতা - কিংশুক মিত্র
ঠিকানা- 'পেলিকন নেস্ট' ফ্ল্যাট- GH-17 সেক্টর 10A, গুরগাঁও, হরিয়ানা, পিন-১২২০০১

Rabindranth Das
Advocate
BAR ASSOCIATION
JALPAIGURI

উদ্ধার অজ্ঞাতপরিচয় যুবক-যুবতীর দেহ

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ি, ১১ জুন ঃ সিউড়িতে উদ্ধার হল অজ্ঞাতপরিচয় যুবক-যুবতীর দেহ। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটে মহিষাডহরী হল্ট ও কুনুরি স্টেশনের মাঝে। পুলিশ সূত্রে খবর, তাঁরা আপ নওগাঁও এক্সপ্রেস থেকে পড়ে গিয়েছিলেন। ঘটনাটি আত্মহত্যা না কি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ আছে, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ ২৮ অফ ২০২৫, তারিখ ঃ ০৫-০৬-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং. ঃ** ডিইএনজিএইচওয়াই-৩৪-২০২৫; **কাজের নাম ও অবস্থান ঃ** (জোন নং ৩) - পান্ডু/ইস্ট: এসএসই/ডব্লিউ/ইস্ট -এর আওতাধীন যার মধ্যে ড্রেন, রাস্তা, জল সরবরাহের কাজ এবং অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সহ কামাখ্যা কলোনি, স্টেশন কলোনি, ওয়াটার ওয়ার্কস কলোনি, মন্দির ঘাট কলোনি, অ্যাকাউন্টস কলোনি, হাতাত কলোনি, শাটল গেট কলোনির সমস্ত স্টাফ কোয়ার্টার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩,৭৩,৮৭,৭০৫/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৩,৩৬,৯০০/- টাকা; **টেন্ডার নং. ঃ** ডিইএনজিএইচওয়াই-৩৫-২০২৫; **কাজের নাম ও অবস্থান ঃ** (জোন নং ৪) - পান্ডু/ওয়েস্ট -এ: এসএসই/ডব্লিউ/ওয়েস্ট/পান্ডুর আওতাধীন ড্রেন, রাস্তা, জল সরবরাহের কাজ এবং অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সহ বিবিসি কলোনি, ট্রায়াঙ্গুলার কলোনি, লোকো কলোনি, শকুন্তলা কলোনি, আদাবরী কলোনি, নিউ আদাবরী কলোনি, নিউ কলোনি, ইনস্টিটিউট কলোনি, তৃতীয় এফজি, চতুর্থ এফজি, পঞ্চম এফজি এবং ষষ্ঠ এফজি কলোনির সমস্ত স্টাফ কোয়ার্টারের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩,৬৮,৬৫,৯৯২.৬৩/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৩,৩৪,৩০০/- টাকা; **টেন্ডার নং. ঃ** ডিইএনজিএইচওয়াই-৩৬-২০২৫; **কাজের নাম ও অবস্থান ঃ** (জোন নং ৬) - গুয়াহাটিতে : এসএসই/ডব্লিউ/গুয়াহাটির আওতাধীন সকল স্টাফ কোয়ার্টার, গুয়াহাটি স্টেশন কলোনির বাংলো, কালিবাড়ি কলোনি, আম্বারি কলোনি, বারোয়ারি কলোনি, উজানবাজার কলোনি ইত্যাদির মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩,১৩,২১,৪৯৯.৯৭/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৩,০৬,৬০০/- টাকা; **টেন্ডার নং. ঃ** ডিইএনজিএইচওয়াই-৩৭-২০২৫; **কাজের নাম ও অবস্থান ঃ** (জোন নং ৭) - নিউ গুয়াহাটি : এসএসই/ডব্লিউ/নিউ গুয়াহাটির আওতাধীন ড্রেন, রাস্তাঘাট, জল সরবরাহের কাজ এবং অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সহ বিজি কলোনি, এমজি কলোনি, এনএনজিই স্টেশন কলোনি ইত্যাদিতে সমস্ত স্টাফ কোয়ার্টার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩,৭০,৯৭,১৯৯.৯৯/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৩,৩৫,৫০০/- টাকা; **টেন্ডার নং. ঃ** ডিইএনজিএইচওয়াই-৩৮-২০২৫; **কাজের নাম ও অবস্থান ঃ** (জোন নং ৮) - আমিনগাঁওে : এসএসই/ডব্লিউ/আমিনগাঁও -এর এখতিয়ারের অধীনে আগথোরি স্টেশন, স্বাস্থ্য ইউনিট আমিনগাঁও, রেলওয়ে ইনস্টিটিউট, ফিল্টার হাউস ইত্যাদি সহ সকল পরিষেবা ভবন, কল্যাণ ভবন, অফিস সহ আঘথোরি স্টেশন কলোনি, ২৬তম কলোনি, নিউ কলোনি, লোকো কলোনি ইত্যাদির সমস্ত স্টাফ কোয়ার্টার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,০৫,০১,৯৫২.৫০/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ২,৫২,৫০০/- টাকা; **টেন্ডার নং. ঃ** ডিইএনজিএইচওয়াই-৩৯-২০২৫; **কাজের নাম ও অবস্থান ঃ** (জোন নং ১০) - পান্ডুতে : রাস্তাঘাট, ড্রেন, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, জল সরবরাহ ইত্যাদি সহ সমস্ত পরিষেবা ভবন, কল্যাণ ভবন, রেলওয়ে স্কুল, ফিল্টার হাউস, ইনটেক বার্জ, রাসায়নিক ঘর, সিডিও অফিস, পিটলাইন, যান্ত্রিক লন্ড্রি, স্টেশন ভবন এবং সার্কুলেটিং এরিয়া, হাসপাতাল/স্বাস্থ্য/ইউনিট, রেলওয়ে ইনস্টিটিউট, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪,৬৯,৯৯,৯৯৯.৭০/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৩,৮৫,০০০/- টাকা; **টেন্ডার নং. ঃ** ডিইএনজিএইচওয়াই-৪০-২০২৫; **কাজের নাম ও অবস্থান ঃ** (জোন নং ১১) - গুয়াহাটিতে : এসএসই/ডব্লিউ/গুয়াহাটির এখতিয়ারাধীন গুয়াহাটি স্টেশন সহ সকল পরিষেবা ভবন, কল্যাণ ভবন, অফিস, রানিং রুম ইত্যাদির মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৫২,৭৫,৯৬৭.৯৭/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ২,৭৬,৪০০/- টাকা; **টেন্ডার নং. ঃ** ডিইএনজিএইচওয়াই-৪১-২০২৫; **কাজের নাম ও অবস্থান ঃ** (জোন নং ১১এ) - নিউ গুয়াহাটিতে : এসএসই/ডব্লিউ/নিউ গুয়াহাটির আওতাধীন সকল পরিষেবা ভবন, কল্যাণ ভবন, অফিস ইত্যাদির মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৩৯,১৩,৭১৯.৯৪/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ২,৬৯,৬০০/- টাকা; **টেন্ডার নং. ঃ** ডিইএনজিএইচওয়াই-৪৩-২০২৫; **কাজের নাম ও অবস্থান ঃ (i)** গুয়াহাটিতে - গুয়াহাটি এলাকার বিভিন্ন পরিষেবা ভবন, স্টাফ কোয়ার্টার, এলসি গেট, পার্কিং এরিয়া ইত্যাদির ছাদ কভার করে সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ব্যবস্থা। **(ii)** নিউ গুয়াহাটিতে- নিউ গুয়াহাটি এলাকার বিভিন্ন স্টাফ কোয়ার্টার এবং এল.সি. গেটের ছাদ ঢেকে সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ব্যবস্থা। **(iii)** পান্ডুতে - পান্ডু এলাকার বিভিন্ন স্টাফ কোয়ার্টারের ছাদ ঢেকে সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ব্যবস্থা। **(iv)** আমিনগাঁও-এ - আমিনগাঁও এলাকার বিভিন্ন পরিষেবা ভবন, স্টাফ কোয়ার্টার, রেলওয়ে স্টেশন, পার্কিং এলাকা ইত্যাদির ছাদ ঢেকে সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,২৩,৮৩,৭২৬.৬৪/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ২,১১,৯০০/- টাকা;

উপরোক্ত সকল টেন্ডার **বন্ধের তারিখ** ও **সময় ২৭-০৬-২০২৫ তারিখে ১৩:০০** টায় এবং টেন্ডার **খোলা ২৭-০৬-২০২৫ তারিখে ১৩:০০** টায় বন্ধের পর। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিইএন/গুয়াহাটি, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-III, KMC** invites open e-tender online percentage rate two bid system for following works :

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-26/77.R
Name of work : **Installation of Air-Condition Machine and other electrical accessories at KMC Ward Office 65 under Br.-VII**; Estimate Amount : ₹ **3,97,120.89**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**.

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-26/195
Name of work : **Supply, Delivery & Installation of Air Conditioning KMC Ward Office in Ward No. 67 under Br.-VII**; Estimate Amount : ₹ **2,66,986.43**; Earnest Money : ₹ **5,500.00**.

(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-26/163
Name of work : **Miscellaneous works for protection of poles by using UPVC pipe and installation earthing for safety of pedastrian at Rabindra Sadan, Victoria Memorial Rd. and Hospital Rd. in Ward No. 63, Br.-VII**; Estimate Amount : ₹ **3,42,214.26**; Earnest Money : ₹ **7,000.00**; Period of completion : **30 Days (For Sl. No. 1 to 3)**; Last date and time of submission of bid : **19.06.2025 at 12 Noon (For Sl. No. 1 to 3)**; Bid opening date for technical proposals (Online) : **19.06.2025 on 2 pm (For S. No. 1 to 3)**; The bid forms and other details are available on and from **10.06.2025 (6 pm) (For Sl. No. 1 to 3)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3)**.

The **Executive Engineer (Electrical)/Lighting/Zone-VI, KMC** invites e-tender online two bid system for following works :

(1) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/123/15/25-26 (1st Call)
Name of work : **Improvement of street lighting system at Kalipada Mukherjee Road, Chandicharan Ghosh Road and other surrounding areas in Ward No. 123**; Estimated Amount : ₹ **4,78,716.00**; Earnest Money : ₹ **9,600.00**; Period of completion : **21 Days**.

(2) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/123/16/25-26 (1st Call)
Name of work : **Improvement of street lighting system at Kailash Ghosh Road, Motilal Gupta Road and other different areas in Ward No. 123**; Estimated Amount : ₹ **4,60,021.00**; Earnest Money : ₹ **9,300.00**; Period of completion : **15 Days**.

(3) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/124/14/25-26 (1st Call)
Name of work : **Improvement of street lighting system at Senpara Road, Mukunda Das Pally and other different areas in Ward No. 124**; Estimated Amount : ₹ **4,79,439.00**; Earnest Money : ₹ **9,600.00**; Period of completion : **21 Days**.

(4) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/124/15/25-26 (1st Call)
Name of work : **Improvement of street lighting system at Netaji Pally, Vivekananda Pally and other different areas in Ward No. 124**; Estimated Amount : ₹ **4,58,600.00**; Earnest Money : ₹ **9,200.00**; Period of completion : **15 Days**.

(5) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/143/13/25-26 (1st Call)
Name of work : **Improvement of street lighting system at Barma Colony, Shreebhumi Road, Malancha and other areas in Ward No. 143**; Estimated Amount : ₹ **4,82,798.00**; Earnest Money : ₹ **9,700.00**; Period of completion : **21 Days**.

(6) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/143/14/25-26 (1st Call)
Name of work : **Development of street lighting system at Sitala Tala Lane, Military Goli, Kajir Chak and other surrounding areas in Ward No. 143**; Estimated Amount : ₹ **4,86,818.00**; Earnest Money : ₹ **9,800.00**; Period of completion : **15 Days**; Last date and time of submission of bid : **23.06.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 6)**; Date of tender opening for technical purpose : **25.06.2025 - 12 Noon (For S. No. 1 to 6)**; The bid forms and other details are available on and from **11.06.2025 (6 pm) (For Sl. No. 1 to 6)**.

(7) NIT No. : KMC/EE_E/XVI/126/3/25-26 (1st Call)
Name of work : **Improvement of street lighting system at Kalikinkar Road and other different areas in Ward No. 126**; Estimated Amount : ₹ **4,89,175.00**; Earnest Money : ₹ **9,800.00**; Period of completion : **18 Days**.

(8) NIT No. : KMC/EE_E/XVI/126/10/25-26 (1st Call)
Name of work : **Miscellaneous repairing and renovation work for street lighting system under Women Safety Project at DH Road Silpara to Sakher Bazar in Ward No. 126**; Estimated Amount : ₹ **3,89,518.00**; Earnest Money : ₹ **7,800.00**; Period of completion : **18 Days**.

(9) NIT No. : KMC/EE_E/XVI/126/19/25-26 (1st Call)
Name of work : **Miscellaneous repairing and replacement work for street lighting system at Khan Md Road and other different areas in Ward No. 126**; Estimated Amount : ₹ **4,81,668.00**; Earnest Money : ₹ **9,700.00**; Period of completion : **21 Days**; Last date and time of submission of bid : **23.06.2025 - 3pm (For Sl. No. 7 to 9)**; Bid opening date for technical proposals (Online) : **25.06.2025 - 3 pm (For S. No. 7 to 9)**; The bid forms and other details are available on and from **14.06.2025 (6 pm) (For Sl. No. 7 to 9)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 9)**.

The **Executive Engineer (E)//LTG/Z-IV/BR-X, KMC** invites e-tender online two part bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/64/25-26
Name of work : **Development of lighting arrangement at Pramatha Chowdhury Sarani and Krishna Chandra Dey Sarani in Ward No. 81, Br.-X**; Estimated Amount : ₹ **4,69,305.29**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **20 Days**.

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/74/25-26
Name of work : **Repairing lifting and other necessary works for KMC feeder piller box at Padmaapukur, Netaji Nagar 08 No. N.S.C. Bose Road, Sanghati Colony & adjacent areas in Ward No. 98, Br.-X**; Estimated Amount : ₹ **2,45,108.86**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**; Period of completion : **15 Days**.

(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/109/25-26
Name of work : **Supply and delivery of LED light fittings at R.N. Das Road, Babubagan and Surrounding areas in Ward No. 92, Br.-X**; Estimated Amount : ₹ **2,94,916.00**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **15 Days**.

(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/107/25-26
Name of work : **Electrical renovation works at newly shifted CME (Civil) Office at 2nd Floor, E-Kolkata Bulding, Market Complex Unit-II under Br.-X**; Estimated Amount : ₹ **4,93,114.32**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **30 Days**.

(5) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/105/25-26
Name of work : **Repairing and lifting of feeder pillar box at Netaji Subhas Chandra Bose Road areas under Br.-X**; Estimated Amount : ₹ **1,96,668.82**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **15 Days**.

(6) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/108/25-26
Name of work : **Development works of park lighting system at Pallysree Colony Parks etc. areas in Ward No. 98, Br.-X**; Estimated Amount : ₹ **1,98,631.90**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **10 Days**.

(7) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/110/25-26
Name of work : **Repairing of lighting arrangement at Krishna Chandra Dey Sarani, Ullaskar Dutta Sarani areas in Ward No. 81, Br.-X**; Estimated Amount : ₹ **1,98,699.32**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **20 Days**; Last date and time of completion of bid : **23.06.2025 upto 11 am (For Sl. No. 1 to 7)**; The bid forms and other details are available on and from **13.06.2025 from 5 pm (For Sl. No. 1 to 7)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 7)**.

412/25-26

ভারত পেল নতুন ভরসা! অশ্বিনের যোগ্য বিকল্প তনুশ

মুম্বই, ১১ জুনঃ ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম সেরা অফস্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন গত বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বিদায় নিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়া সফরের সময় তিনি এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। অশ্বিন শুধু একজন দুর্দান্ত বোলারই ছিলেন না, বরং প্রয়োজনে ব্যাট হাতেও বহু ম্যাচে দলের ত্রাণকর্তা হয়েছেন। তার মতো একজন অলরাউন্ডারের জায়গা পূরণ করা সহজ কাজ নয়। কিন্তু সম্প্রতি এক তরুণ প্রতিভাবান ক্রিকেটার তার পারফরম্যান্স দিয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। তিনি হলেন তনুশ কোটিয়ান। তনুশ কোটিয়ান মুম্বইয়ের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিকভাবে ভালো পারফর্ম করে যাচ্ছেন। একজন ডানহাতি অফস্পিনার এবং দক্ষ ব্যাটসম্যান হিসেবে তিনি ধীরে ধীরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছেন একজন অলরাউন্ডার হিসেবে। অশ্বিনের অবসরের পর জাতীয় দলের অলরাউন্ড অফস্পিন বোলারের খালি জায়গাটি পূরণ করতে তিনিই হতে পারেন উপযুক্ত উত্তরসূরি। সম্প্রতি রঞ্জি ট্রফিতে কোটিয়ান ব্যাটে-বলে

দারুণ ছন্দে রয়েছেন। বিশেষ করে ইংল্যান্ড লায়ন্স-এর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অনানুষ্ঠানিক টেস্টে তাঁর পারফরম্যান্স ছিল চোখে পড়ার মতো। ১০৮ বলে অপরাজিত ৯০ রানের ইনিংসে তিনি দেখিয়েছেন যে শুধু বল নয়, ব্যাট হাতেও তিনি ম্যাচ গড়ার ক্ষমতা রাখেন। ওই ইনিংসে তিনি ১০টি চার ও ১টি ছক্কা মারেন। একই ম্যাচে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেটও শিকার করেন। তার এই অলরাউন্ড পারফরম্যান্স ভারতীয় নির্বাচকদের নজর কাড়তে বাধ্য করেছে।

হংকংয়ের বিরুদ্ধে হার, ভারতীয় ফুটবলে ইতি মানোলো মার্কুয়েজের!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ভারতীয় ফুটবলের বর্তমান চিত্র অত্যন্ত হতাশাজনক। ২০২৪ সালের শুরু থেকে এই পর্যন্ত পুরুষদের ভারতীয় ফুটবল দল ১৬টি ম্যাচ খেলেছে, যার মধ্যে জয় এসেছে মাত্র একটিতে। সর্বশেষ ম্যাচে এএফসি এশিয়ান কাপ ২০২৭ যোগ্যতা অর্জন পর্বে হংকংয়ের বিরুদ্ধে ০-১ গোলে হারের মধ্য দিয়ে। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারত থেকে হংকং পিছিয়ে রয়েছে ২৬ ধাপ। সেই তুলনামূলকভাবে দুর্বল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সংযুক্তি সময়ে গোল হজম করে ভারতের পরাজয় এই মুহূর্তে গোটা ফুটবল মহলে আলোচনার কেন্দ্রে। এই ফলাফলের পর থেকেই জাতীয় দলের প্রধান কোচ মানোলো মার্কুয়েজের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। স্প্যানিশ কোচ ২০২৪ সালের জুলাই মাসে ইগর স্টিমাচের জায়গায় দায়িত্ব নিয়েছিলেন, কিন্তু ১১ মাস পেরিয়ে গেলেও দলের পারফরম্যান্সে কোনো উন্নতি দেখা যায়নি। বরং বিপরীত চিত্র ফুটে উঠেছে মাঠে-টানা তিন ম্যাচে গোলহীন থাকা, খেলোয়াড় নির্বাচনে বিতর্কিত সিদ্ধান্ত এবং সামগ্রিকভাবে দলীয় আত্মবিশ্বাসের অভাব। বিশেষ করে হংকং ম্যাচে সুনীল ছেত্রীকে বেঞ্চে রেখে শুরু করা নিয়ে বেশ ক্ষোভ ছড়িয়েছে সমর্থকদের মধ্যে। বহু ফুটবলপ্রেমীই মনে করেন, ভারতের অভিজ্ঞ এই ফরোয়ার্ডকে প্রথম একাদশে রাখা উচিত ছিল। এমন ভুল সিদ্ধান্তের জন্য দায় চাপছে কোচের কাঁধে এবং সেইসঙ্গে জোরালোভাবে উঠছে তাঁর পদত্যাগের দাবি। বিভিন্ন

সংবাদমাধ্যমে ইতিমধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে যে হংকংয়ের বিরুদ্ধে পরাজয়ের পর মানোলো মার্কুয়েজ এআইএফএফ-কে তাঁর ইস্তফার সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। তবে সেই ঘোষণায় এখনও সরকারি সিলমোহর পড়েনি, কারণ এটি কোনও একতরফা সিদ্ধান্ত নয়। সর্ব ভারতীয় ফুটবল সংস্থার এক সূত্র পিটিআইকে জানায়, কোচের পদত্যাগ কার্যকর হতে হলে দু'পক্ষের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা প্রয়োজন। ফেডারেশনের এক শীর্ষ কর্মকর্তা পিটিআইকে জানিয়েছেন, ''মানোলো দায়িত্ব ছাড়তে পারেন শুধুমাত্র যদি দু'পক্ষ সম্মত হয়। এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে তাঁর তরফে কোনো লিখিত অনুরোধ আসেনি। তিনি যদি আমাদের জানিয়ে দেন, তাহলে আমরা বিষয়টি বিবেচনা করব।'' এদিকে এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় দলের এশিয়ান কাপ ২০২৭-এ যোগ্যতা অর্জনের আশা প্রায় নিঃশেষ। বাকি থাকা চারটি ম্যাচে জয় আবশ্যক, তা না হলে বিদায় নিশ্চিত। অক্টোবর মাসে সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে হোম এবং অ্যাওয়ে ম্যাচ রয়েছে ভারতের, কিন্তু মানোলো মার্কুয়েজ আদৌ তখন দলের দায়িত্বে থাকবেন কিনা, তা নিয়েই বড় প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয়েছে। ফুটবলবিশেষজ্ঞদের মতে, এই মুহূর্তে ভারতীয় দল শুধুমাত্র খেলোয়াড় নয়, বরং কোচিং স্টাফ, পরিকল্পনা ও কৌশলগত ভাবনাতেও দারুণভাবে পিছিয়ে পড়েছে। মানোলোর অধীনে দলের আক্রমণাত্মক ফুটবলের অভাব, মাঝমাঠের এলোমেলো পারফরম্যান্স এবং রক্ষণভাগের অনভিপ্রেত ভুল সব মিলিয়ে এক কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে ভারতীয় ফুটবল। তবে যেহেতু মানোলো এখনও লিখিতভাবে তাঁর ইস্তফার কথা জানাননি, তাই এআইএফএফ কোনও চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিতে পারছে না। সব মিলিয়ে ভারতের ফুটবলের এই হতাশাজনক সময়ে, কোচের পরিবর্তন হলে নতুন কোনো দিশা খোঁজার সুযোগ তৈরি হতে পারে। কিন্তু তার জন্য প্রক্রিয়াগত জটিলতা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন জরুরি। এখন দেখার, মানোলো মার্কুয়েজ তাঁর সিদ্ধান্তে অন। থাকেন কিনা এবং এআইএফএফ কিভাবে সেই সিদ্ধান্তকে কার্যকর করে।

ফাস্ট না স্পিন

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে কেমন পিচ চান গম্ভীর?

কেন্ট, ১১ জুনঃ ভারতীয় ক্রিকেট দল ২০২৫-২৭ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রের প্রথম ধাপে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের একটি কঠিন টেস্ট সিরিজ দিয়ে যাত্রা শুরু করতে প্রস্তুত। এই গুরুত্বপূর্ণ সিরিজের আগে দলটি ইতিমধ্যেই কেন্টের বাকেনহ্যাম কাউন্টি গ্রাউন্ডে একটি নিবিড় প্রশিক্ষণ শিবিরে নিজেদের ঝালিয়ে নিচ্ছে। প্রস্তুতির মাঝে ভারতীয় দলের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর পিচ কিউরেটরদের কাছে একটি স্পষ্ট বার্তা পাঠিয়েছেন, যা দলের গুরুত্বপূর্ণ মানসিকতার ইঙ্গিত দেয়। বাকেনহ্যামের প্রধান পিচ কিউরেটর জশ মার্ডেন রিভস্পোর্টজ-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ভারতীয় সাপোর্ট স্টাফের সঙ্গে তার আলোচনার বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন।

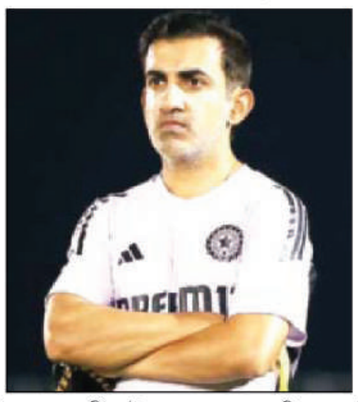

মার্ডেন বলেন, ''হ্যাঁ, গৌতম গম্ভীর-সহ কোচিং স্টাফ আমাদের সঙ্গে তাদের অভ্যন্তরীণ বৈঠকের পর কথা বলেছেন। তাদের বার্তা ছিল খুবই স্পষ্ট-'আমরা একটি ভালো পিচ চাই।' এমন কিছু নয় যা খুব সমতল বা অতিরিক্ত সবুজ, বরং এমন একটি পিচ যা ম্যাচের প্রস্তুতিতে সত্যিকার অর্থে সাহায্য করবে।'' নতুন অধিনায়ক শুভমন গিলের নেতৃত্বে তরুণ ভারতীয় দলের জন্য এই সিরিজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গম্ভীরের নির্দেশে স্পষ্ট যে দলটি আরামের চেয়ে মানসম্পন্ন প্রস্তুতিকে প্রাধান্য দিচ্ছে। মার্ডেন আরও জানান, ''তারা কেবল ব্যাটিং অনুশীলনের জন্য নয়, বাস্তবসম্মত কন্ডিশন চেয়েছিল। তাই আমরা কিছু পরিবর্তন করেছি - ঘাসের আচ্ছাদন, নেটের প্রস্থ এবং পিচের দৈর্ঘ্য বাড়ানো হয়েছে। এরপর থেকে ভারতীয় দলের প্রতিক্রিয়া দারুণ হয়েছে।'' বাকেনহ্যামের মাটি স্বাভাবিকভাবে ব্যাটার-বান্ধব হিসেবে পরিচিত, যা কিউরেটরদের জন্য সঠিক ভারসাম্য খুঁজে পাওয়াকে চ্যালেঞ্জিং করে তুলেছিল। মার্ডেন এই বিষয়ে বিশদে বলেন, ''দৃশ্যত পিচ শুকনো বা সমতল মনে হতে পারে, কিন্তু আমরা ঘাসের ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ করি - শুধু যা দেখা যায় তা নয়, এর পুরুত্বও গুরুত্বপূর্ণ। ভারত ও অস্ট্রেলিয়া বর্তমানে যে পিচগুলো ব্যবহার করছে, তাতে আমাদের সাধারণ হোয়াইট-বল পিচের তুলনায় কিছুটা বেশি ঘাস রাখা হয়েছে। এটি একটি সূক্ষ্ম ভারসাম্য, কিন্তু বাদামী পিচেও সঠিক দৈর্ঘ্যে বল করলে সিমারদের জন্য যথেষ্ট জীবন্ততা থাকে।'' ভারত হেডিংলিতে প্রথম টেস্টের আগে বাকেনহ্যামে একটি অন্তঃদলীয় ম্যাচও খেলবে। পিচ প্রস্তুতির এই সতর্কতা ভারতের বৃহত্তর কৌশলের অংশ। অতীতের কিছু সফরের বিপরীতে, এবার ভারত কোনো কিছুই সুযোগের উপর ছেড়ে দিচ্ছে না। নতুন ডব্লিউটিসি চক্রে শক্তিশালী শুরু করার লক্ষ্যে তারা প্রতিটি দিক পরখ করে দেখছে। শুভমন গিলের নেতৃত্বে এই সিরিজ ভারতের প্রথম টেস্ট অভিযান হবে।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ার্ম-আপ ম্যাচের আগে খোশ মেজাজে ভারতীয় দল

কেন্ট, ১১ জুনঃ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ এবং নতুন বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রের প্রস্তুতির জন্য ভারতীয় ক্রিকেট দল বাকেনহ্যামে অবস্থান করছে। তবে প্রতিদিন যে বাউন্সার আর ব্যাটিং ড্রিল নিয়েই কাটে, তা নয়। বুধবার ছিল ছুটির দিন, যেখানে ভারতীয় দল ক্রিকেটের তীব্র প্রস্তুতির মাঝে কিছুটা হালকা মুহূর্ত উপভোগ করেছে। ১৩ জুন থেকে শুরু হতে যাওয়া তাদের ওয়ার্ম-আপ ম্যাচের আগে, ভারতীয় খেলোয়াড়রা আজ শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। কেউ কফির দোকানে, কেউ শপিংয়ে, আবার কেউ শুধুই নৈমিত্তিক হাঁটাহাঁটি করে সময় কাটিয়েছেন। রবীন্দ্র জাদেজা, কুলদীপ যাদব এবং টি দিলীপকে শহরে ঘুরতে দেখা গেছে। অর্শদীপ সিং, সাই সুদর্শন এবং প্রসিদ্ধ কৃষ্ণও এই অবসর সময়টির পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করেছেন। শুভমান গিল এবং ঈশান কিশান একসঙ্গে হাঁটতে বেরিয়েছিলেন, যেন ক্রিকেটের বাইরে একটু বন্ধুত্বের মুহূর্ত উপভোগ করছেন। এদিকে, ঋষভ পন্ত রাহুল তেওয়াটিয়ার সঙ্গে দাবার বোর্ডে মগ্ন ছিলেন। এই বন্ধুত্বপূর্ণ খেলা ছিল মাঠের লড়াইয়ের আগে মস্তিষ্কের একটি কৌশলী পরীক্ষা। কেএল রাহুল অবশ্য নির্জনতা বেছে নিয়েছিলেন। তিনি দলের হোটেলে ফিরে একা শান্তভাবে খাবার উপভোগ করেছেন। অন্যদিকে, মোহাম্মদ সিরাজকে কেনাকাটায় মগ্ন দেখা গেছে। দলের সবচেয়ে স্টাইলিশ খেলোয়াড় হিসেবে পরিচিত সিরাজ তার রুচির প্রমাণ দিয়েছেন। বিকেলের দিকে, স্থানীয় সময় প্রায় ৪টায়, ভারতীয় 'এ' দল সিনিয়র দলের সঙ্গে একটি ইন্ট্রা-স্কোয়াড ম্যাচে অংশ নেয়ে। এই খেলা ছিল প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবকে আরও তীক্ষ্ণ করার একটি সুযোগ। এই সময় দিনেশ কার্তিককেও দেখা গেছে। তিনি সাই সুধর্শনের সঙ্গে ব্যাটিং নিয়ে আলোচনা করছিলেন এবং নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিচনি। কার্তিকের এই মেন্টরশিপ তরুণ খেলোয়াড়দের জন্য মূল্যবান ছিলে। আগামীকাল সকালে ভারতীয় দল পুনরায় পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণে ফিরবে। এই সিরিজের জন্য দলের প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে। আজকের এই ছুটির দিনটি ছিল ক্রিকেটের তীব্র লড়াইয়ের আগে একটু শান্তি এবং আনন্দের মুহূর্ত, যা খেলোয়াড়দের মনকে সতেজ করে তুলেছে।

ভিনিসিউসের গোলে বিশ্বকাপে ব্রাজিল

সাও পাওলো, ১১ জুনঃ ভারতীয় সময় বুধবার সকালে ১-০ গোলে জিতেছে ব্রাজিল। এই জয়ে আপাতত পয়েন্ট তালিকায় তারা উঠে এসেছে দুই নম্বরে। দিনের শুরুতে উরুগুয়ের বিপক্ষে ভেনেজুয়েলার হারে সুযোগ আসে ব্রাজিলের সামনে। প্যারাগুয়েকে হারিয়ে সেটা কাজে লাগাল পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। লাতিন আমেরিকার দ্বিতীয় দল হিসেবে নিশ্চিত করল বিশ্বকাপের ২০২৬ আসরে খেলা। ঘরের মাঠে আক্রমণাত্মক ফুটবলে শুরু করে ব্রাজিল। উইং দিয়ে ভীতি ছড়াতে থাকেন রাফিনিয়া। কার্ডের খাড়ায় ইকুয়েডরের বিপক্ষে আগের ম্যাচে ছিলেন না তিনি। অষ্টম মিনিটে ডি বক্সের বাইরে থেকে বার্সেলোনা ফরোয়ার্ডের শট যায় গোলরক্ষকের গ্লাভসে। চার মিনিট পর গোলের সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করেন ভিনিসিউস। মাথেউস কুইয়ার চমৎকার ক্রসে কেবল ঠিকমতো পা ছোঁয়ানো প্রয়োজন ছিল তার। সেই কাজটা করতে পারেননি রিয়াল মাদ্রিদ ফরোয়ার্ড। ৩৫তম মিনিটে গোলের আরেকটা বড় সুযোগ হাতছাড়া করে আয়োজকরা। গাব্রিয়েল মার্তিনেল্লির ক্রসে খুব কাছ থেকে অবিশ্বাস্যভাবে বাইরে হেড করেন কুইয়া। মনে হচ্ছিল সমতায় শেষ হতে যাচ্ছে প্রথমার্ধ। কিন্তু ৪৪তম মিনিটে এগিয়ে যায় ব্রাজিল। তিন জনের চ্যালেঞ্জের মুখে বলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন রাফিনিয়া।

ছুটে গিয়ে বল ধরে বাইলাইন থেকে কাটব্যাক করেন কুইয়া। এবার প্রয়োজনীয় টোকা দিতে কোনো ভুল করেননি ভিনিসিউস। আনচেলত্তি কোচ হওয়ার পর ব্রাজিলের এটিই প্রথম গোল। দ্বিতীয়ার্ধেও প্রথম ভালো সুযোগ তৈরি করে ব্রাজিল। ব্রুনো গিমারাইসের শট গোললাইন থেকে ফিরিয়ে দেন হুয়ান কাসেরেস। পরের মিনিটে প্যারাগুয়ের আন্তোনিও সানাব্রিয়ার শট ব্যর্থ করে দেন ব্রাজিল গোলরক্ষক আলিসন। লক্ষ্যে এটাই ছিল প্যারাগুয়ের একমাত্র শট। ৭৭তম মিনিটে রাফিনিয়ার বাঁ পায়ের গতিময় শট ফিরিয়ে দেন প্যারাগুয়ে গোলরক্ষক। ৮৯তম গিমারাইসের জোরাল শটও ব্যর্থ করে দেন তিনি। ১৬ ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত দুই নম্বরে আছে ব্রাজিল। ইকুয়েডরের সামনে সুযোগ আছে তাদের তিনে পাঠিয়ে দেওয়ার।

মাল্টার জালে নেদারল্যান্ডসের ৮ গোল

বউমাবোলিভার্ড, ১১ জুনঃ বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের ম্যাচে মঙ্গলবার রাতে ৮-০ গোলে জিতেছে নেদারল্যান্ডস। নবম মিনিটে সফল স্পট কিকে দলকে এগিয়ে নেন মেমফিস। সাত মিনিট পর গতিময় শটে তিনিই বাড়ান ব্যবধান। ভাগ বসান নেদারল্যান্ডসের হয়ে রবিন ফন পার্সির সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ডে। দুইজনই ৫০ গোল করেন ১০২ ম্যাচে। বদলি নামা ডনিয়েল মালেনও করেন জোড়া গোল। একটি করে গোল করেন অধিনায়ক ভার্জিল ফন ডাইক, জাভি সিমন্স, নোয়া লাং ও মিকি ফন ডি ফেন। নেদারল্যান্ডস পেল টানা দ্বিতীয় জয়। গত শনিবার ফিনল্যান্ডকে হারিয়ে শুভ সূচনা করেছিল রোনাল্ড কুমানের দল। সেই ম্যাচে হলুদ কার্ড পাওয়া খেলোয়াড়দের কাউকেই মাল্টার বিপক্ষে খেলাননি ডাচ কোচ। কারণ, আগামী পোল্যান্ডের বিপক্ষে পরের ম্যাচে কোনো খেলোয়াড় নিষিদ্ধ থাকুক চাননি তিনি।

ইংল্যান্ডকে হারাল সেনেগাল

নটিংহ্যাম, ১১ জুনঃ সিটি গ্রাউন্ডে মঙ্গলবার রাতে প্রীতি ম্যাচে ৩-১ গোলে হেরেছে ইংল্যান্ড। ২২ ম্যাচে আফ্রিকার কোনো দলের বিপক্ষে তাদের এটাই প্রথম হার। টানা ২৪ ম্যাচ ধরে অপরাজিত থাকল সেনেগাল। অন্য দিকে টুখেলের কোচিংয়ে প্রথম হারের তেতো স্বাদ পেল ইংল্যান্ড। ২-১ গোলে পিছিয়ে থাকা অবস্থায় জালে বল পাঠিয়েছিলেন জুড বেলিংহ্যাম। কিন্তু আক্রমণের শুরুর দিকে হ্যান্ডবলের কারণে ভিএআরের সাহায্য নিয়ে গোল দেননি রেফারি। ৪০তম মিনিটে নিকোলাস জ্যাকসনের ক্রসে সমতা ফেরান ইসমাইলা সার। টুখেল কোচ হয়ে আসার পর এটাই ইংল্যান্ডের জালে প্রথম গোল। ৬২তম মিনিটে সেনেগালকে এগিয়ে নেন হাবিব দিয়ারা। যোগ করা সময়ে ব্যবধান আরও বাড়ান শেখ সাবালি।

সৌদিকে হারিয়ে বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়া

জেদ্দা, ১১ জুনঃ 'সি' গ্রুপ সেরা জাপানকে গত সপ্তাহে পার্থে হারিয়ে কাজ অনেকটাই এগিয়ে রেখেছিল অস্ট্রেলিয়া। বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বে যেতে সৌদি আরবের বিপক্ষে পাঁচ গোলের ব্যবধানে হার এড়ালেই চলত তাদের। জেদ্দায় মঙ্গলবার শুরুতে পিছিয়ে পড়লেও পরে ঘুরে দাঁড়িয়ে ২-১ ব্যবধানের জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে তারা। আব্দুলরহমান আল ওবুদের গোলে ঘরের মাঠে ১৯তম মিনিটে এগিয়ে যায় সৌদি আরব। কনর মেটকাফের গোলে ৪২তম মিনিটে সমতা ফেরায় অস্ট্রেলিয়া। ৪৮তম মিনিটে মিচেল ডিউকের গোলে এগিয়ে যায় সফরকারীরা। শেষ দিকে সমতা ফেরানোর সুযোগ পেয়েছিল সৌদি আরব। কিন্তু সালেম আল-দাওসারির স্পট কিক ঠেকিয়ে দেন দেশের হয়ে নিজের শততম ম্যাচ খেলা গোলরক্ষক ম্যাটি রায়ান। ১০ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে আগেই গ্রুপ শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চিত করে জাপান। ১৯ পয়েন্ট নিয়ে রানার্সআপ হলো অস্ট্রেলিয়া। ১৩ পয়েন্ট নিয়ে তিনে

থাকা সৌদি আরব ও ১২ পয়েন্ট নিয়ে চারে থাকা ইন্দোনেশিয়ার সুযোগ শেষ হয়ে যায়নি। চতুর্থ রাউন্ডে খেলবে দেশ দুটি। এই রাউন্ডে তাদের অন্য চার সঙ্গী হলো সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, ইরাক ও ওমান। এশিয়া অঞ্চল থেকে এ নিয়ে ছয়টি দল সরাসরি বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত করল। অন্য দলগুলো হলো ইরান, জাপান, জর্ডান, দক্ষিণ কোরিয়া ও উজবেকিস্তান। এর মধ্যে জর্ডান ও উজবেকিস্তান খেলবে প্রথমবার। এই অঞ্চল থেকে সামনের আসরে সরাসরি খেলবে আটটি দল। আন্তমহাদেশীয় প্লে-অফ থেকে জায়গা পেতে পারে আরেকটি দল। তিন আয়োজক দেশ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো সরাসরি খেলবে বিশ্বকাপে। আগামী বছরে অনুষ্ঠেয় আসরে খেলা নিশ্চিত করেছে আর্জেন্টিনা ও নিউ জিল্যান্ডও।

আলমাদার গোলে কলম্বিয়ার বিপক্ষে হার এড়াল ১০ জনের আর্জেন্টিনা

দল পরিণত হয়েছে দশ জনে। মাঠ ছেড়েছেন সবচেয়ে বড় ভরসা লিওনেল মেসি। চোখ রাঙাচ্ছে কলম্বিয়ার বিপক্ষে আরেকটি পরাজয়। সে সময় ত্রাতা হয়ে এলেন থিয়াগো আলমাদা। এই তরুণের গোলে হার এড়িয়েছে আর্জেন্টিনা।

বুয়েনস আইরেস, ১১ জুনঃ রিভার প্লেটের মাঠে ভারতীয় সময় বুধবার ভোরে শুরু হওয়া ম্যাচ শেষ হয়েছে ১-১ সমতায়। লুইস দিয়াজের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল কলম্বিয়া। প্রথম দেখায় ২-১ গোলে জেতা দলটি জাগিয়েছিল আরেকটি জয়ের আশা। এনসো ফার্নান্দেজের লাল কার্ডে সেটা উজ্জ্বল হয়েছিল আরও। কিন্তু শেষ দিকে আলমাদার গোলে ড্র করতে পারল লিওনেল স্কালোনির দল। গত কোপা আমেরিকার দুই ফাইনালিস্টের লড়াইয়ে চতুর্থ মিনিটে প্রথম ভালো সুযোগ পায় আর্জেন্টিনা। হুলিয়ান আলভারেজের সঙ্গে ওয়ান-টু খেলে ডি বক্সের ভেতরে ঢুকে যান মেসি। ডান পায়ের বাঁকানো শট একটুর জন্য লক্ষ্যে রাখতে পারেননি তিনি। ষষ্ঠ মিনিটে এগিয়ে যেতে পারত কলম্বিয়া। হামিস্তন কাম্পাসের ক্রসে হুয়ান লুকুমির হেড বেরিয়ে যায় বার ঘেঁষে! আট মিনিট পর পাল্টা আক্রমণ থেকে এমিলিয়ানো মার্তিনেজ বরাবর শট নিয়ে দারুণ সুযোগ নষ্ট করেন দিয়াস। ষোড়শ মিনিটে হামেস রদ্রিগেজের রক্ষণচেরা পাসে বিপজ্জনক জায়গায় বল পান দাভিয়ের মাচাদো। কিন্তু কাছ থেকেও বুলেট গতির শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি তিনি। ২২তম মিনিটে ডি বক্সের বাইরে থেকে আলভারেজের গতিময় শট ঝাঁপিয়ে ঠেকান কলম্বিয়া গোলরক্ষক কেভিন মিয়ের। দুই মিনিট পর চমৎকার প্রতি আক্রমণে কলম্বিয়াকে এগিয়ে নেন দিয়াজ। কেভিন কাস্তানোর কাছ থেকে মাঝমাঠে বল পেয়ে দারুণ গতিতে এগিয়ে আর্জেন্টিনার তিন খেলোয়াড়ের মাঝ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে জাল খুঁজে নেন লিভারপুল ফরোয়ার্ড। ২৮তম

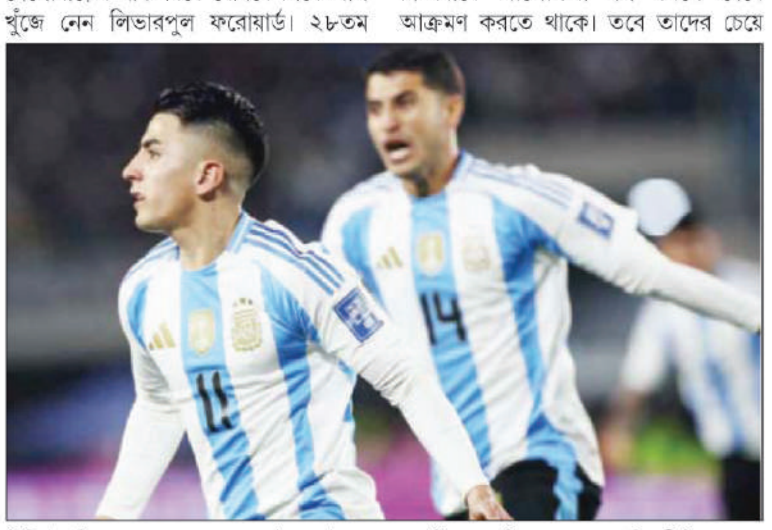

মিনিটে থিয়াগো আলমাদার দুর্দান্ত স্লাইডে আরও পিছিয়ে যাওয়া থেকে বেঁচে যায় আর্জেন্টিনা। আরেকটু হলে গোলরক্ষককে একা পেয়ে যেতেন রদ্রিগেজ। দুই মিনিট পর জালে বল পাঠায় আর্জেন্টিনা। কিন্তু ফের্নান্দেজ অফসাইডে থাকায় মেলেনি গোল। যোগ করা সময়ে মেসির ফ্রি কিকে পা ছোঁয়াতে পারেননি আর্জেন্টিনার কেউ। পিছিয়ে থেকে বিরতিতে যায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। একই তালে শুরু হওয়া দ্বিতীয়ার্ধে আর্জেন্টিনা বল দখলে রেখে আক্রমণ করতে থাকে। তবে তাদের চেয়ে কলম্বিয়ার প্রতি আক্রমণ বেশি ভীতি ছড়ায়। ৬০তম মিনিটে রিচার্ড রিওসের শট ঝাঁপিয়ে পুরোপুরি বিপদমুক্ত করতে পারেননি আর্জেন্টিনা গোলরক্ষক মার্তিনেজ। ছুটে গিয়ে আন্দ্রেজ রামোনের শট ফিরিয়ে ব্যবধান বাড়তে দেননি তিনি। তিন মিনিট পর নিকোলাস গনসালেসের শট ঝাপিয়ে ঠেকান কলম্বিয়া গোলরক্ষক। ফিরতি বলে ফের শট না নিয়ে কাট ব্যাক করেন গনসালেজ। সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি ফের্নান্দেজ। খুব কাছ থেকে ক্রসবারের উপর দিয়ে মারেন চেলসি মিডফিল্ডার। ৬৮তম মিনিটে মেসির ফ্রি কিক ঠিক মতো ফেরাতে পারেননি মিয়ের। আলগা বলে গনসালেজের গতিময় শট ব্যর্থ হয় পোস্টে লেগে। তিন মিনিট পর বড় ধাক্কা খায় আর্জেন্টিনা। কেভিন কাস্তানো হেড করতে গেলে পা উঁচু করে শট করে বসেন ফের্নান্দেজ। তার বুট গিয়ে লাগে কাস্তানোর মাথায়। আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডারকে লাল কার্ড দেখান রেফারি। চোট পাওয়া কাস্তানোর জায়গায় নামেন হুয়ান আরিয়াজ। ১০ জন নিয়ে কলম্বিয়ার রক্ষণে প্রবল চাপ তৈরি করে আর্জেন্টিনা। একের পর এক চেষ্টার ফল মিলে ৮০তম মিনিটে। ডি বক্সের বাইরে বল পেয়ে পায়ের কারিকুরিতে ভেতরে ঢুকে আড়াআড়ি শটে দূরের পোস্ট দিয়ে জাল খুঁজে নেন আলমাদা। ৮৬তম মিনিটে কলম্বিয়াকে এগিয়ে নেওয়ার দারুণ সুযোগ হাতছাড়া করেন রিওস। দিয়াজের ক্রসে খুব কাছ থেকে হেড লক্ষ্যে রাখতে পারেননি তিনি। বাকি সময়ে গোলের তেমন কোনো সুযোগ তৈরি করতে পারেনি কোনো দলই। ১৬ ম্যাচে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে চূড়ায় আর্জেন্টিনা। ২২ পয়েন্ট নিয়ে ছয়ে কলম্বিয়া।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com